

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

“সহস্র-মহরী”

উপন্যাস-মালায় চতুর্নবতিতম খণ্ড

(৯৪ নং)

লক্ষ্যপ্রঃ

[প্রথম সংস্করণ]

“নানসী” প্রেস

১৩১এ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা

ঐকীতকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কাগ্যালয়,—

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য একটাকা চারি আনা।

১৩৩২

লক্ষ্যভ্রম

প্রথম কাণ্ড

নিশীথে পরামর্শ

“স্মিথ !”

• “কি আদেশ, বর্ত্তা ?”

“আমাদের পিছনে লোক লাগিয়াছে, টের পাইয়াছ ?”

“তা আর পাই নাই ?”

“পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছ ?”

স্মিথ মৃদুস্বরে বলিল, “কয়েক বার।”

মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে স্মিথের দিকে চাহিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিতে, স্মিথ তাঁহার পাশেপাশে চলিতেছিল। সে দুই এক বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল।

অন্ধকার রাত্রি ; তাহার উপর নিবিড় কুজাটিকা জালে নৈশ প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন। লগুনের কুয়াসা অতি ভয়ানক জিনিস!—সেই কুয়াসার ভিতর দিয়া চলিবার সময় এক হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না! মনে হয়, কে যেন কাল পর্দা দিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সেই রাত্রে তাঁহার। লগুনের ‘ইউনিয়ন জ্যাক ক্লাব’ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন।

তাঁহার। উভয়ে সেই গাঢ় কুজাটিকা-স্তর ভেদ করিয়া অন্ধের ভ্রায় অনিশ্চিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলেন ; অন্ধকারে পাছে কাহারও বাড়ে পড়েন, কি কোনও পথিকের মাথার সহিত তাঁহাদের মাথার ঠোকাঠুকি ?

যায়—এই আশঙ্কায় চলিতে চলিতে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে থামিতেছিলেন। সেই সময় মিঃ ব্লেক পশ্চাতে কয়েক বার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন; য় হইলেও তাহা সুস্পষ্ট।—কেহ কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া সতাই তাঁহাদে অনুসরণ করিতেছে কি না বুঝিবার জন্য তাঁহারা উভয়েই কাণ খাড়া করিয়া সতর্কভাবে চলিতে লাগিলেন।

হৃচ্চিন্তায় যথেষ্ট কারণ ছিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ উভয়েই জানিতেন—লণ্ডনে তাঁহাদের শত্রুর অভাব নাই; অনেক নরহন্তা, অনেক দস্যু তস্কর জালিয়াৎ ও গুণ্ডা তাঁহাদের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করিত; কোন স্থানে লুকাইয়াও তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। তাঁহাদের হাতে ধরা পড়িয়া কতজন কত বার জেল খাটি? হ, কতজনের আত্মীয় বন্ধু দীর্ঘকালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া হ। মিঃ ব্লেক ও স্মিথের মাথা লইতে পারিলে অনেকেই নিরাপদ হইত; কতজনের প্রতিহিংসাবৃত্তি, চরিতার্থ হইত। এই অন্ধকাররাত্রে নিৰ্জ্জনে হঠাৎ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের মাথায় লাঠী মারিবার জন্য বা তাঁহাদের পাঁজরে ছোরা বিধাইবার জন্য কেহ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া থাকিলে—তাঁহাতে বিস্মিত হইবার কারণ ছিল না। মিঃ ব্লেকে হত্যা করিয়া ফাঁসি যাওয়াও অনেকে প্রার্থনীয় মনে করিত। মিঃ ব্লেকও তাহা জানিতেন, কিন্তু প্রাণভয়ে তিনি কণ্ডব্যপথ হইতে কোন দিন বিচলিত হন নাই; তা হঠাৎ কোন বিপদ না ঘটে—এজন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতেন।

তাঁহারা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, একটা ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল; তাহার পর তাঁহারা কোন দিকে আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে হঠাৎ স্মিথের হাত ধরিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইলেন, যেন পশ্চাতে আবার কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন; তিন চারিবার কাহার লঘু পদশব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাঁহারা দাঁড়াইতেই সেই শব্দ থামিয়া গেল।

স্মিথ বলিল, “অন্ত পথ দিয়া ট্যান্ডি যাইতেছে, এ তাহারই শব্দ নয়?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না স্থিথ! নিশ্চয়ই কেহ কিছু দূরে থাকিয়া আমাদের অনুসরণ করিতেছে।”

১. তাঁহারা আবার চলিতে লাগিলেন। স্থিথ অশ্রুট স্বরে বলিল, “হাঁ, কর্তা, কিন্তু বোধ হইতেছে এ জীলোকের পদধ্বনি।”

মিঃ ব্লেক মুহূর্তকাল কাণ পাতিয়া থাকিয়া বলিলেন, “হাঁ, জীলোকই বটে, ভয়ানক জীলোক! পদশব্দে তাহার আতঙ্কের পরিচয় পাইলাম। জীলোক আমাদের অনুসরণ করিয়া থাকিলে তাহাতে ভয়ের কারণ নাই স্থিথ! ধীরে অগ্রসর হও, আমি একটু দাঁড়াইয়া দেখি।”

স্থিথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল; মিঃ ব্লেক পণের এক পাশে দাঁড়াইয়া পশ্চাত্তর অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পদশব্দ ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল।

ততক্ষণ পরে একটি তরুণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; সে ভয়ে কাঁপিতেছিল। অন্ধকারে একজন লোককে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া সে অশ্রুট স্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্ত সদয় ভাবে কোমল স্বরে বলিলেন, “ভয় নাই বাছা! তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।”

যুবতী তাঁহার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল, এবং অশ্রুট স্বরে কি বলিয়া পুনর্বার চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহার কথা বুঝিতে পারিলেন না।

যুবতী সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। সেই গভীর রাত্রে নির্জন পথে ভদ্রমহিলাকে একাকিনী ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ব্লেক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং যদি তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন এই আশায় তাহার সমীপস্থ হইবার জন্ত দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিলেন। যুবতী ততক্ষণ অত্র একটি পথে প্রবেশ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক যুবতীর সম্মুখে গিয়া টুপি তুলিলেন, এবং মুহু স্বরে বলিলেন, “আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার আগ্রহ হইয়াছে—ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি এই গভীর রাত্রে একাকিনী কোথায়

যা যাইতেছেন, কেন যাইতেছেন—তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব না, আমি স জানি তাহা আমার অনধিকার চর্চা ; কিন্তু আপনি যদি এই কুয়াসার হই মধ্যে পথ হারাইয়া থাকেন—তাহা হইলে আপনাকে সাহায্য করিতে অ প্রস্তুত আছি।”

ত যুবতী চঞ্চল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “না, আমি পথ হারাই নাই ; তবে রাত্রি অধিক হইয়াছে, কুয়াসাও অত্যন্ত গাঢ় ; ল এইজন্ত চলিতে একটু কষ্ট হইতেছে, একটু ভয়ও হইয়াছে ;—কিন্তু আমাকে জ বোধ হয় আর অধিকদূর যাইতে হইবে না।”

ক মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি বেকার স্ত্রীটে আসিয়া পড়িয়াছেন। এই প পল্লী আমার সুপরিচিত। এই পল্লীর কোন বাড়ীতে আপনার যাইবার ইচ্ছা ক থাকিলে, আপনি বলুন আপনাকে সেখানে পৌছাইয়া দিতেছি ; আমার বাড়ীও মি এই পথের ধারে।”

জ যুবতী তাঁহার কথা শুনিয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইল, তাহার সন্মুখ দূর ত হইল। সে বলিল, “এই রাস্তার ধারেই আপনার বাড়ী ? তাহা হইলে প আপনার সাহায্যে আমার গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিব, এরূপ আশা করিতে — স্প্রাঙ্গি। আপনি দয়া করিয়া মিঃ রবার্ট ব্লেকের বাড়ী আমাকে দেখাইয়া দিবেন ? ফা আমি তাঁহারই বাড়ী যাইব।”

বি মিঃ ব্লেক যুবতীর কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন ; কিন্তু সে তাঁহার হাসি হইদেখিতে পাইল না। তিনি বলিলেন, “আমরা ত সেই বাড়ীর নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছি ; আপনাকে আর কুড়ি পঁচিশ গজের অধিক দূরে যাইতে বাহইবে না।”

শ যুবতী বলিল, “এত নিকটে তাহা জানিতাম না!—আপনি বলিয়া ন থাকিলে আমাকে হয় ত এই পথের আগাগোড়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত।”

যি মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হী, রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়াই হয় ত আপনাকে দী একটু অসুবিধায় পড়িতে হইত ; নতুবা এ পথে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—সেই বাড়ীটা দেখাইয়া দিত।”

যুবতী বলিল, “তা বটে, কিন্তু কাহাকেও সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইত কি না সন্দেহ। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় ভাল দেখাইত না ; কারণ এই রাত্রিকালে আমাকে একাকিনী একজন অপরিচিত ডি—ডি—”

যুবতীর কথা বাধিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “থাক আর বলিতে হইবে না ; আপনার সঙ্কোচের কারণ বুঝিয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আনন্দিত হইয়াছি। আপনাকে আর কোন অহুবিধায় পড়িতে হইবে না। আপনি কি মিঃ ব্লেকের সঙ্গেই দেখা করিতে যাইতেছেন ? আমার প্রাণে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না।”

যুবতী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “হাঁ মহাশয়, তাঁহার সঙ্গে আমার এক বার দেখা করা দরকার ; আমার গোটা-কত কথা আছে। রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছে ; এখন তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব কি না, এই অসময়ে তিনি আমার কথা শুনিতে রাজী হইবেন কি না বলিতে পারেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দেখা না পাইবার কোন কারণ নাই ; তবে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন কি না সন্দেহ !”

যুবতী উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, “স্পষ্ট দেখিতে পাইব না !—এ কথার অর্থ কি ? আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “কুয়াসা অত্যন্ত গাঢ় কি না তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন কি না সন্দেহ হইতেছে।”

যুবতী বলিল, “কুয়াসা গাঢ় হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছি না—এ আবার কি রকম কথা ?”

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। কিছু দূরে পথের ধারে আলোকস্তম্ভ-শিরে আলো জ্বলিতেছিল ; সেই আলোকে কুয়াসার ভিতর দিয়াও সে মিঃ ব্লেকের মুখ দেখিতে পাইল। সে মিঃ ব্লেকের ফটো অনেক-বার দেখিয়াছিল, তাঁহার কথায় তাহার মনে কেমন খটকা বাধিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “আপনিই কি মিঃ ব্লেক নহেন ?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “আপনার অল্পমান মিথ্যা হয় নাই ; কিন্তু আপনি হয় ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ চাহিবেন। সে প্রমাণ এখনই আপনাকে দিতে পারি।”

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে তাঁহার নামের একখানি কার্ড বাহির করিয়া যুবতীর হাতে দিলেন। সে পকেট হইতে ম্যাচ-বাক্স বাহির করিয়া ব্যগ্রভাবে দেশলাই জালিল ; সেই আলোকে মিঃ ব্লেকের নাম পাঠ করিয়া সে আনন্দিত হইল। সে আগ্রহভরে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মিঃ ব্লেক, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার মনে কিরূপ আনন্দ হইয়াছে তাহা আপনাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে দেখা হইবে কি না ভাবিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আপনি দয়া করিয়া আধ ঘণ্টা সময় দিলেই আমার সকল কথা আপনাকে বলিতে পারিব।—এই গভীর রাত্রে একাকিনী ত দূরে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসা আমার পক্ষে কিরূপ দুঃসাহসের কাজ, কিরূপ অসঙ্গত কাজ, তাহা যে আমি বুঝিতে পারি নাই—এরূপ নহে ; কিন্তু কি সঙ্কটে পড়িয়া আমাকে এই কাজ করিতে হইয়াছে—আমার সকল কথা শুনিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দায়ে পড়িলে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই কখন কখন অসঙ্গত কাজ করিতে হয়। মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাস। আপনি যে নিরাপদে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছেন—ইহা আপনার সৌভাগ্য বলিতে হইবে।”

যুবতী বলিল, “হাঁ, পথে বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও আমাকে আসিতে হইয়াছে ; না আসিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না ! কিন্তু আমি নিজের কাজে আসি নাই ; নিজের কোন বিপদ ঘটলেও আমি এত দূর অধীর হইতাম না।”

মিঃ ব্লেক যুবতীর সহিত কথা কহিতে কহিতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শিথ ঘরের

কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। সে একটি অপরিচিতা যুবতীকে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

মিঃ ব্লেক দুই এক কথায় স্থিতির বিষয় দূর করিয়া, যুবতীকে সঙ্গে লইয়া হলঘরে উপস্থিত হইলেন। স্থিথ বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক যুবতীকে বলিলেন, “আপনি এখানে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন ; আমি আমার গৃহকর্ত্রী মিসেস্ বার্ডেলকে ডাকাইতেছি।”

মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে স্থিথ মিসেস্ বার্ডেলকে ডাকিতে গেল। মিসেস্ বার্ডেল তাহার শয়ন-কক্ষে তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ; তাহার নাসাগর্জনে সেই নিস্তব্ধ অট্টালিকা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।—স্থিথের ডাকাডাকিতে সে উঠিল বটে, কিন্তু নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গর গর করিতে করিতে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং যুবতীর মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে মনে বলিল, “এ আবার কি কাণ্ড ? কর্তার স্বভাব চরিত্র ভালই বটে, কিন্তু রাত্রিকালে বাড়ি প্যাচার মত উড়িয়া বেড়াইবার অভ্যাসটা বড় খুচর বলিয়া মনে হয় না ! ছুঁড়িটাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিবার কারণটা কি ?—আগে ত এরকম অভ্যাস ছিল না। ছুঁড়িও অল্প বেহায়া নয় !”—মিঃ ব্লেকের লজ্জাহীনতার পরিচয়ে সে এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, মনের ভাব গোপন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল ; সে হাঁড়ির মত মুখ অস্বাভাবিক গভীর করিয়া বলিল, “দেখুন কর্তা ! আপনি ছেলেমানুষটি নহেন। আপনার মাথা খানা তন্নাস করিলে পাঁচ সাত গণ্ডা পাকা চুল ধরা পড়িবে ; আপনার ভাল মন বুঝিবারও শক্তি হইয়াছে। আমার বিশ্বাস ছিল—আপনি দায়িত্বজ্ঞান-বর্জিত নহেন। স্থিথের মত ছোকরার সম্মুখে আপনি যে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন—তাহাতে তাহার মাথাটি একেবারেই ঝাওয়া যাইবে ! তাহাতেও সন্তোষ না হইয়া আপনি কোন্ আকোলে এই বড়ো মাগীর ঘুম ভাঙাইয়া তাহাকে—”

মিঃ ব্লেক তাহার বক্তৃতা-শ্রোতে বাধা দিয়া বলিলেন, “তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই মিসেস্ বার্ডেল ! তোমার হিতোপদেশ অনায়াসে বন্ধ করিতে পার

ইনি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে তাহা যে তুমি অনুমান করিতে পারিবে না—ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই! কে জানিত যে, তুমি একেবারেই চোখের মাথা খাইয়াছ? তোমার গুরুশশয়-গিরির জালায় কি শেষে আমাকে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইবে? ইনি বিপদে পড়িয়া আমার সাহায্য লইতে আসিয়াছেন। ইহার নাম—কুমারী—”

মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত যুবতীর নাম জানিতে পারেন নাই; এই জন্ত তিনি চঠাৎ থামিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

যুবতী সলজ্জ ভাবে বলিল, “হাঁ, এখন পর্য্যন্ত আপনি আমার নাম জানিতে পারেন নাই।—আমার নাম উইনকিফ্—সেকন্ডি উইনকিফ্।”

মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলকে বলিলেন, “শুনিলে ত উহার নাম মিস্ উইনকিফ্।—মিস্ উইনকিফ্, আপনি আপনার সম্মুখে যে গজেন্দ্রগামিনীকে দেখিতেছেন—উনিই আমার গৃহকর্ত্তী মিসেস্ বার্ডেল।”

মিস্ উইনকিফ্ মিসেস্ বার্ডেলকে সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিল। অনেক রমণী কার্য্যামুরোধে মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে আসিত; কিন্তু মিসেস্ বার্ডেলকে কেহ গ্রাহ্য করিত না, অভিবাদন করা ত দূরের কথা! মিস্ উইনকিফের অভিবাদনে মিসেস্ বার্ডেল গলিয়া জল হইয়া গেল, এবং এই অপরিচিতা মহিলা সৰ্ব্বদে তাহার ধারণা মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইল! এমন কি, মিঃ ব্লেক তাহাকে ‘গজেন্দ্রগামিনী’ বলিয়া উপহাস করায় তাহার মনে যে ক্রোধ ও অভিমানের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহাও নিমেষে অদৃশ হইল। সে কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া বলিল, “তা আমাকে এখন কি করিতে হইবে বলুন। ‘মিস্ উইনকিফ্’কে দেখিয়া বড়ই পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সেই জন্তই ত তোমাকে ডাকিয়াছি। উনি আমার বসিবার ঘরে গিয়া উহার দরকারের কথা বলিবার পূর্বে যাহাতে একটু তাজা হইয়া লইতে পারেন তাহার কোন ব্যবস্থা করিবে না? সকলেই তোমার ভয়ঙ্কর আতিথেয়তার কি রকম প্রচণ্ড প্রশংসা করে—তাহা কি তুমি শুনিতে পাও না?”

মিসেস্ বার্ভেল তাহার ভয়ঙ্কর আতিথেয়তার প্রচণ্ড প্রশংসার সংবাদে খুসী হইয়া বলিল, “হাঁ, তা উহাকে একটু ভাজা করা দরকার বৈকি ! আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব জোগাড় করিয়া দিতেছি।”

মিসেস্ বার্ভেল ঠোঁড় জালিয়া চায়ের জল গরম করিতে দিল। মিঃ ব্লেক মিস্ উইনকিফ্কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নিখুঁত তাহার জন্ত একখানি চেয়ার সরাইয়া দিয়া, অগ্নিকুণ্ডের আগুনে কয়েকটা খোঁচা দিল। আগুন গনগন করিয়া উঠিল। মিস্ উইনকিফ্ মিঃ ব্লেকের অনুরোধে চেয়ারে বসিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “এমন অসময়ে আসিয়া আপনাকে কষ্ট দিতে হইল, এজন্ত আমার বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতেছে ; কিন্তু আমি বড়ই নিকপায় মিঃ ব্লেক !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, না, আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। রোগীর বাড়ীতে ডাক পড়িলে ডাক্তারকে জল ঝড় ছুঁষোগ মাথায় করিয়া রোগী দেখিতে যাইতে হয়। রোগীর আত্মীয়েরা অসময়ে ডাক্তার ডাকিতে সঙ্কোচ বোধ করিলে রোগীর জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। এও অনেকটা সেই রকম কি না।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “তা বটে, কিন্তু কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত ভদ্র মহিলার দেখা করিতে আসিবারও একটা সময় আছে।—আমি অত্যন্ত অসময়ে আসিয়া আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিলাম, ইগা কি করিয়া অধীকার করি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় নাই। আপনার আপত্তি না থাকিলে আমি মিনিট কত ধূমপান করিয়া লইতাম।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “না, আমার কোন আপত্তি নাই ; আপনি ধূমপান করুন।”

মিঃ ব্লেক পাইপে তামাক সাজিয়া লইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। মিনিট দুই তিন পরে মিসেস্ বার্ভেল এক পেয়াল চা ও কিছু জলখাবার আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। মিঃ ব্লেকের অনুরোধে মিস্ উইনকিফ্কে তাহার

সম্ভাব্য করিতে হইল। মিঃ ব্লেক সেই অবসরে দুই একবার মিস্ উইন্‌কিফের মুখে দিকে চাহিলেন।—মিস্ উইন্‌কিফ অসাধারণ সুন্দরী। তিনি মনে মনে তাহার রূপ লাভের প্রশংসা করিলেন।

প্রাস্তিদূর করিয়া মিস্ উইন্‌কিফ চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিল, এবং ক্র কুঞ্চিত করিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল; সে কি ভাবে বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিবে, তাহাই বোধ হয় ভাবিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনার কি বলিবার আছে বলিতে পারেন; অধিক বিলম্ব করিলে আপনারই কষ্ট হইবে।”

মিস্ উইন্‌কিফ বলিল, “হাঁ, কথটা কোথা হইতে আরম্ভ করি—তাহাই ভাবিতেছিলাম। প্রথমতই আপনাকে বলিয়া রাখি, আমি বাঁহার কাজের জন্ত পনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি—তিনি আমার পিতা; কিন্তু আমি এখানে আসিয়াছি—তাহা তিনি জানেন না। প্রাণ গেলেও আমি এ কথা তাঁহাকে জানাইব না।—আমার পিতার নাম গর্ডন উইন্‌কিফ, তিনি খুব বড়দের ইঞ্জিনিয়ার।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “গর্ডন উইন্‌কিফ? ^{* কেমব্রিজ} অক্সফোর্ড গণিতের শেষ পরীক্ষায় (Mathematical Tripos) কি তিনি কোন বার পুরস্কৃত হইয়াছিলেন?”

মিস্ উইন্‌কিফ আগ্রহভরে বলিল, “হাঁ মিঃ ব্লেক, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আপনি তাঁহাকে জানেন কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, ^{কেমব্রিজ} ~~অক্সফোর্ড~~ তিনি আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, সে বছর দিনের কথা—কিন্তু তাঁহার চেহারা স্মরণ থাকিবার আরও কারণ আছে। কলেজের ছাত্র হইলেও তাঁহাকে ছাত্রের মত দেখাইত না; ছাত্রদের মধ্যে গুরুত্ব পালোয়ান প্রায়ই দেখা যায় না! তিনি যেমন লম্বা চওড়া জোয়ান, তাঁহার দেহে তেমনই অসুদের মত শক্তি ছিল। তাঁহাকে ছাত্রদেব বলে দেখিলে মনে হইত—একপাল শৃগালের মধ্যে একটি সিংহের আবির্ভাব ইয়াছে! তাঁহার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।”

মিস্ উইন্‌কিফ বলিল, “হাঁ, তিনিই আমার পিতা।”

মিঃ ব্রেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তঁাহার মানসিক শক্তি শারীরিক সামর্থ্য অপেক্ষা অল্প ছিল না। অনেকের ধারণা, বাঁহারা অসাধারণ বলবান, তঁাহারা তেমন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন না; আপনার পিতা তঁাহাদের সেই ধারণার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। কস্মক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে তঁাহার খুব নাম-ঘণ হইয়াছে; কিন্তু আমি শুনিয়াছিলাম আফ্রিকায় না কোথায় গিয়া তঁাহার কি একটা ছবিটনা ঝটিয়াছিল!—সে কথা কি সত্য?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ সত্য।—তিনি জার্মানীর অধিকৃত পূর্ব-আফ্রিকায় (German East Africa) জাৰ্মান গবর্নমেন্টের অধীনে ঠিকেন্দারী করিতে ছিলেন। সেই সময় তিনি জাঙ্ঘেসী নদীর উপর একটা পুল প্রস্তুত করাইতে ছিলেন। পুলটি অত্যন্ত বৃহৎ, আফ্রিকার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ সেতু।—সেই পুলের কাজে অনেকগুলি হাতী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এক দিন একটা প্রকাণ্ড হাতী হঠাৎ ক্লেপিয়া উঠিয়া তঁাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তঁাহার জীবনের আশা ছিল না; অতি কষ্টে তঁাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তঁাহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল পাখানি কাটিয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু তাহা কাটিতে হয় নাই, তবে তঁাহার পাখানি কয়েক ইঞ্চি ছোট হইয়া গিয়াছিল। তিনি জুতা পায়ে দিয়া হাঁটিতে পারেন বটে, কিন্তু তঁাহার পায়ের জন্ত ফরমাস দিয়া জুতা প্রস্তুত করাইতে হয়।

“আমার বেশ স্মরণ আছে—বাবা যখন আফ্রিকায় পূর্তকার্যে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় কাজ-কর্মের পর অবসর পাইলেই কি একটা আবিষ্কারের জন্ত খুব মাথা ঘামাইতেন। নূতন নূতন আবিষ্কারের দিকে জাৰ্মানদের ঝোঁক ক্রি়়়়় প্রবল তাহা আপনি জানেন ত! বাবা কোনও একটা বড় রকম আবিষ্কারের জন্ত মাথা খাটাইতেছেন—ইহার সন্ধান পাইয়া তাহারা তাহার মর্শ জানিবার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল; কিন্তু বাবা তাহাদের কিছুই জানিতে দেন নাই। সে দশ বৎসর পূর্বের কথা। বাবার বিশ্বাস ছিল—তঁাহার চেষ্টা সফল হইবে; কিন্তু নানা বাধাবিঘ্নে তঁাহাকে

নিরাশ হইতে হইয়াছিল ; অন্ততঃ সে সময় তিনি সাফাল্য লাভের আশা ভাগ করিয়াছিলেন।—তাহার অল্প দিন পরে আমার মা নিদ্রালুতা রোগে (sleeping sickness) প্রাণভ্যাগ করিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাবা বড়ই শোক পাইলেন ; সেই শোকে অভিভূত হওয়ায় তিনি তাঁহার আবিষ্কারের কার্যে অনেক দিন হস্তক্ষেপণ করেন নাই। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সে বিষয়ে হস্তক্ষেপণের কথা জানিতে পারি নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সংপ্রতি তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তিনি কোন্ বিষয়ের আবিষ্কারে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা আপনি জানিতে পারিয়াছেন কি ?”

লেডি উইনকিফ্ বলিল, “ঠিক জানিতে পারি নাই। তাহা জানিবার জন্য আমার বড়ই কোতূহল হইয়াছিল ; যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আমি এইটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন—সেই যন্ত্রের সাহায্যে এক প্রকার কাচ প্রস্তুত হয়, সেই কাচ সাধারণ কাচের ত্রায় নহে ; তাহার শক্তি ও বিশেষত্ব অতি বিচিত্র।”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “তাঁহার আবিষ্কারের বস্তু কাচ ? বাজারে ত কাচের অভাব নাই !”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “কিন্তু বলিলাম ত তাহা সাধারণ কাচ নহে ; সেই কাচের সাহায্যে অল্পবীক্ষণ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির শক্তি বদ্ধিত হইবে। প্রকৃত পক্ষে তাহাকে কাচ না বলিয়া ‘লেন্স’ বলাই সঙ্গত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই লেন্সের বিশেষ কোনও উপযোগিতা আছে কি ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “আর কোন উপযোগিতা আছে কি না জানি না ; তবে আমার বিশ্বাস, নিবিড় কুয়াসার ভিতর দিয়া তাহার সাহায্যে সকল জিনিস সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “গাঢ় কুজ্জাটিকার ভিতরেও ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ, ইহাই তাঁহার আবিষ্কৃত লেন্সের প্রধান

বিশেষতঃ; নিবিড় কুজ্জাটিকারানির ভিতর দিয়া লক্ষ্য বস্তু এরূপ পরিষ্কার দেখা যাইবে—যেন মেঘনিম্বুক্ত দিবালোকে তাহা লক্ষ্য করা হইতেছে; অর্থাৎ তাহা কুজ্জাটিকার প্রভাব নষ্ট করিবে। রক্তজন আলোকের জ্বায় ইহাও বর্তমান যুগের বিশ্বয়কর আবিষ্কার।”

মিঃ ব্লেকের কোতূহল বর্দ্ধিত হইল; তিনি আগ্রহভরে বলিলেন, “ইহা কি সম্ভব? এই লেন্স কি উপায়ে কুজ্জাটিকার প্রভাব অতিক্রম করিবে?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য মিঃ ব্লেক! তাহা বুঝিবার মত বিজ্ঞা বুদ্ধিও আমার নাই। যে কুজ্জাটিকার অন্ধকার আমার মানসিক শক্তি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—সেই অন্ধকার দূর করিতে পারে এরূপ ‘লেন্স’ আমি কোথায় পাইব? ছেলেরা কাচের ভিতর দিয়া রঙ্গীন ছবি দেখে—ইহা আপনি দেখিয়া থাকিবেন। নীল জমীর (back ground) উপর লাল ছবি থাকিলে যদি নীল কাচের ভিতর দিয়া তাহা দেখা যায়—তাহা হইলে জমীর নীল বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় না; আবার লাল বর্ণ জমীর উপর নীল ছবি থাকিলে, যদি তাহা লাল বর্ণ কাচের ভিতর দিয়া লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে জমী যে লাল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কেবল নীল ছবিই দৃষ্টিগোচর হয়। আমার বিশ্বাস তাঁহার আবিষ্কার এই বিশিষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত।”

মিঃ ব্লেক এই আবিষ্কারের উপকারিতা বুঝিতে পারিলেন। ইংলণ্ডের চারি-দিকেই সমুদ্র; ইংরাজের বিশাল নৌ-বহর তাহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। কিন্তু নিবিড় কুজ্জাটিকারানি অনেক সময় দিগ্ভণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বিশেষতঃ, যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের রণতরীসমূহ কুজ্জাটিকার সাহায্যে ইংরাজের রণতরী-গুলিকে সহজেই বিপন্ন করিতে পারে। এই আবিষ্কারের ফলে ইংরাজের নৌ-বহর শত্রু পক্ষের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারিবে। যুদ্ধের সময় এই আবিষ্কারের ফলে তাহাদের দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলেন।

তিনি বলিলেন, “মিস্ উইনকিফ্ আপনার পিতার এই আবিষ্কার বড়ই সম্মোহনযোগী হইয়াছে। এই যুদ্ধের সময় ইহাতে আমাদের স্বদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “আমিও তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, এরূপ প্রতিভাবান পিতার কন্যা বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি। তিনি আফ্রিকায় অবস্থান কালে যখন আবিষ্কারের জন্ত কঠোর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হন, তখন হইতেই জল-যুদ্ধে ইহার উপযোগিতার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন ইহা বহির্বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইহার সাহায্যে কুজাটিকা-সমাচ্ছন্ন সমুদ্রে জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিবার আশঙ্কা দূর হইবে; রেলের ট্রেনগুলি গাঢ় কুয়াসার ভিতর দিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার সময় আকস্মিক দুর্ঘটনা অতিক্রম করিতে পারিবে। কুয়াসার সময় সমুদ্র উপকূলস্থ বাতিঘরে (light house) দিক্‌ভ্রান্ত জাহাজসমূহকে সতর্ক করিবার জন্ত আর বাঁশি (fog sirens) রাখিতে হইবে না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইবার পূর্বে পর্য্যন্ত ইহার সাময়িক উপযোগিতা সন্দেহে তিনি কোন কথাই চিন্তা করেন নাই। যুদ্ধের সময় দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এই আশায় তিনি তাঁহার আবিষ্কারে কৃতকার্য হইবার জন্ত সকল শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার দীর্ঘকালের শ্রম ও পরীক্ষা সফল হইয়াছে।”

মিস্ ব্লেক বলিলেন, “আপনি ঠিক জানেন—তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ, এইরূপই আমার বিশ্বাস। আপনি বোধ হয় বুঝিয়াছেন তাঁহার আবিষ্কার প্রধানতঃ দুইটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। প্রথমতঃ ‘লেন্স’ নির্মাণ, দ্বিতীয়তঃ সেই ‘লেন্স’ ব্যবহারোপযোগী যন্ত্র নির্মাণ। সাধারণ দূরদর্শন যন্ত্রাদিতে সেই ‘লেন্স’ ব্যবহার নিষ্ফল। আমার পিতা নিজের কারখানায় এই সকল কাজ করিবার জন্ত লণ্ডনের একপ্রান্তে ওয়েলম্যানস্ট্রীট ও প্যারিস্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটি বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন, তেতালায় তাঁহার আফিস।”

মিস্ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ সে বাড়ী আমি দেখিয়াছি; বাড়ীখানা মোরল্যাণ্ড সারকাসের ঠিক সম্মুখে।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ সেই বাড়ী, বাড়ীখানি ত্রিভুজাকৃতি। তেতালায় তাঁহার আফিসেই তিনি দিবা রাত্রির অধিকাংশ সময় থাকেন। তাঁহার এক মুহূর্ত্ত অবকাশ নাই; কোন কোন দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন।”

মিস্ ব্লেক বলিলেন, “আপনি কি লগুনেই থাকেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “না, আমরা মেট্রনে ফল্গওয়েল-হাউসে বাস করি। আমার পিতা আফিসের কাজ শেষ করিয়া প্রত্যহ সেখানে যান। কিছু দিন হইতে আমার সন্দেহ হইয়াছে—কোন লোক আমার পিতার আবিষ্কারের সন্ধান পাইয়াছে!—কে কি উপায়ে এই সন্ধান পাইল তাহা জানিতে পারি নাই। আমার পিতা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া এতই গোপনে কাজ-কর্ম্ম করিতেন যে, কেহই তাহা জানিতে পারিত না। দশ বৎসর পূর্বে তিনি যখন পূর্ব-আফ্রিকায় তাঁহার আবিষ্কারের স্মৃতিপাত করেন, সেই সময় সম্ভবতঃ তাঁহার কোন সহকর্ম্মী তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহার আবিষ্কারের মূল্য বুঝিতে পারিয়া এতদিন পরেও সে লক্ষ্যপ্রস্ট হয় নাই। এখানে পর্য্যন্ত তাঁহার গতি-বিধির সন্ধান লইতেছে—ইহাই আমার বিশ্বাস।”

মিস্ ব্লেক বলিলেন, “তাহাই সম্ভব।—এখন আপনার কথা কি বলুন।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “আমি জানিতে পারিয়াছি আমার পিতা মধ্য মধ্যে গোপনীয় পত্র পাইতেন; সেই সকল পত্র কোথা হইতে আসিত, এবং তাহাদের মর্ম্ম কি, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সংপ্রতি তিনি কয়েক-খানি পত্র পাইয়াছেন—তাহাতে তাঁহাকে ভয়-প্রদর্শন করা হইয়াছে।”

মিস্ ব্লেক বলিলেন, “সত্য না কি?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ সম্পূর্ণ সত্য। আমার পিতা আমাকে না দেখাইলেও আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই পত্রগুলি দেখিয়াছি; তাহা পাঠ করিয়া আমার বড়ই ভয় ও হুশিস্তা হইয়াছে।”

মিস্ ব্লেক বলিলেন, “আপনার পিতাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ, আমার আশঙ্কার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—দৃষ্টিস্তার কোন কারণ নাই; তিনি আমাকে এ সকল কথা চিন্তা করিতেই নিষেধ করিলেন। তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না। ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ নির্ভীক তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; যখন তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন—সেই সময় তাঁহার সহ-পাঠীদের মধ্যে কেহই সাহসে ও পরাক্রমে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না।—তিনি যে সকল চিঠি-পত্র পাইয়াছিলেন সেগুলি কি উপেক্ষা করিয়াছিলেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ, সেগুলি তিনি তাচ্ছিল্যভরে ফেলিয়া দিয়া ছিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল—আমি নিতান্ত নিকোঁধ তাই অনর্থক ভয় পাইয়াছি! তাঁহার নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া আমার দৃষ্টিস্তা হ্রাস হইয়াছিল। কাল দেখিলাম তিনি তাঁহার ব্যবহৃত কোটটা খুলিয়া রাখিয়াছেন; আমি তাহা বরুণ করিতে করিতে কোটের বকের পকেট হইতে একখানা চিঠি মেঝের উপর পড়িয়া গেল! আমি পত্রখানি পড়িবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পত্রখানি খুলিয়া দেখিলাম—টাইপ-করা চিঠি, ভিতরে লেখকের নাম ঠিকানা নাই। পত্রে লেখা আছে—আমার পিতার আবিষ্কারসংক্রান্ত কাগজ-পত্র ও নক্সাগুলি মঙ্গলবার রাত্রি আটটা হইতে শুক্রবারের মধ্যে কোন এক সময়ে চুরী করা হইবে। তাঁহার সাধ্য হয়—তিনি যেন ইহাতে বাধা দেন। সজ্জিগু পত্র, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট!”

মিঃ ব্লেক মিস্ উইনকিফের কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “মিস্ উইনকিফ্, বোধ হয় কেহ চালাকী করিয়া এ পত্র লিখিয়াছে। এ কোন ফকড় লোকের কাজ। কাহারও কিছু চুরী করিবার ইচ্ছা থাকিলে সে ওঃভাবে সতর্ক করিয়া এবং সময় ধার্যা করিয়া চুরী করে না।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “না মিঃ ব্লেক! আপনার ও কথা আমি স্বীকার করি না। বাহারা এই ভাবে আমার পিতার সর্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছে—তাহাদিগকে-

আপনি সাধারণ ভক্ত মনে করিবেন না। আমার আশঙ্কা অস্বলক, কিন্তু আমার মনে হইতেছে আমার পিতাকে শীঘ্রই ভয়ানক বিপন্ন হইতে হইবে। তিনি এমন সঙ্কটে পড়িবেন যে, তাহা হইতে তাঁহার পরিজ্ঞাণ লাভ করা অসম্ভব হইবে।”

এই কথা বলিতে বলিতে মিস্ উইনকিফের মুখ বিবর্ণ হইল; আতঙ্কে তাহার সর্কাজ কাঁপিয়া উঠিল। সে মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া আবেগ ভরে বলিল, “সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া আমার মনে কিরূপ আতঙ্ক হইয়াছে—তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না। আমার মা নাই, পিতাই আমার পিতা মাতার স্থান পূরণ করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আমার আর কে আছে? তাঁহার কোন অনিষ্ট হইলে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাঁহাকে হারাইলে আমি একদিনও জীবিত থাকিব না। তাঁহার প্রকৃতি কিছু কঠোর; কিন্তু তাঁহার স্নান্ন মেহময় পিতা কল্পনের আছে তাহা জানি না। এ সঙ্কটে আমি কি করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।”

সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

মিস্ ব্রেক কোমল স্বরে বলিলেন, “আপনি এত অধীর হইবেন না মিস্।—আপনি এই পত্রখানি পাঠ করিবার পর সে সম্বন্ধে আপনার পিতাকে কোন কথা বলিয়াছিলেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম পত্রখানি পড়িয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছে।”—আমার কথা শুনিয়া তিনি রাগ করিয়া বলিলেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে পত্রখানি পাঠ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে।”

মিস্ ব্রেক বলিলেন, “আপনার পিতা কি পত্রখানি আশঙ্কাজনক বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “না, পত্রের কথা শুলা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পুলিশে সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথা গ্রাহ্য করিলেন না; তিনি বলিলেন, “ও কোন ফকড় লোকের ভূয়ো চালাকি।”—তিনি যে যথেষ্ট সতর্ক আছেন, এবং তাঁহার নন্না

ও আবিষ্কারের নিয়মসংক্রান্ত আখ্যাগুলি Formulae ‘ইন্ডেন্সন বোর্ডের জিলা করিয়া দিয়া নিশ্চিত হইবেন, একথাও আমাকে বলিলেন।

মিঃ ব্রেক কি বলিয়া মিস্ উইনকিফ্কে শাস্ত করিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মিঃ গর্ডন উইনকিফ্ বহুদর্শী বিবেচক ব্যক্তি, কিরূপে স্বার্থ রক্ষা করিতে হয়—তাহা তিনি জানেন। তাঁহার কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিলে তিনি স্বয়ং তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, অথচ তাঁহার কত্কা তাঁহার বিপদের আশঙ্কায় আকুল হইয়া ব্রেকের সহায়তা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ইহা কি আতঙ্কবিহ্বল যুবতীর মানসিক বিকার মাত্র? তাহার কি বিচলিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই?

মিঃ ব্রেক হঠাৎ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; তিনি অতঃপর কি বলিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় মিস্ উইনকিফ্ তাঁহাকে বলিল, “মিঃ ব্রেক, আমার পিতার সঙ্কট অপরিহার্য্য বুঝিয়া আমি নিশ্চিত ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার পিতা এতবড় বিপদের সম্ভাবনা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও আমার নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব! আমাকে যে কোন একটা উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। আমি প্রথমে পুলিশের সাহায্য গ্রহণেরই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম—সেরূপ করিলে কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িবে! আমার পিতার এরূপ অভিপ্রায় নহে। তাঁহার আবিষ্কারের সংবাদ সাধারণের গোচর হওয়া এখন বাঞ্ছনীয় নহে—ইহা বোধ হয় আপনিও স্বীকার করেন।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হাঁ, নিশ্চয়ই।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “আমি কি করিব, কাহার নিকট যাইব, তাহা প্রথমে স্থির করিতে পারিলাম না; শেষে আপনার কথা মনে হইল। আমি আপনার ডিটেক্টিভ কাহিনীতে পড়িয়াছি, আপনি আমার মত অনেককে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অনেকে তাহাদের প্রণয়ীদের জন্ত আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হয় নাই; আমি আমার পিতার জন্ত আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইতে উত্তত হইলাম। আমি আপনার নিকট আসিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইলাম বটে, কিন্তু আমার পিতার অজ্ঞাতসারে কিরূপে

আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; অবশেষে একটা ফুল্লী স্থির করিলাম। আমার মাসী লগুনে থাকেন ; আমি মাতৃহীনা বলিয়া তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমি মধ্যে মধ্যে মাসীর বাড়ী বেড়াইতে আসি। মাসীর বাড়ী আসিয়া একরাত্রি সেখানে বাস করিবার জন্ত আমার পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম ; তাঁহার অনুমতি লইয়া আজ সন্ধ্যার সময় মাসীর বাড়ী আসিলাম। লগুনের ময়ডাভেল পল্লীতে আমার মাসীর বাড়ী।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কি উদ্দেশ্যে মাসীর বাড়ী আসিলেন, তাহা আপনার মাসীকে বলিয়াছেন ?”

মিস্ উইনক্‌ফ্‌ বলিল, “না, তাঁহাকে আমার মনের কথা বলিতে সাহস করি নাই। সামান্য কারণেই তিনি অত্যন্ত ভয় পান ; আমার পিতার বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার হয় ত বুর্ছা হইত ! বিশেষতঃ, তাঁহার পেটে কথা থাকে না।—এ সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করা অসম্ভব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তবে তাঁহার অজ্ঞাতসারে আপনি কিরূপে এখানে আসিলেন ?”

মিস্ উইনক্‌ফ্‌ বলিল, “আমাকে একটু কৌশল খাটাইতে হইয়াছিল। তিনি যতক্ষণ জাগিয়াছিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বাহিরে আসিবার সুযোগ পাই নাই। তিনি প্রত্যহ রাত্রি নয়টার সময় শয়ন করেন ; আজ আমাকে পাইয়া তিনি রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া পন্ন করিলেন। রাত্রি ক্রমেই অধিক হইতেছে দেখিয়া আমি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। রাত্রি এগারটার পর তিনি তাঁহার শয়নকক্ষের পাশের কুঠুরীতে আমাকে শয়ন করিতে বলিয়া শয়ন করিতে চলিলেন। আমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বসিয়া রহিলাম। প্রায় ষাটখানেক পরে আমি সেই কুঠুরী হইতে বাহির হইয়া তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে দাঁড়াইলাম ; তাঁহার নাক ডাকিতেছে শুনিয়া বুঝিলাম তিনি ঘুমাইয়াছেন। তখন নিঃশব্দে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। কুয়াসা ভেদ করিয়া ভয়ে ভয়ে একাকী আসিতে আসিতে পথিমধ্যে আপনার দেখা পাইলাম !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তঁাহার অজ্ঞাতসারে ওভাবে আসা কি ভাল হইয়াছে ? যদি কোন রকমে তিনি জানিতে পারেন আপনি ঘরে নাই, তাহা হইলে কি মনে করিবেন ! তঁাহার মনে কিরূপ ভয় ও হুঁচিন্তা হইবে তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “সে চিন্তা আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি গোপনে চলিয়া আসিয়াছি—ইহা তিনি জানিতে পারিলে আমাকে অগত্যা সত্য কথা বলিতেই হইবে।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “তখন আপনি মিসেস্ বার্ডেলকে সাফাই মানিতে পারিবেন।—আপনার কি বলিবার আছে বলুন।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “আমার যাহা বলিবার ছিল—তাহার ত প্রায় সমস্তই আপনাকে বলিয়াছি। আমার পিতার বিপদের আশঙ্কায় আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে ; আমি আপনার সাহায্যের আশায় আসিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনার পিতা নিশ্চয়ই বিপদে পড়িবেন—ইহাই কি আপনার ধারণা হইয়াছে ?”

মিস্ উইনকিফ্ কাতর ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, “মিঃ ব্লেক, আপনি ও আমার পিতা উভয়ে পুরুষ মানুষ ; এই জন্ত উভয়েরই চিন্তার ধারা অভিন্ন। আপনারা যুক্তি তর্ক না করিয়া কোন কার্যে হস্তক্ষেপণ করেন না। আমি রমণী। আপনি জানেন নারীরা যুক্তি তর্কের ধার ধারে না, তাহাদের সিদ্ধান্ত বিচার-সহ নহে ; কিন্তু আমাদের মানসিক সংস্কার আপনাদের সিদ্ধান্তের তুলনায় উপেক্ষার বিষয় নহে ; বরং পুরুষের যুক্তি তর্ক অপেক্ষা নারীর মানসিক সংস্কারের শক্তি অধিক। আপনারা অনেক বিবেচনা করিয়া, অনেক তর্ক বিতর্কের পর যাহা সিদ্ধান্ত করেন, আমরা সংস্কার বলে বিনা তর্কে অনেক পূর্বেই তাহা জানিতে পারি। আমার পিতার বিপদের আশঙ্কা অমূলক বলিয়া আপনার ধারণা হইয়াছে ; আপনি মনে করিয়াছেন আমি অনর্থক ভয় পাইয়া—”

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, “আমি ত সে কথা আপনাকে বলি নাই।”

মিস্ উইনক্‌ফ্‌ বলিল “না, আপনি তাহা বলেন নাই বটে, কিন্তু পুরুষ তাহার মনের কথা মুখে প্রকাশ না করিলেও নারীর তাহা বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। আপনি যুক্তি তর্ক ছাড়িয়া দিয়া, আমার আশঙ্কা অস্বলক নহে—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া যদি আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন—তাহা হইলে—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমি অঙ্গীকার করিতেছি সাধ্যানুসারে আপনাকে সাহায্য করিব। গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা বটে, আমি কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পূর্বে যুক্তি তর্ক দ্বারা কর্তব্য স্থির করি—এ কথাও সত্য; কিন্তু নারীর মানসিক সংস্কার আমি কখন উপেক্ষা করি না, কারণ আমি ইহার মর্যাদা জানি।”

মিস্ উইনক্‌ফ্‌ আগ্রহ ভরে বলিল, “তাহা হইলে আমি আপনার সহায়তায় বঞ্চিত হইব না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু আপনার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দুই একটা কাজ করাই চাই। প্রথম কাজ এই যে, আপনার পিতার পকেটে যে পত্রখানি দেখিয়া আপনি এত ভয় পাইয়াছেন—তাহা আমাকে দেখিতে হইবে।—হাঁ, তাহা আমার দেখাই-চাই।”

মিস্ উইনক্‌ফ্‌ সভয়ে বলিল, “তাহা কি আপনাকে না দেখাইলে চলিবে না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না। যে পত্রের উপর নির্ভর করিয়া আমাকে তদন্তে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সেই পত্র আমি দেখিতে না পাইলে কিরূপে চলিবে?—সেই পত্রের সাহায্যেই আমি রহস্ত-সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করিব কি না।”

মিস্ উইনক্‌ফ্‌ ব্যাকুল দৃষ্টিতে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া হতাশ ভাবে বলিল, “এ যে বড়ই কঠিন কাজ! সেই পত্র আপনাকে আমি কিরূপে দিব? আপনাকে সেই পত্রের একটা নকল দিলে চলিবে না?”

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন; “না। আসল চিঠিখানাই একবার আমার দেখা চাই।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “কিন্তু পত্রখানি যে বাবার কোটের পকেটে আছে! আমি ত তাঁহার নিকট চাহিতে পারিব না। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি—একথাও তাঁহাকে জানাইতে পারিব না; সকল কথাই তাঁহার নিকট গোপন করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তিনি জানিতে পারিলে ক্ষতি কি?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “জানিতে পারিলে তিনি ভয়ঙ্কর রাগ করিবেন। তাঁহার হৃদয় অতি কোমল, বড় স্নেহময়; কিন্তু রাগ হইলে তাঁহার জ্ঞান থাকে না! আমি আপনার দয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি; আপনি আমাকে দয়া করুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি আপনার পিতাকে তাঁহার এই আসন্ন বিপদে রক্ষা করিব;—কিন্তু এই কাজ তাঁহার অজ্ঞাতসারে করিতে হইবে—ইহাই কি আপনার ইচ্ছা?”

মিস্ উইনকিফ্ সাগ্রহে বলিল, “হঁ, তাহাই আমি চাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা অসম্ভব না হইলেও সেই পত্রখানি প্রথমে আমার দেখা চাই। যদি আমি মেষ্ঠনে আপনাদের ফল্গুয়েল-ভবনে উপস্থিত হই—তাহা হইলে ত আপনি আমাকে সেই পত্রখানি দেখাইতে পারিবেন?”

মিস্ উইনকিফ্ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সভয়ে বলিল, “আপনি আমাদের বাড়ী যাইবেন? কি সর্বনাশ! বাবা যদি আপনাকে দেখিতে পান?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, সে ভয় নাই। তিনি যাহাতে আমাকে দেখিতে না পান সেরূপ ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। আমি আপনাদের ঘরের ভিতর না গিয়া নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ীর বাহিরে কোন স্থানে আপনার প্রতীক্ষা করিব; তাহা হইলে সেই পত্রখানি সেখানে লইয়া গিয়া কি একবার আমাকে দেখাইতে পারিবেন না?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “সেই পত্রখানি যে কোটের পকেটে আছে—সেই কোট গায়ে দিয়া বাবা যে আফিসে যান। রাত্রে তিনি কোট খুলিয়া রাখিয়া

শয়ন করিলে পত্রখানি দুই চারি মিনিটের জন্ত বাহির করিয়া লইয়া আপনাকে দেখাইতে পারি ; কিন্তু অল্প সময় তাহা সংগ্রহ করা অসম্ভব ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বেশ ত, আপনি রাত্রেই তাহা সংগ্রহ করিবেন ; রাত্রে যাওয়াই আমার পক্ষে সুবিধাজনক ।”—আপনার পিতা শয়ন করিলে আপনি পত্রখানি সংগ্রহ করিবেন ।”

‘ম্যান্টলপিসে’র উপর একটা সুদৃশ্য ঘড়ি ছিল,—সেই ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া ছইটা বাজিল । সেই শব্দ শুনিয়া মিস্ উইনকিফ্ সন্তোষে বলিয়া উঠিল, “রাত্রি ছটো বাজিল ? কি সর্বনাশ !”

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সোফা হইতে কোট ও টুপি তুলিয়া লইল ; তাহার পর কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “ময়ডাভেল ত নিকটে নহে, আমাকে যে অনেক দূর যাইতে হইবে ! আপনার সঙ্গে সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে রাত্রি ছটো হইয়াছে—ইহা পূর্বে বুঝিতে পারি নাই !”

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া টেলিফোনের কলের কাছে গিয়া, তাঁহার সাফারকে টেলিফোনে ডাকিলেন, এবং ‘গ্যারেজ’ হইতে মোটর লইয়া তাঁহার গৃহদ্বারে আসিতে আদেশ করিলেন ।

মিস্ উইনকিফ্ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “কাল রাত্রি এগারটার সময় আমাদের বাড়ীতে আপনার যাইবার সুবিধা হইবে কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সেই সময় আমি সেখানে যাইতে পারিব । কল্পণয়েল-ভবন কি ফাঁকা যায়গায় স্বতন্ত্র জমীতে অবস্থিত ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ ; আমাদের বাসভবনের সম্মুখে ও ছই পার্শ্বেই সেই অট্টালিকা-সংলগ্ন বাগান ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনাদের ‘ড্রয়িংরুম’ কোন ধারে ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “সম্মুখে, বাগানের ঠিক উপরেই ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উত্তম ; আমি কাল রাত্রি এগারটার সময় সেই বাগানে আপনার প্রতীক্ষা করিব ।”

মিস্ উইনক্‌ বলিল, “কিন্তু যদি সেই সময়ের মধ্যে বাবার কোটের পকেট হইতে পত্রখানি সংগ্রহ করিতে না পারি ?”

মিঃ ব্রেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “না পারিলে চলিবে না ; যেরূপে হউক সংগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে দেখাইতেই হইবে।”

যুবতী নতমস্তকে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার পর মুখ তুলিয়া যখন মিঃ ব্রেকের মুখের দিকে চাহিল—তখন তাহার মুখে সঙ্কল্পের যে দৃঢ়তা পরিস্ফুট দেখিলেন, তাহা তিনি বহুদিন পূর্বে—তাহার প্রথম যৌবনে, ছাত্র-বহ্নায় অক্সফোর্ডে অবস্থানকালে তাহার পিতা গর্ডন উইনক্‌কের মুখেও ছুই একবার দেখিয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হইল !

মিস্ উইনক্‌ বলিল, “তাহাই হইবে। আপনি কাল রাত্রি এগারটার সময় আমাদের ড্রয়িং-রুমের সম্মুখে বাগানের ভিতর অপেক্ষা করিবেন।—আমি পত্রখানি লইয়া গোপনে আপনার সঙ্গে দেখা করিব।”

মোটর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলে মিঃ ব্রেক তাহাকে মোটরে তুলিয়া দিয়া সাকারকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলেন ; সাকার মিস্ উইনক্‌কে ময়ডাভেলে তাহার মাসীর বাড়ী রাখিতে চলিল ।

দ্বিতীয় কাণ্ড

ফক্সওয়েল-ভবনে উভয়ের সাক্ষাৎ

প্রারদিন সন্ধ্যায় পর গাঢ় কুষ্মাটিকায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন ছিল, তাহার উপর টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল ; কিন্তু পূর্ব-দক্ষিণ দিক হইতে জোরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করায় রাত্রি দশটার পূর্বেই মেঘ উড়িয়া গেল, কুষ্মাটিকারশিও অপসারিত হইল। মিঃ ব্লেক স্থিথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মোটরে বাথ রোডের ভিতর দিয়া ময়ডাভেল অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মিস্‌ উইনকিফ্‌ মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইবার পর স্থিথ আশা করিয়াছিল মিঃ ব্লেক মিস্‌ উইনকিফের অঙ্কুর আকার সম্বন্ধে তাহার সহিত পরামর্শ করিবেন ; অন্ততঃ মিস্‌ উইনকিফের বিপদের আশঙ্কা সত্য কি না এবং তিনি এই রহস্যের তদন্তভার গ্রহণ করিবেন কি না—সে কথা তাহাকে জানাইবেন। কিন্তু তিনি স্থিথকে কোন কথা না বলায় সে একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিল ; সে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। মিঃ ব্লেক মিস্‌ উইনকিফের সহিত দেখা করিতে যাইবার সময় স্থিথকে সঙ্গে লইলেন বটে, কিন্তু মোটরে উঠিয়াও তিনি তাহার সহিত কোন কথার আলোচনা করিলেন না।

মিঃ ব্লেকের মোটর পথের উভয় পার্শ্বস্থ দীর্ঘ পাইন্‌ বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া দ্রুত বেগে অগ্রসর হইলে, স্থিথ কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বলিল, “দেখুন কৰ্ত্তা, জাৰ্মানীর গুপ্তচরেরা যদি মিঃ গর্ডন উইনকিফের অঙ্কুর আবিষ্কার-সংক্রান্ত নক্সা ও কাগজপত্রগুলি চুরী করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিংবা ন্যূনোপযোগের প্রতীক্ষায় থাকে, তাহা হইলে কবে কোন্‌ সময় হইতে কোন্‌ সময়ের মধ্যে তাহা চুরী করিবে—এ কথা লিখিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিবে—ইহা কি বিশ্বাস করিতে পারা যায় ?—

আমার ত মনে হয় কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন ফকড় মজা মারিবার জন্ত পত্রখানি লিখিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক স্থিথের মতলব বুঝিতে পারিলেন; তিনি হাসিয়া বলিলেন, “তোমার বোধ হয় আরও মনে হয়—মিস্ উইনক্‌ফ্‌ আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিতে আসিয়াছিল।”

স্থিথ বলিল, “না কর্তা, সে রকম আমার মনে হয় নাই। সে বেচারী পত্রখানা দেখিয়া সত্যই ভয় পাইয়াছে; তাহার পিতার বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়াছে। মেয়েটকে আমার ভারি ভাল লাগিয়াছিল; যেমন সুন্দরী সেই-রূপ বুদ্ধিমতী, আর কেমন সপ্রতিভ ভাব!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতেছ; মোহিত হইয়া গিয়াছ যে!”

স্থিথ হাসিয়া বলিল, “আজ্ঞে, তা একটু হইয়াছি বৈ কি! রূপ গুণের পক্ষপাতী নয় কে? একটা কদাকার রোগা কুঁজো বড়ী যদি আপনার কাছে ঐ রকম আব্দার করিতে আসিত, তাহা হইলে সদর দরজা হইতে তাহাকে হাঁকাইয়া দিতেন কি না আপনিই বলুন।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু তরুণীর রূপে ভুলিবার বয়স চলিয়া গিয়াছে স্থিথ! মিসেস্ বাডেল বোধ হয় সে কথা স্বীকার করিবে না।”

স্থিথ বলিল, “সে মাগীর কথা ছাড়িয়া দিন! উহার যেমন আকার, তেমনই বুদ্ধি; তবে রাঁধে ভাল। সে কথা যাক্, মিস উইনক্‌ফ্‌ যতখানি ভয় পাইয়াছে—ততখানি ভয়ের কোনও কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না কর্তা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তবে কি তোমার মনে হইতেছে—আমরা বেকুবী করিতে যাইতেছি?” (on a fool's errand.)

স্থিথ বলিল, “না কর্তা, সে রকম মনে হয় না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তবে কি মনে হয়?”

স্থিথ বলিল, “শরণাগতা বিপদা সুন্দরীর আতঙ্ক দূর করিতে যাইতেছি। হাঁ,

বীরপুরুষের কাজ করিতে যাইতেছি। কিন্তু পথ যে ফুরায় না! মেষ্টেন আর কত দূরে কর্তা ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি; আর একটা বাঁক ঘুরিলেই মেষ্টেন দেখিতে পাওয়া যাইবে।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা মেষ্টেনে উপস্থিত হইলেন। নির্জন গ্রাম পথ; গ্রামবাসীরা সকলেই তখন নিদ্রামগ্ন। মিঃ ব্লেক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের নিকটে আসিয়া দেখিলেন তত রাত্রেও একটি বৃদ্ধ এক হাতে লণ্ঠন লইয়া একখানি লাঠীতে ভর দিয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মিঃ ব্লেক স্থিথকে বলিলেন, “গাড়ী থামাইয়া বুড়াকে হুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।”

বৃদ্ধ মোটরের অদূরে থাকিতেই মিঃ ব্লেক গাড়ী থামাইলেন, এবং পাশে বুকিয়া পড়িয়া বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ওহে বাপু! এই গ্রামে মোটঃ গাড়ীর ‘গ্যারেজ’ আছে কি না বলিতে পার ?”

বৃদ্ধ সোজা হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া, লণ্ঠনটা মুখের উপর উচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, “কি খুঁজিতেছেন ? হোটেল ?”

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন বৃদ্ধের শ্রবণশক্তি প্রশংসনীয় নহে; তিনি কণ্ঠস্বর খানিক চড়াইয়া বলিলেন, “হোটেল নয়, গ্যারেজ—গ্যারেজ।”

বৃদ্ধ নিবিড় শুভ্র ক্র কুণ্ঠিত করিয়া বলিল, “সে আবার কি বস্তু বাবা ?—ও জিনিসের নামও কোন কালে শুনি নাই।”

মিঃ ব্লেক স্থিথকে বলিলেন, “বুড়ার দোষ দিতে পারি না; ইংরাজী ভাষা উহার প্রতিশব্দ নাই, পল্লীগ্রামের লোক কি করিয়া বুঝিবে ?”

বৃদ্ধ বিড়-বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া যায়—দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মশায়, শুনুন, শুনুন—এই গ্রামে আন্তাবল আছে। আন্তাবল—যেখানো বোড়া—ঘোড়ার গাড়ী থাকে।”

বৃদ্ধ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সৰ্বোপে বলিল, “আমি বুড়োমানুষ, পঁচানব্বুই বৎস আমার বয়স; আমি কুইন্ ভিক্টোরিয়াকে সিংহাসনে বসিতে দেখিলাম—আমাদের ঠাট্টা ? আজই যেন তোমাদের সাধের ঐ হাওয়াগাড়ী হইয়াছে—এত দিন

গাড়ী ছিল কোথায়? তখন ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া বাবুগিরি করিবার উপায় ছিল না; আর আস্তাবল কাকে বলে আমি জানি না? আমার সঙ্গে গাট্টা, বেগ্নিক!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কেবল বেগ্নিক কেন—উল্লুক বলুন, ভল্লুক বলুন, যা বলিলে খুসী হন—তাই বলুন,—আর সঙ্গে সঙ্গে বলুন আস্তাবল কোন্ দিকে আছে। আপনি আস্তাবল চেনেন না এ কথা ত বলি নাই; চেনেন বলিয়াই মাপনাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আপনি কুইন্ ভিক্টোরিয়াকে সিংহাসনে গড়িতে দেখিয়াছেন আপনি কি যে সে লোক! আপনি ম্যাড্‌স্টোন বুড়োর মান বয়নী!”

বুদ্ধ বলিল, “হাঁ, ম্যাড্‌স্টোন ব্যাগ আমার একটা ছিল বটে, সেটা পয়ত্রিশ।ৎসর ব্যবহারের পর ছিঁড়িয়া গিয়াছে।—তা তুমি আস্তাবল খুঁজিতেছ; তোমার হাওয়াগাড়ীতে ঘোড়া জুড়িবে বুঝি? এ যে এ দিকে জার্কি এস্প্রেকের আস্তাবল।”—বুদ্ধ লাগীখানা এক দিকে প্রসারিত করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “জার্কি প্রেকের আস্তাবল? এখান হইতে কত দূর?”

বুদ্ধ থাপ্পা হইয়া বলিল, “না বাপু, আমি গজ দিয়া মাপিয়া দেখি নাই। তোমার সঙ্গে বকিমা মাথা ধরিয়া গেল, রাত্রিকালে এমন বিপদেও পড়ে!—ঐ গালো দেখিতেছ, ঐ আলোর কাছে পর পর তিনটে দেউড়ি দেখিতে পাইবে; টো দেউড়ি পার হইয়া যে দেউড়ি পাইবে, তাহাই জার্কির আস্তাবল। কিন্তু সেই আস্তাবলে তোমার ঐ হাওয়াগাড়ীর স্থান হইবে না; আর স্থান হইলেও সকল আগুনঘটিত উপসর্গ আস্তাবলে ঢুকিতে দিবে না। সব কথা খুলিয়া লিলাম—এখন তুমি পথ দেখ।”

বুদ্ধ লাগী ঠক্-ঠক্ করিতে করিতে তাহার গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, “এ রকম মজার বুড়ো সহরে বড় একটা দেখা যায় না। খুব রসিক লোক। যাহা হউক, আর আমাদের আস্তাবল খুঁজিয়া যরান হইবার দরকার নাই। ফল্গুয়েল হাউসের কিছুদূরে গাড়ী রাখিয়া আমি নামিয়া যাইব; তুমি বাতি নিবাইয়া পথের ধারে আমার প্রতীক্ষা করিবে।”

মিঃ ব্লেক অল্পকাল পরে নির্দিষ্ট অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কিং তিনি সেখানে মোটর না থামাইয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, তাহার পর শ্মিথের উপর গাড়ীর ভার দিয়া পদব্রজে ফল্গওয়েল-ভবনের সম্মুখস্থ বাগানে প্রবেশ করিলেন।—তিনি রবারের ‘সোল’-বিশিষ্ট জুতা পায়ে দিয়াছিলেন, এ জন্ত তাঁহাঃ পদশব্দ হইল না। ভারি ওভার-কোটটাও তিনি গাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন হঠাৎ কেহ তাঁহার মুখ দেখিতে না পায় এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার টুপিটা চোখে উপর টানিয়া দিলেন।

মিঃ ব্লেক বাগানে প্রবেশ করিয়া মনে মনে বলিলেন “ওরে বাপ! কি ভয়ঙ্কর শীত! ওভারকোটটা ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই। মেয়েটা আমাঃ সঙ্গে দেখা করিতে বিলম্ব করিলে শীতে জমিয়া যাইব। রাত্রি এখন প্রায় এগারটঃ সে নিশ্চয়ই বিলম্ব করিবে না।”

মিঃ ব্লেক অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কক্ষগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কোন কক্ষে দীপালোক দেখিতে পাইলেন না; চতুর্দিক নিস্তরঃ সুপ্রশস্ত অট্টালিকা গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাহা জনমানবহীন বলিয়া মনে হইল। কয়েক মিনিট পরে সেই অট্টালিকার সম্মুখের একটি কক্ষের বাতায়ন উন্মুক্ত হইল; সেই কক্ষে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত হইল। মিঃ ব্লেক সেই আলোকে কক্ষ মধ্যে একটি নারী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই তরুণী বাতায়নের সম্মুখে আসিয়া বাগানের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সেই কক্ষটি ড্রয়িংরুম, এবং সেই যুবতী মিস্ উইন্কিফ্—এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকঃ নিঃসন্দেহ হইলেন।—ড্রয়িংরুমের ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক খানিক দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি সেই অট্টালিকার বারান্দা নীচে সরিয়া আসিলেন। মিস্ উইন্কিফ্ তাহার পিতার পকেট হইতে পত্রখানিঃ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে কি না বুঝিতে না পারিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন; কিং মিস্ উইন্কিফ্ পূর্ব্বরাত্রিে তাঁহার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহাঃ যেরূপে হউক পালন করিবে—এই বিশ্বাসে তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাহাঃ প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আরও পাঁচ মিনিট পরে ড্রয়িংরুমের আলোক গ্লান হইল; তাহার পর মুক্ত ভাষায়ন রুদ্ধ হইল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—তাঁহাকে আশস্ত করিবার জন্তই মিস্ উইনকিফ্ জানালা খুলিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছিল; এইবার সে বাগানে প্রবেশ করিবে।

তাঁহার অনুমান মিথ্যা নহে। মিস্ উইনকিফ্ অট্টালিকার পশ্চাত্তের সিঁড়ি দিয়া নিঃশব্দে অট্টালিকার সম্মুখস্থ বাগানে প্রবেশ করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ একখানি শালে আবৃত। অন্ধকারে মিঃ ব্লেকের দীর্ঘ দেহ দেখিয়া যুবতী সভয়ে একটু পশ্চাতে সরিয়া গেল। মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তেরে বলিলেন “ভয় নাই, মিস্!”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “মিঃ ব্লেক, আপনি আসিয়াছেন?”—সে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হাঁ, আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি; পত্রখানি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ, তাহা পাইয়াছি।—আমি আপনার নিকট যে প্রতীকার করিয়াছিলাম—তাহা পালন করিতে পারিব।”—যুবতীর কণ্ঠস্থের ক্ষান্ত ও উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার এ কার্য্য নিন্দনীয় নহে; দোষের কাজ হইলে আমি তোমাকে পত্রখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিতাম না। আমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। হৃদয়ে তোমি যাহা করিয়াছ সেজন্ত ক্ষম হইও না; তোমার উৎকণ্ঠারও কারণ নাই।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ, পত্রখানি সংগ্রহ করিয়াছি বটে; কিন্তু যে উপায়ে ইহা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহা অতি হীন, অতি জবজব উপায়; আমার এই হীনতা আমি কখন ক্ষমা করিতে পারিব না। তাহা মার্জ্জনায় অযোগ্য।”

মিঃ ব্লেক আগ্রহভরে বলিলেন, “কি উপায়ে পত্রখানি সংগ্রহ করিয়াছ তাহা জানিতে পাই না?”

মিস্ উইনক্লিফ্ বলিল, “আপনাকে তাহা বলিতে আপত্তি নাই, মিঃ ব্রেক ! কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে—সে কথা শুনিলে আপনিও আমাকে ঘৃণা করিবেন। আমি প্রথমে অকৃতকার্য হইয়াছিলাম ; কিরূপে কার্যোদ্ধার করিব—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমার হুশিস্তার সীমা ছিল না। আমার পিতা রাত্রি নয়টার পূর্বে আফিস হইতে বাড়ী ফিরিলেন না। অত্যাশ্চর্য্য দিন বাড়ী আসিয়া আহারের পূর্বে তিনি পরিত্রস্ত পরিবর্তন করেন ; কিন্তু আজ রাত্রি নয়টার পর বাড়ী ফিরিয়া তিনি পরিত্রস্ত পরিবর্তন করিলেন না। যে কোটের পকেটে তিনি চিঠিখানি রাখিয়াছিলেন, সেই কোট তাঁহার সঙ্গেই রহিল !

“আমি পত্রখানি হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পরিত্রস্ত ত্যাগ করাইবার জন্ত কত রকম চেষ্টা করিলাম, নানা প্রকার ছলনা ও কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করিলাম ; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া শয়ন করিতে অনুরোধ করিলাম ; মনে করিলাম শয়ন করিবার পূর্বে তিনি কোটটা খুলিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে আমার আশা পূর্ণ হইবে। কিন্তু তিনি শয়ন করিলেন না, বলিলেন তাঁহার কয়েকখানি জরুরি পত্র না লিখিলে চলিবে না। পত্রগুলি লিখিতে অনেক সময় লাগিবে, হয় ত গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিতে হইবে। এজন্য তিনি আমাকে এক পেয়লা কফি প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন। কফি প্রস্তুত করিয়া আমাকে শয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

“তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল ! তিনি যদি রাত্রি এগারটার পরও জাগিয়া থাকেন, বসিয়া বসিয়া পত্রগুলি লিখিতে থাকেন, তাহা হইলে আমি কিরূপে তাঁহার পকেট হইতে পত্রখানি সংগ্রহ করিব, আপনার নিকট যে অস্বীকার করিয়াছি তাহা কিরূপে পালন করিব ?—আমি চারি দিক অন্ধকার দেখিলাম।

“ক্রমে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। এক এক মিনিট আমার নিকট এক এক ঘণ্টার ভ্রায় দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।—আমি জানিতাম আর

আধ বণ্টা পরে—রাত্রি ঠিক এগারটার সময় আপনি পত্রের আশায় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন; কিন্তু পত্রখানি তখন পর্য্যন্ত হস্তগত করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না! হুশিষ্টায় আমি পাগলের মত হইলাম।”

মিঃ ব্লেক অধীর স্বরে বলিলেন, “তাহার পর আপনি কি করিলেন? আপনার পিতা এখন কোথায় বলুন।—শীঘ্র বলুন।”

মিস্ উইনকিফ্ চঞ্চল দৃষ্টিতে ড্রয়িংরুমের দিকে চাহিয়া, সেই দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, “তিনি ঐ ঘরে ঘুমাইয়া আছেন; গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন।”—তাহার কর্ণস্বরে গভীর মর্ম্ম বেদনা পরিস্ফুট হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তিনি চিঠি লিখিবার জন্য গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিবেন বলিয়াছিলেন; তাহার পর আধ বণ্টার মধ্যেই নিদ্রিত হইলেন!—সুসংবাদ বটে: তবে কি আপনি—”

একটা নূতন সন্দেহে মিঃ ব্লেক বিচলিত হইয়া উঠিলেন; তিনি তাঁহার প্রশ্ন শেষ করিতে না পারিয়া চূপ করিলেন।

মিস্ উইনকিফ্ কম্পিত স্বরে বলিল, “হাঁ, তিনি নিদ্রিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই নিদ্রা স্বাভাবিক নহে, স্বেচ্ছায় তিনি নিদ্রিত হন নাই; আমি তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত করিয়াছি। হাঁ, আমি স্বয়ং; আমি স্বহস্তে তাঁহার কফিতে নিদ্রাকারক আরোক ঢালিয়া দিয়াছি। উঃ, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে! আমার এই কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত নাই!”

মিঃ ব্লেক সন্মুখে ভৎসনার স্বরে বলিলেন, “তুমি! তুমি তোমার পিতার পানীয় দ্রব্যে বিষ মিশাইয়াছ?”

মিস্ উইনকিফ্ সন্মুখোক্তিতে বলিল, “বিষ নহে—মিঃ ব্লেক! তাহাতে তাঁহার কোন অপকার হইবে না; কিন্তু আমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। উহা ভিন্ন আর যে কোন উপায় ছিল না; তাঁহার প্রাণ রক্ষার যে আর কোন পথ ছিল না! তাঁহার মঙ্গলের জন্যই অগত্যা আমাকে একাজ করিতে হইয়াছে; আমার উদ্দেশ্য

বুঝিয়া কি পরমেশ্বর আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না ? নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই এই গর্হিত কাজ করিয়াছি।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তুমি ঠিক জান—সেই আরোকে তাঁহার অপকার হইবে না ?—তুমি কফিতে কি মিশাইয়াছ বল।”

মিস্ উইন্‌কিফ্‌ একটি আরোকের নাম বলিল, এবং তাহা কি পরিমাণে কফির সহিত মিশাইয়াছিল তাহাও বলিল।

মিঃ ব্রেক তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, “ইহাতে তাঁহার কোন অপকার হইবে না ; উহাতে কফির আত্মদানও বিকৃত হয় নাই। তিনি তোমাকে সন্দেহ করিবেন না ; নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহার ধারণা হইবে ক্লান্তিভয়েই তিনি নিদ্রাভিত্ত হইয়াছিলেন। তুমি কোড ত্যাগ কর মিস্ উইন্‌কিফ্‌ !—আর এসকল কথার আলোচনায় সময় নষ্ট করা নিশ্চয়োজন। পত্রখানি কোথায় ? শীঘ্র বাহির কর।”

মিস্ উইন্‌কিফ্‌ পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া মিঃ ব্রেকের হাতে দিলে তিনি অদূরবর্তী বৃক্ষের অন্তরালে সরিয়া গিয়া বিজলি-বাতির আলোকে তাহা পাঠ করিলেন।

পত্রখানি এইরূপঃ—

“আমরা আপনাকে ইতিপূর্বে তিন বার সতর্ক করিয়াছি ; এবার আপনি অসতর্কতার ফলভোগ করিবার জন্ত প্রস্তুত হউন। আপনার আবিষ্কার-সংক্রান্ত নক্সা ও সুসাবিদার কাগজ পত্রগুলি আগামী বৃহস্পতিবার রাত্রি আট ঘটিকার পর হইতে শুক্রবার প্রত্যুষ পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে অপহৃত হইবে। আপনি এই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্ত কোন উপায় অবলম্বন না করিলে আপনার জীবনের আশঙ্কা নাই—এ কথাও আপনাকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে।”

পত্রে প্রেরকের নাম বা ঠিকানা ছিল না। পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রথমে ধান্না-বাজি বলিয়া সন্দেহ হইলেও, মিঃ ব্রেক পত্রখানি দুইবার পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন পত্রের ভাবার ভিতর লেখকের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ! কিন্তু এই পত্র হইতে রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভবপর মনে হইল না।

এমন কি, এই বেনামা পত্রে তিনি একটিও অস্বলি-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না,—
এতদূর সতর্কতার সহিত তাহা লিখিত !

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিঃ ব্লেকের পরীক্ষা শেষ হইল।—তিনি যে আশায় পত্রখানি দেখিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় অত্যন্ত নিকংসাহ হইয়া পড়িলেন ; এবং মিস্ উইনকিফ্কে অনর্থক কষ্ট দিলেন তাবিয়া মর্মান্বিত হইলেন।—তিনি পত্রখানি মুড়িয়া লেফাপায় পুরিয়া মিস্ উইনকিফের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাহার পর মুহূর্ত্তের বলিলেন, “ধন্তবাদ মিস্ ! আপনি ইহা ঘরে লইয়া গিয়া আপনার পিতার পকেটে রাখিতে বিলম্ব করিবেন না।”

মিস্ উইনকিফ্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “পত্রখানি পাঠ করিয়া আপনি কিছু বুঝিতে পারিলেন কি ?”

মিস্ উইনকিফকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে—এ কথা স্বীকার করিতে মিঃ ব্লেক বড়ই সঙ্কোচ অনুভব করিলেন।—এই জন্ত তিনি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, “ধীর ভাবে চিন্তা না করিয়া এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছুই বলিতে পারিব না। আপনি কি ঠিক বলিতে পারেন—আপনার পিতা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া ইহাতে আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “আপনাকে ত পূর্বেই বলিয়াছি ইহা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আপনি তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব কিরূপে বুঝিলেন ? পত্রখানি পাঠ করিয়া আপনি ভয় পাইয়াছেন তাবিয়া তিনি তাঁহার মনের ভাব আপনার নিকট গোপন করিয়াছেন—ইহাও ত হইতে পারে।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “না মিঃ ব্লেক ! আমার ত সে রকম মনে হয় না। আমাকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্ত তিনি আমার সহিত কপটতা করিয়াছেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। এরূপ ছলনা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।”

মিস্ উইনকিফ্ পত্রখানি তাহার ব্রাউজের পকেটে ফেলিয়া মিঃ ব্লেকের

নিকট বিদায় গ্রহণে উত্তত হইয়াছে এমন সময় ড্রয়িং-রুমের জানালা খুলিবার শব্দ শুনিয়া সেই ভয়ে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুট স্বরে আর্দ্রনাদ করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার সর্কাস্ত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত মিঃ ব্লেক ড্রয়িং-রুমের—বাতায়নের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সে কক্ষে আলো জলিতেছে, একজন লোক জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাগানের দিকে চাহিয়া আছেন ; যেন তিনি বাগানের অন্ধকারের ভিতর তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কি দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন !

মিস্ উইন্‌কিফ্‌ আকস্মিক ভয়ে বিহ্বল হইয়া মিঃ ব্লেকের হাত জড়াইয়া ধরিল, ব্যাকুল ভাবে বলিল, “সর্বনাশ হইয়াছে মিঃ ব্লেক ! এখন আমি কি করি ? কি করিয়া এসকটে পরিজ্ঞাণ পাইব ? ঐ দেখুন, বাবা—উঁহার ঘুম হঠাৎ—”

মিঃ ব্লেক মিস্ উইন্‌কিফের হাত টিপিয়া কথা বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুক্তবাতায়নের দিকে চাহিয়া মিঃ গর্ডন উইন্‌কিফের দীর্ঘ মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। মিস্ উইন্‌কিফের পিতাকে ড্রয়িং-রুমের বাতায়ন খুলিয়া সেই ভাবে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মাথা ঘুরিয়া গেল ! তিনি যে কি করিবেন তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। মিস্ উইন্‌কিফের লবট কিরূপ গুরুতর—তাহা বুঝিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত হইলেন।

মুহূর্ত্ত পরে মিঃ উইন্‌কিফ্‌ ড্রয়িং-রুমের দ্বার খুলিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক ও মিস্ উইন্‌কিফ্‌ উভয়েই তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন।

মিঃ উইন্‌কিফ্‌ কিছুদূরে দাঁড়াইয়া অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “সেভি, তুমি কোথায় ? অন্ধকারে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না।”

মিঃ ব্লেক ভয়কম্পিতা যুবতীকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাণে কাণে বলিলেন, “আমিই উঁহার প্রেমের উত্তর দিই ; তাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না মিস্ !”

মিস্ উইন্‌কিফ্‌ জড়িত স্বরে বলিল, “না, না, আপনি কথা কহিবেন না, উঁহাকে কোন কথা জানিতে দেওয়া হইবে না। আমি গোপনে আপনার সঙ্গে

পরামর্শ করিতেছি, আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি—ইহা জানিতে পারিলে উনি অনর্থ ঘটাইবেন। আপনি নিঃশব্দে শীঘ্র চলিয়া যান; এখানে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না।”—সে তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ব্রেক ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, “কিন্তু তোমার কি উপায় হইবে? তুমি কি কৈফিয়ৎ দিবে?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “সে জন্ত আপনি ভাবিবেন না; আমি কোন রকমে উহাকে বুঝাইতে পারিব। আপনি এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যান, কথা कहিয়া আমাকে বিপন্ন করিবেন না।”

মিঃ ব্রেক জীবনে বহুবার বহু সঙ্কটে পড়িয়াছেন,—কিন্তু আর কখন তাঁহাকে এরূপ অপদস্থ হইতে হয় নাই! এই ভাবে চোরের মত পলায়ন করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। পরের উপকার করিতে আসিয়া এ কি বিড়ম্বনা!—তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু মিস্ উইনকিফের কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মুহূর্ত্তেই বলিলেন, “বেশ তাহাই হউক; আমি যাইতেছি, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। আমি যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করিব। কাল টেলিফোনে আমাকে সকল কথা বলিও।”

মিঃ ব্রেক নিঃশব্দে দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। পথের ধারে কতকগুলি কাঁকর শুপাকারে সঞ্চিত ছিল; তিনি তাহাতে বাধিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পায়ের ধাকা লাগিয়া কাঁকরগুলো সশব্দে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

সেই শব্দ মিঃ উইনকিফের কর্ণগোচর হইল; তিনি বুঝিলেন কোন লোক হাগানের ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতেছে!—এ কি ব্যাপার? কেহ কি তাঁহার কস্তার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল?—কি উদ্দেশ্যে?

মিঃ উইনকিফ্ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন; আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, “সেডি! কোথায় তুমি? আমার ডাকে সাড়া দিতেছ না কেন? শীঘ্র এদিকে এস।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “এই যে বাবা! আমি আসিতেছি।”

মিঃ ব্লেক তখনও দেউড়ি অতিক্রম করেন নাই, মিস্ উইনক্লিকের কথা তিনি শুনিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, “কি বিড়ম্বনা! প্রণয়ীরা রাজ্যকালে গোপনে তাহাদের প্রণয়িনীর সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে আসিয়া কখন কখন এই ভাবে বিপন্ন হয়—জানি; কিন্তু আমার মত সৎ উদ্দেশ্যে বিপন্ন যুবতীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া এভাবে কি কেহ কখন ধরা পড়িয়াছে? মেয়েটার উপর ইঞ্জিনিয়ারের সন্দেহ না হইলে বাঁচি।”

মিঃ ব্লেক দেউড়ি পার হইতেছেন—এমন সময় তিনি মিঃ উইনক্লিককে ক্রান্ত স্বরে বলিতে শুনিলেন, “সেডি! আমি অন্ধ নহি; তোমার কাছে কে আসিয়াছিল শীঘ্র বল। এই মুহূর্তে সব কথা শুনিতে চাই।”

তৃতীয় কাণ্ড

মিঃ ব্লেকের ফন্দী

মিঃ ব্লেক অপরাহ্নে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন; শ্বিথ টেবিলের অন্ত পাশে বসিয়া দৈনিক কাগজ হইতে কতকগুলি চিহ্নিত ‘প্যারা’ কাঁচি দিয়া কাটিতেছিল।—ইহা তাহার দৈনিক কার্য।

মিঃ ব্লেক চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, “শ্বিথ, আমি ভাবিতেছিলাম—”

শ্বিথ কাঁচিখান টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, “ঐ ত আপনার রোগ কর্ত্তা! আপনি দিবা রাত্রি ভাবেন, এমন কি, রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্নেও কত কি ভাবেন! আপনার ভাবনার অন্ত নাই; অথচ কাহার জন্ত যে এত ভাবেন তাহা ভাবিয়া পাই না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপাততঃ তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম; ভাবিতেছিলাম যদি তুমি কোন তরুণীর প্রেমে মসৃণ হও আর রাত্রিকালে গোপনে তাহার সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে যাও—”

শ্বিথ হতাশভাবে বলিল, “রক্ষা করুন কর্ত্তা! প্রেমে পড়িবার সখ একটুও আমার নাই; রাত্রিকালে কোন চোর ডাকাতির সঙ্গে প্রেম করিতে যাইতে পারি—কিন্তু কোন তরুণীর সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে যাওয়ার কল্পনাও কখন আমার মনে স্থান পায় নাই; অতএব এই উৎকট দৃষ্টিজ্ঞা আপনি অনায়াসে ভাগ করিতে পারেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু সেই অজ্ঞেয় অন্ধ দেবতাটি হঠাৎ কখন কাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসেন—তাহা কেহই বলিতে পারে না; যদি তিনি কখন তোমার স্বপ্নে ভর করেন তাহা হইলে রাত্রিকালে গোপনে প্রেমচর্চা করিতে যাইবার কল্প তোমার আগ্রহ হইতেও পারে। আমি ভাবিতেছি সেই উদ্দেশ্যে যদি রাত্রি

কালে কোন উদ্দেশ্যের বাগানে প্রবেশ কর—তাহা হইলে পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। যদি হঠাৎ কঁাকরের তুপে বাধিয়া আছাড় খাও—”

স্মিথ হাসিয়া বলিল, “কাল রাত্রে আপনার যে চুর্দশা হইয়াছিল—তাহাই স্মরণ করিয়া আমাকে সতর্ক করিতেছেন বুঝি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার অনুমান মিথ্যা নহে; তবে আমার সেই নৈশ অভিযানের সহিত কন্দর্প ঠাকুরের কোন সম্বন্ধ ছিল না। (It had nothing to do with Cupid) কিন্তু যে সঙ্কটে পড়া গিয়াছিল—নৈশ প্রেমাত্মিনয়ের সময় হঠাৎ ধরা পড়ার সঙ্কট অপেক্ষা তাহা হালকা নয়! প্রেম-ঘটিত ব্যাপার নয় বলিয়া ইহার ফল যদিও লোমহর্ষণ বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের মত শোচনীয় হইবার আশঙ্কা নাই, তথাপি সেডি উইন্কিফকে বিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। প্রেমে না পড়িয়াও বেচারাকে যদি অভিসারিকা বলিয়া সন্দেহ করা হয়, তাহা হইলে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে।”

স্মিথ বলিল, “সে তাহার পিতার নিকট কি কৈফিয়ৎ দিয়াছে—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমিও তাহা অনুমান করিতে পারি নাই; তবে একথা ঠিক যে, সে তাহার পিতার নিকট সত্য কথা বলিতে সাহস করে নাই। সম্ভবতঃ সে তাহার পিতাকে ভুলাইবার জন্ত প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তাড়াতাড়ি কোন একটা ফন্দী খাটাইয়াছিল। কিন্তু গর্ডন উইন্কিফকে সে যে মিথ্যা কথায় ভুলাইতে পারিয়াছে—ইহা বিশ্বাস হয় না।”

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট কি চিন্তা করিয়া তাঁহার নোটবহি খুলিলেন, এবং তাহাতে কি লিখিতে লাগিলেন। স্মিথ কঁচিখানা ভুলিয়া লইয়া কাগজে মনঃ-সংযোগ করিল।

মিঃ ব্লেক পূর্বরাত্রে মিস্ উইন্কিফের নিকটে যে বেনামা পত্রখানি দেখিয়াছিলেন, দুই বার পাঠ করিয়াই তাহার প্রতিলিপি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। তিনি সেই পত্রখানি তাঁহার নোট-বহিতে লিখিয়া লইলেন।

অনন্তর মিঃ ব্লেক তাঁহার নোট-বহির সেই পৃষ্ঠাটি স্থিথকে পড়িতে দিয়া বলিলেন, “কাল রাতে মিস্ উইনকিফের নিকট যে পত্রখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম—তাহাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল। চিঠিখানি খসখসে সাদা কাগজে ‘টাইপ’ করা; তাহার অস্ত্র কোন বিশেষত্ব ছিল না।”

স্থিথ ক্র কুঞ্চিত করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সেই পত্রখানি তিনবার পাঠ করিল; তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, “পত্রখানি পড়িয়া আপনি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কহু! আমার ত মনে হয় এ ধাপ্লাবাজি ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে লোকটা এই পত্র লিখিয়াছে—সে হয় ত মনে করিয়াছে পত্রে খুব রসিকতার পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু তাহার একটুও রসজ্ঞান নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। আর যদি পত্রলেখকের সত্যই ঐরূপ সঙ্কল্প থাকে অর্থাৎ পত্রে সে যাহা লিখিয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত করাই তাহার উদ্দেশ্য হয়—তাহা হইলে মিস্ উইনকিফ্ যতটুকু অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছে—তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।”

স্থিথ বলিল, “আপনার এই অনুমান সত্য হইলে কি বুঝিব?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইহা কোন হুঃসাহসী ও চতুর দস্যুদলের কাজ। আমার বিশ্বাস, কেবল একজন লোক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপণে সাহস করিবে। ইহা অস্ত্র কাহারও চাতুরী হইলে—আমি তাহা বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু বহুদিন তাহার সন্ধান নাই। সে কি এত দিন পরে ইংলণ্ডে আসিয়া গর্ভন উইনকিফের আবিষ্কারের উপর লোভ করিয়াছে?”

স্থিথ সাগ্রহে বলিল, “কে সে? কাহার কথা বলিতেছেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ব্যাট!”

স্থিথ সবিস্ময়ে বলিল, “ব্যাট? আশ্চর্য্য বটে!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ ব্যাট; সে ভিন্ন এরূপ কন্দীবাজ, দূর দৃষ্টিসম্পন্ন খুঁট আর কে আছে? চিঠি লিখিয়া চুরীর সময় নির্দিষ্ট করিয়া, সেই সময়ের মধ্যে অদ্ভুত কৌশলে চুরী করা ব্যাটেরই চৌর্য্যবৃত্তির বিশেষত্ব! ইহার

পরিচয় পূর্বেও আমরা একাধিকবার পাইয়াছি। কত বার সে আমাদের সঙ্কল্প পদে পদে ব্যর্থ করিয়াছে! যখন যে উপায়ে তাহাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি—তাহাই প্রত্যেকবার আমাদের পরাজয়ের হেতু হইয়াছে। * তাহার সম্বন্ধিত কার্যের ধারা আমাদের অজ্ঞাত নহে। 'যাহুকরের মত তাহার হাত-সাকাই।"

স্মিথ বলিল, "আপনার কি সন্দেহ মিঃ গার্ডন উইনকিফের আবিষ্কারের প্রতি তাহার লক্ষ্য আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসম্ভব কি?—জার্মানীতে সে বহুদিন বাস করিয়াছিল; তাহার অদ্ভুত চাতুরীর কথা জার্মানদের অজ্ঞাত নহে; বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে জার্মান গবর্নেন্ট তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহাতে কি বিস্ময়ের কোন কারণ আছে? যে কোন উপায়ে আমাদের বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য কৈসারের গবর্নেন্ট কোটা মুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার কথাগুলি মনে লাগিতেছে বটে; সে চুরী অপেক্ষা বাহাদুরী প্রকাশ করিতেই অধিকতর ব্যস্ত। এই ব্যাপারেও সে বাহাদুরী দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই।—পত্র লিখিয়া সতর্ক করিবার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি (that might explain the note of warning)। এরূপ স্পর্ধাপূর্ণ অভিনয় অন্ততঃ দুর্ভাগ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য। আমার বিশ্বাস—এই ভাবে পত্র লিখিবার আরও কোন গভীরতর উদ্দেশ্য আছে। তাহার এই চাতুর্য্যজ্ঞান ভেদ করা সহজ হইবে না।—এইরূপ পত্র লিখিলে তাহার কি ফল হয় বলিতে পার?"

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "যে এরূপ পত্র পায় সে সতর্ক হয়। চোর

* রহস্ত-লবঙ্গীর উপভাষা—চূড়ান্ত চাতুরী, জালের আঁহাল, ঘোষের ঘরে বাধ, চতুর কন্যু ব্যাটের সহিত মিঃ ব্লেকের সংঘর্ষের কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী।

যাহাতে চুরী করিতে না পারে, তাহারই ব্যবস্থা করে। চোরের সকল ব্যর্থ করিবার জন্ত সে যোগ্য ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করে।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে কথা সত্য। এই পত্র পাইয়া মিঃ উইনকিফ তাঁহার আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাগজপত্র, নক্সা, মুদ্রাবিদা, আবিষ্কারপ্রণালীর পুস্তকগুলি কোনও নিরাপদ স্থানে সরাইয়া রাখিবার জন্ত উৎসুক হইবেন ইহাই আশা করা যায়। চোর তাহার পত্রে সেগুলি চুরী করিবার যে সময় নির্দিষ্ট করিয়াছে—সেই সময় মিঃ উইনকিফের গতিবিধি ও প্রত্যেক কার্য লক্ষ্য করিবার জন্ত তাহার সহযোগীদেরও নিযুক্ত করিয়াছে। মিঃ উইনকিফ তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কোন কাজ করিতে পারিবেন—তাহার সম্ভাবনা অল্প।”

স্মিথ বলিল, “সে কথা সত্য।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি যতটুকু বুঝিয়াছি—তোমাকে বলিতেছি শোন। মিঃ উইনকিফ এখনও বোধ হয় তাঁহার আবিষ্কারের সকল ক্রটি সংশোধন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ কার্যোপযোগী করিতে পারেন নাই; যদি তাহা পারিতেন তাহা হইলে সেগুলি ‘বোর্ডে’ দাখিল করিতেন। উহার যে সামান্য সামান্য ক্রটি লক্ষ্য করিতেছেন—তাহাই সংশোধন করিতেছেন। দস্তাদল কোন জুযোগে গোপনে তাঁহার আফিসে প্রবেশ করিয়া সেই সকল কাগজপত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে—ইহা তাহার আশা করিতে পারে নাই। এ অবস্থায় সেগুলি হস্তগত করিবার জন্ত তাহারা কি উপায়ে অবলম্বন করিতে পারে?—তাহারা ভাবিয়া-চিন্তিয়া মিঃ উইনকিফকে ঐ পত্রখানি লিখিল, পত্রে চুরীর সময় পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিল; তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছে মিঃ উইনকিফ এই পত্র পাইয়া তাঁহার কাগজপত্রগুলি দক্ষ্যকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্ত যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

“তিনি কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন—তাহাও তাহারা ভাবিয়া দেখিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছে—তিনি ঐ সকল কাগজপত্র নক্সা প্রভৃতি কোন ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া সেখানে গচ্ছিত রাখিবেন, না হয়, তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া

দুর্ভেদ্য লোহার সিন্দুকে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন। মিস্ উইনকিফ্ আমাকে বলিয়া গিয়াছে—কাজ শেষ হইবামাত্র আবিষ্কার-সংক্রান্ত সমুদয় কাগজপত্র ‘ইন্ডেন্সন-বোর্ডে’ দাখিল করা হইবে,—একথা তাহার পিতা তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তিনি তাহা ‘ইন্ডেন্সন বোর্ডে’ দাখিল করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। দস্যুরা ঐ পত্রখানি পাঠাইয়া তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিবার জন্ত ‘ওৎ’ পাতিয়া বসিয়া আছে। তাহার বুঝিয়াছে মিঃ উইনকিফ্ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সেই সকল কাগজপত্র তাঁহার আফিস হইতে স্থানান্তরিত করিবেন; সেই সময় তাহা তাহাদের হস্তগত করিবার সুযোগ হইবে।”

শ্রীথ বলিল, “পথের মধ্যেই তাহারা ডাকাতি করিবে না কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি ত জান ব্যাটের অসাধ্য কৰ্ম্ম কিছুই নাই! জৰ্ম্মানীর উৎসাহ পাইয়া তাহার জিদ ভাঙ্গর বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। মিঃ উইনকিফ্ যদি তাঁহার আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলি ‘ইন্ডেন্সন-বোর্ডে’ লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন—তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি ট্যাক্সি লইয়া সেখানে যাইবেন। সেই সময় তাঁহার গতিরোধ করা ব্যাটের পক্ষে তেমন কঠিন হইবে না। (That would present no great difficulties to Bat) সে চিপ্‌সাইডের রাস্তার উপর রিভলভারের সাহায্যে তাঁহার ট্যাক্সি অনায়াসেই থামাইতে পারিবে। ইহা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হইলেও অল্প প্রকার তৎপরশূলভ পন্থা (burglarious route) অপেক্ষা তাহার পক্ষে অনেক সহজ!”

শ্রীথ বলিল, “তাহা হইলে এ সকল যে ব্যাটেরই কারসাজি—এ বিষয়ে আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই কর্ত্তা?—তবে ত আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে! কি বলেন?”

মিঃ ব্লেক ধীর ভাবে বলিলেন, “সেজন্য আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত নহি, এবং সত্যই সেরূপ কিছু ঘটবে কি না তাহাও বলিতে পারি না। যাহা সম্ভব বলিয়া আমার মনে হইয়াছে—তাহাই তোমাকে বলিলাম। অনুমানে নির্ভর

করিয়া আমি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি—হয় ত সত্যই তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—
এ কথাটা কিন্তু তোমার ভুলিলে চলিবে না। আজ সকালেই মিস্ উইনকিফ্
টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিবে কথা ছিল; এখন পর্য্যন্ত তাহার সাড়া
পাইলাম না কেন বুঝিতে পারিতেছি না!”

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ‘পাইপ’ টানিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া
পড়িলেন, এবং যে ‘ড্রেসিং গাউনে’ তাঁহার সর্কাস আবৃত ছিল—তাহা খুলিয়া
একখানি চেয়ারের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

শ্মিথ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—“কর্ত্তা কি এখন
বাহিরে যাইবেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, খোলা হাওয়ায় খানিক বেড়াইয়া আসি। সমস্ত
দিন ঘরের ভিতর হাত-পা শুটাইয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না।—ভূমিও
আমার সঙ্গে চল।”

মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবে শ্মিথ খুসী হইল। তাঁহার উভয়ে পরিচ্ছদ পরিবর্তন
করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং বেকার স্ট্রীটে নামিয়া পদব্রজে
পূর্ব মুখে চলিলেন।

তখন বেলা অবসানপ্রায় হইলেও সূর্য্যাস্তের বিলম্ব ছিল। আকাশ
পরিষ্কার। দিবসের অন্তান্ত সময় অপেক্ষা পথে তখন জনতা অধিক; নানা প্রকার
যানের অবিরাম স্রোত। তাঁহারা চলিতে চলিতে আধ-ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনের
কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেখানে লোক-জনের ভিড় আরও অধিক। কন্স-
ক্রাস্ত নর-নারীগণের মুখ দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন কার্য্যক্ষেত্রে সারা
দিনের পরিশ্রমের পর তাহারা কর্ম্মশালা হইতে গৃহে ফিরিতেছে। অনেকে
সুদৃশ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সাক্ষ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল।

একটি পথের মোড়ে আসিয়া মিঃ ব্লেক সেই রাস্তার নামটি দেখিয়া লইলেন;
শ্মিথকে বলিলেন, “আমাদের সম্মুখেই পারিস্ স্ট্রীট, চল এই পথে আমরা
সার্কাস পর্য্যন্ত যাই।”

মিঃ ব্লেক কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন ইহা এতক্ষণ

পর্যন্ত স্থিতি বৃদ্ধিতে পারে নাই। পারিস্ ট্রীটের নাম শুনিয়া ও মিঃ ব্লেক সেই পথে অগ্রসর হইতে উৎসুক হইয়াছেন বৃদ্ধিতে পারিয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্য স্থিতির কোতুল হইল; সে মিঃ ব্লেকের পশ্চাৎ হইতে তাড়াতাড়ি তাঁহার পাশে গিয়া আগ্রহ ভরে বলিল, “কর্তা পারিয়া ট্রীটে যাইতেছেন, মনে মনে বোধ হয় কোন একটা মতলব ভাঁজিয়াছেন?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “মতলব আর কি? যাঁয়গাটা একবার দেখিয়া-শুনিয়া রাখা মন্দ নয়।”

স্থিতি নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল। তাঁহার আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন; তাহার পর মিঃ ব্লেক হঠাৎ থামিয়া স্থিতিকে বলিলেন, “ঐ তিন-কোণা বাড়ীটা দেখিতেছ?”

স্থিতি বলিল, “হাঁ কর্তা! সেদিন মিস্ উইনকিফ্ এই বাড়ীর কথাই বলিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উপরের ঐ জানালাওয়ালা ঘর দেখিয়াছ?”

স্থিতি বলিল, “হাঁ কর্তা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উহাই মিঃ উইনকিফের আফিস।”

স্থিতি আগ্রহের সহিত সেই ঘরের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু সে মিঃ উইনকিফের আফিসের কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাইল না। অস্ত্রাস্ত্র অটালিকার ঘরগুলি যে রকম, মিঃ উইনকিফের আফিস-ঘরখানিও সেইরূপ। আফিস-ঘরটির সম্মুখের দেওয়াল লতা-পাতা কাটিয়া সুদৃশ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্থানাভাবে বাড়ীখানি এরূপ ভাবে নির্মিত যে, তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তারে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য ছিল না। সম্মুখের বারান্দাটি এত সঙ্কীর্ণ যে, কি উদ্দেশ্যে তাহা নির্মিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

স্থিতি বলিল, “কর্তা! মিঃ উইনকিফ্ কি উদ্দেশ্যে লগুনে এই আফিস খুলিয়াছেন জানেন কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না জানিলেও ইহার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। প্রথমতঃ, কোন নতুন ধরণের কাজ হাতে লইলে তাহা সুসম্পন্ন করিবার

পক্ষে লগুনের কেন্দ্রস্থল যতদূর উপযোগী, সহরতলীর বাস-ভবন সেরূপ উপযোগী নহে। হঠাৎ কোন জিনিসের প্রয়োজন হইলে, কাজ করিতে করিতে বাহিরে গিয়া তাড়াতাড়ি তাহা সংগ্রহ করিয়া আনা যায়; সেদিকে অন্য পাঁচ জনের দৃষ্টি আকর্ষণের আশঙ্কা অল্প। দ্বিতীয়তঃ, সেই কার্যের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, কিংবা যাহাদের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যিক, তাহাদের অবসরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় না, তাহারা যখন তখন আসিতে পারে। সময় নষ্ট হয় না, কাজেরও ব্যাঘাত হয় না।—লগুনে আফিস করিবার এইরূপ নানা সুবিধা আছে। যাহা হউক, সে সকল কথাই আলোচনা এখন নিম্নয়োজন। বাহির হইতে যতটুকু দেখা যাইতে পারে—তাহা আমরা দেখিলাম; এখন চল ফিরিয়া যাই।”

মিঃ ব্লেক বাড়ীখানির ঠিক সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি সরিয়া গিয়া ট্যাক্সি খুঁজিতে লাগিলেন। সে সময় সেই পথে ট্যাক্সি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া স্থিতিস্থ তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সিখানি বেকার স্ট্রীটে মিঃ ব্লেকের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করিয়া তাহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়।

মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমরা বাহিরে যাইবার পর কেহ কি টেলিফোনে আমাকে ডাকিয়াছিল?”

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, “না কর্তা, টেলিফোনের বন্দুনি ত শুনিতে পাই নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কোন চিঠি-পত্র আসে নাই?”

মিসেস্ বার্ডেল সববেগে মাথা নাড়িয়া বলিল “না।”

মিঃ ব্লেক তাহাকে বিদায় করিয়া কয়েক মিনিট চিন্তাকুলচিত্তে সেই কক্ষে পাদচারণ করিলেন; তাহার পর তিনি টেলিফোনের পুস্তক (telephone book) খানি খুলিয়া মিঃ উইন্সিকের মেটনস্থিত বাড়ীর নম্বরটি দেখিয়া লইলেন।

মিঃ ব্রেক মিঃ উইনকিফের বাড়ীর টেলিগ্রামে ঘণ্টা দিতেই একজন ভৃত্য আসিয়া লাড়া দিল।

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “মিস্ লেডি উইনকিফ্, ঘরে আছেন কি? তাঁহাকে আমার ছই একটি জরুরি কথা বলিবার আছে।”

ভৃত্য ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, “তাঁহাকে আপনার জরুরি কথা বলিবার সুযোগ হইবে না। তিনি বড়ই অসুস্থ; তিনি তাঁহার ঘরে পড়িয়া আছেন।”

মিঃ ব্রেক এই সংবাদে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন; “বটে! একবার কলের কাছে আসিয়া তাঁহার কি এক মিনিটও কথা বলিবার সুযোগ হইবে না?”

ভৃত্য বলিল, “না, তাঁহার সে সুযোগ নাই, তাহা ত আপনাকে বলিয়াছি। আপনি তাঁহাকে কোন কথা বলিবার জন্ত—একটু অপেক্ষা করুন মহাশয়, ছাড়িয়া দিবেন না।”

মুহূর্ত্ত পরে মিঃ ব্রেক কাচার মোটা আওয়াজ শুনিতে পাইলেন; কণ্ঠস্বরে অসন্তোষ ও সন্দেহের ভাব পরিস্ফুট!—মিঃ ব্রেক বুঝিলেন তাহা মিঃ গর্ডন উইনকিফের কণ্ঠস্বর।

মিঃ উইনকিফ্ অধীর স্বরে বলিলেন, “কে আপনি? কি চাছেন?”

মিঃ ব্রেক মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া লইলেন; তাঁহার উকির মস্তিকে একটু নূতন ফন্দী গজাইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করিয়া বলিলেন; “মিস্ উইনকিফকে আমি ছই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?”

মিঃ গর্ডন উইনকিফ্ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “না, আপনি তাহা পারেন না। আপনি কে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই; আপনার পরিচয় দিতে আপত্তি আছে?”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “উওয়ান্ন্ লিঙ্ক্ অফ ভলন্টারী ওয়ার ওয়ার্কাস-এর আমি অবৈতনিক সম্পাদক (Honourary Secretary of the

woman's Legion of Voluntary War Workers) আমি আশা করিতেছিলাম যদি—যদি মিস্ উইনকিফ্ দয়া করিয়া আমাদের কার্যের কোন্ একটা ভার গ্রহণ—”

মিঃ উইনকিফ্ বাধা দিয়া অধীর স্বরে বলিলেন, “না, না, সে আশা করিবেন না। এখানে ওসব আব্দার খাটিবে না। ধন্যবাদ!”

মিঃ উইনকিফ্ কথা বন্ধ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মিঃ ব্লেককে এরূপ উদ্ধত ভাবে ও অসংযত স্বরে কথাগুলি বলিলেন যে, এরূপ কোন দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানের সম্পাদক এই প্রকার অশিষ্ট উত্তর শুনিলে নিশ্চয়ই অশ্রুমান বোধ করিতেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে ‘রিসিভারটি’ যথাস্থানে নামাইয়া রাখিয়া জ্বৎ হাসিলেন মাত্র। তাহার পর স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, “ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেজাজ বেজায় চটা দেখিতেছি! ভিক্ষকের চাকে খোঁচা মারিয়াছিলাম আর কি!” (I caught a Tartar)

স্মিথ সহাস্তে বলিল, “বুড়াটা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চাকরটা বলিল মিস্ উইনকিফ্ তাঁহার ঘরে পড়িয়া আছেন, অত্যন্ত অসুস্থ। মেয়েটা একেবারে বেসামাল হইয়া না পড়িলেই মঙ্গল।”

স্মিথ বলিল, “সে দিন ত দেখিয়াছি, অনেক পুরুষ অপেক্ষা তাহার সাহস ও বুদ্ধি বেশী। সে সহজে বাবুড়াইবার মেয়ে নয়।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার কথা মিথ্যা নয় স্মিথ! গত রাত্রে তাহাকে যে ধাক্কা সামলাইতে হইয়াছে তাহার ফলে তাহার অসুস্থ হইয়া পড়া বিচিত্র নয়; তবে যে তাহার শয্যাতাগের শক্তি নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; বোধ হয় তাহার পিতার আদেশে তাহাকে ঘরের ভিতর আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার পিতা তাহার গত রাত্রে কাজের জন্য কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন—ইহা আমার অজ্ঞাত নহে। সে বোধ হয় তাঁহাকে কোন কৈফিয়ৎ দেয় নাই, সত্য কথা বলে নাই; মিথ্যা কথায় তাঁহাকে

প্রতারণিত করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সে আদ্বিতে রাজী আছে, কিন্তু—”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু নোয়াইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ঠিক তাই। মিঃ উইনক্লিফ্, আজ সারাদিন বাড়ী থাকিয়া তাহাকে পাহারা দিতেছেন। তিনি বাড়ীতে না থাকিলে মিস্ উইনক্লিফ্ নিশ্চয়ই টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিত।”

স্মিথ বলিল, “বুড়া ইঞ্জিনিয়ার প্রকৃত ব্যাপারটা আঁচ করিতে পারিয়াছে বলিয়া কি আপনার সন্দেহ হয়?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না। তিনি প্রকৃত ব্যাপারের সন্ধান পান নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। মিস্ উইনক্লিফ্ তাঁহাকে সে কথা বলে নাই, প্রাণ গেলেও বলিবে না; তবে তিনি আসল কথা কিরূপে জানিতে পারিবেন?—মিঃ উইনক্লিফ্ টেলিফোনে আমাকে শিষ্টাচারের যে নমুনা দেখাইলেন, তাহাতে অস্বাভাবিক হয়—গত রাত্রে বাগানে গিয়া আমার সহিত তাঁহার মেয়ের সাক্ষাতের অন্ত কারণ ছিল বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছিল; সন্দেহটা কি তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। অন্ত কোন যুবতীর পিতা এরূপ ক্ষেত্রে যে সন্দেহ করিত তাঁহার সন্দেহও সেই প্রকৃতির; তাঁহার মেয়ে কোন যুবকের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে, সেই যুবকের সহিত গোপনে রসলাপ করিতেই ততরাত্রে সে বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল! টেলিফোনে আমার পরিচয় শুনিয়া তিনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই, মনে করিয়াছিলেন—আমি—তাঁহার কন্ঠার সেই নিশাচর প্রণয়ী—গতরাত্রে তাঁহার কন্ঠা যে প্রেমাভিনয় করিয়াছিল—ধরা পড়িবার পর তাহার শেষ ফল কি হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্তই টেলিফোনে তাহাকে ডাকিতেছিলাম! এই সন্দেহের জন্তই তিনি আমার সহিত ঐ প্রকার অভদ্র ব্যবহার করিলেন। কিন্তু যেক্ষেপেই হউক মিস্ উইনক্লিফ্‌র সঙ্গে আমাকে একটু পরামর্শ করিতে হইবে। মিঃ উইনক্লিফ্‌র আবিষ্কারসংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি হস্তগত করিবার জন্ত ব্যাট্‌ই যদি কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্ত আমাকে

অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে হইবে ; কিন্তু আমি মিস্ উইনকিফের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজে হস্তক্ষেপণ করিতে পারিব না। যদি আজ রাত্রে তাহার সহিত কথাবার্তা কহিবার সুযোগ না পাই, তাহা হইলে আমাকে অগত্যা একটা উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে ; কিন্তু তাহাতে আমাকে অনেকখানি অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক মিস্ উইনকিফের সহিত আলাপ করিতে না পাইয়া যতই স্কন্ধ ও নিকংসাহ হউন—মিস্ উইনকিফ তাহার নিজের ঘরে অবরুদ্ধ হইয়া যেরূপ হতাশ ও নিকংসাহ হইয়াছিল—অন্তের তাহা অনুভব করা অসাধ্য। এক একটি ঘণ্টা এক একটি বৎসরের মত দীর্ঘ বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল তাহার আতঙ্ক ও হুশিস্তা ততই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহার পিতার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিবে না বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহার সেই সঙ্কল্প শিথিল হইল না ; তাহার পিতার অন্তায় সন্দেহে ও কঠোরতায় তাহার জিদ আরও বাড়িয়া গেল। তাহার পিতার সর্দার-খানসামা জেকিন্স তাহার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইল। সে তাহার প্রভুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত ; তাহার প্রতি তাহার পিতার ব্যবহার জেকিন্সের বড় অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইল। পিতা ও পুত্রী উভয়েরই স্বভাব সে দীর্ঘকাল হইতে জানিত ; উভয়েই ভয়ঙ্কর জেদি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাহার জিদ বজায় থাকিবে জেকিন্স তাহা বুঝিতে পারিল না।

পিতাপুত্রীর এই গার্হস্থ্য বিরোধের (domestic contest) কথা মিঃ ব্লেক জানিতে পারিলেন না ; কিন্তু মিস্ উইনকিফের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চাতুর্য্যে তাহার বিশ্বাস ছিল ; এই জন্ত তিনি ঘরে ফিরিয়া, তাহার ক্ষুদ্র কুকুরের উপর নির্ভর করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া রহিলেন ; প্রায় সাড়ে বারটার সময় তাহার টেলিফোন বন্-বন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল ; তাহা এতই আকস্মিক ও এরূপ জোরে বাজিল যে, শ্মিথ সেই শব্দে চমকাইয়া উঠিল, এবং টাইগার ঘরের কাছে সরিয়া গিয়া ‘ভগ্ ভগ্’ শব্দ আরম্ভ করিল।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া টাইগারের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে খামাইলেন; এবং সহান্তে স্থিথকে বলিলেন, “মিস্ উইন্‌কিফ্‌ই আমাকে ডাকিতেছে; সে বুদ্ধিকৌশলে তাহার পিতাকে পরাস্ত করিয়াছে।—নিশ্চয়ই কোন নতন সংবাদ আছে।”

মিঃ ব্লেক টেলিফোনের ‘রিসিভার’ তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “তুমি কি মিস্—”

মিঃ ব্লেককে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া মিস্ উইন্‌কিফ্‌ অফুট ও ভয়ান্ত স্বরে বলিল, “আপনি কি মিঃ ব্লেক? আমার হুই একটি কথা দয়া করিয়া শুনিবেন কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি বড় আন্তে কথা বলিতেছ! অত আন্তে কথা বলিলে আমি বুঝি কি করিয়া?”

মিস্ উইন্‌কিফ্‌ বলিল, “হাঁ, আমি আন্তেই বলিতেছি; জোরে কথা বলিলে কেহ শুনিয়া ফেলিতে পারে। সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে আমি ‘ফোনে’র কাছে আসিয়াছি। আমার কথা শুনিবেন কি মিঃ ব্লেক?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন “শুনিতেছি বল।”

মিস্ উইন্‌কিফ্‌ বলিল, “সকল কথা খুলিয়া বলিবার সময় হইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বেশ, সংক্ষেপেই বল। গত রাত্রের সংবাদ কি?”

মিস্ উইন্‌কিফ্‌ বলিল, “বাবা আমার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কৈফিয়ৎ দিই নাই; ঝড়ের তোড় মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মিথ্যা কথায় তাঁহাকে প্রতারিত কর নাই?”

মিস্ উইন্‌কিফ্‌ বলিল, “না, তাঁহাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। তিনি বোধ হয় আমাকে সন্দেহ করিয়াছেন; ভয়ানক রাগ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট একরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার জীবনে কখন পাই নাই মিঃ ব্লেক! তাঁহার ধর্ম্মাণ্ডা আমার অসহ মনে হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, “কিন্তু এজন্ত তুমি ক্রুদ্ধ

হইও না; স্বরণ রাখিও তাঁহারই মঙ্গলের জন্ত তোমাকে এই নির্ধ্যাতন সহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ কষ্ট দীর্ঘকাল সহ করিতে হইবে না। তুমি তাঁহার কক্ষিতে আরোক মিশাইয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়াছিলে, ইহা কি তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “না, বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই; আর এক্রপ সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইলেও তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই।—তাঁহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল তিনি বড়ই ধাঁধায় পড়িয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, তিনি কিরূপ সন্দেহ করিয়াছেন?”

মিস্ উইনকিফ্ কি উত্তর দিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। টেলিফোনের তারের ভিতর দিয়া দৃষ্টি চলিলে মিঃ ব্লেক দেখিতে পাইতেন—তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া মিস্ উইনকিফের মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কাল গভীর রাত্রে তোমাকে বাগানের ভিতর দেখিতে পাওয়ায় ও তুমি তাহার কারণ প্রকাশ না করায় তাঁহার মনে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক।”

মিস্ উইনকিফ্ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “হাঁ, মিঃ ব্লেক! তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছে; তিনি মনে করিয়াছেন—তিনি যাহা ভাবিয়াছেন—তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে আমার বড়ই লজ্জা হইতেছে।—সে অতি অসম্ভব কথা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছেন কেহ তাঁহার কন্ঠ্যার সহিত প্রেমালাপ করিতে গভীর-রাত্রে তাঁহার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল; আর তাঁহার কন্ঠ্য তাহার প্রণয়ীকে প্রণয় জ্ঞাপন করিতে গিয়াছিল। কেমন, তাঁহার সন্দেহটা এইরূপ কি না?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “আপনার অনুমান সত্য, কিন্তু এ সকল কথা বলিবার জন্ত আপনাকে টেলিফোনে আহ্বান করি নাই; ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা আছে।—আজ সন্ধ্যার সময় আমার পিতা সাক্ষ্য দৈনিক সংবাদপত্র সংগ্রহ করিতে মেটনের ট্রেনে গিয়াছিলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মেট্রেনরু ষ্টেশনে ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বটে!—তা তুমি সেই হুযোগে টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিলে না কেন ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হুযোগ পাইলে নিশ্চয়ই আপনাকে সংবাদ দিতাম। তিনি আমার ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।”

মিঃ ব্লেক আগ্রহভরে বলিলেন, “তার পর কি হইল ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “ষ্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিতে তাঁহার অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছিল; ষ্টেশনে গিয়া ফিরিয়া আসিতে তত বিলম্ব হইবার কথা নয়। রাজি দশটার পর তিনি ফিরিয়া আসিলেন! আমার বিশ্বাস, পথিমধ্যে তিনি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন; হাঁ, কেহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল! বলেন কি? আপনি কিরূপে তাহা জানিতে পারিলেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “রাজি দশটার পর তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলে জেক্সি তাড়াতাড়ি আমার ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে দেখিয়া, আমি ঘরের বাহিরে গিয়া আমার পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়!—তাঁহার পোষাক স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাঁহার জুতা জামায় কাদা লেপিয়া রহিয়াছে; তাঁহার হাত, মুখ, কপাল কাটিয়া রক্ত বরিতেছে! মাথা দিয়াও রক্ত পড়িতেছিল। বোধ হইল কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া মাথায় লাঠী মারিয়াছিল; তাহার পর তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া, পোষাক ছিঁড়িয়া কাদায় ভিতর ফেলিয়া দিয়াছিল! তাঁহার তখন বাহুজ্ঞান ছিল কি না সন্দেহ; তিনি মাভালের মত টলিতেছিলেন, স্থির হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না; এবং কোথায় তাঁহার পা পড়িতেছিল—তাহাও যেন বুঝিতে পারিতে-
ছিলেন না! তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, কিন্তু

আমি চিংকায় করিয়া কঁাদিতে পারিলাম না। জেকিন্স হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতঃপর আমি কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলাম, ‘বাবা, এ কি সর্বনাশ!’ আমার কথা শুনিয়া বোধ হয় তাঁহার একটু হঁস হইল। তিনি তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া তাঁহার ঘরে ঢুকিলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কেহ যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল—এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “এ বিষয়ে আমার একবিন্দু সন্দেহ নাই মিঃ ব্লেক! তিনি যে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিয়াছেন—ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাঁহার এই দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে তিনি কি কোন কথাই বলেন নাই?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “না, তিনি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিলেন, তাহার পর স্নানের ঘরে গিয়া, হাত মুখ মাথা ধুইয়া পরিচ্ছন্ন পরিবর্তন করিলেন। খানিক পরে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন; তখন তাঁহার ক্রোধের চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখ অত্যন্ত শুষ্ক ও বিষণ্ণ; কপালে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তিনি নিজের হাতে ভাল করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে পারেন নাই—দেখিয়া আমি তাহা খুলিয়া বাঁধিয়া দিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে সময় তাঁহার সেই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না কেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ, তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; আততায়ী কি জন্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল,—তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন কি না—ইত্যাদি কথা ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি সেই সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া,—আমাকে বিচলিত হইতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে তাঁহাকে যখন পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম—তখন একটু উত্তেজিত ভাবে

বলিলেন, “তঁাহাকে কেহ আক্রমণ করে নাই। অন্ধকার রাত্রি, নদীর ধার দিয়া চলিতে চলিতে তিনি একখন পাথরে বাধিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন; উচু হইতে গড়াইতে গড়াইতে কাদায় পড়িয়াছিলেন। পাথরে লাগিয়া কপাল ও মাথা কাটিয়া গিয়াছিল।—তঁাহার জবাব শুনিয়াই বুঝিলাম—তিনি আসল কথা লুকাইলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পাথরে বাধিয়া জামা-টামাগুলোও ছিঁড়িয়া গিয়াছিল?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “বুঝিলাম তিনি সত্য কথা লুকাইতেছেন,—এই জন্ত সে কথা আর তঁাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি তঁাহাকে বলিলাম, ‘আমি ভয় পাইব ভাবিয়াই কি সত্য কথা গোপন করিতেছেন?’ আমার কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, ‘পাগল আর কি! এত বাজে কথাও বলিতে পার!’—আমার কথাগুলো হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই বেনামা পত্রখানির কথা তুলিলেন না কেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “ই, সে কথাও বলিতে ছাড়ি নাই। আমি তঁাহাকে বলিলাম,—দস্যুরা মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করে নাই; তঁাহার আবিষ্কারসংক্রান্ত নক্সা, কাগজপত্রগুলি লুণ্ঠ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে তঁাহার জীবন বিপন্ন হইবে! আর তঁাহার উদাসীন থাকা উচিত নয়। শেষে আমি তঁাহাকে আপনার সাহায্য লইতে অনুরোধ করিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “জানি তিনি ভয়ঙ্কর একশুঁয়ে; পরের বৃত্তিতে চলা তিনি বেকুবী মনে করিবেন।—আপনার ও কথাও তিনি বোধ হয় হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “না, আমার কথা শুনিয়া তিনি প্রথমে হাসেন নাই; খুব গভীর হইয়া খানিক ভাবিলেন। আমার আশা হইল কথাটা হয় ত তঁাহার মনে ধরিয়াছে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ‘ও কোন কাজের কথা নয়; কেন এত ব্যস্ত হইতেছি? মা!—এই বদম্যদের গুলার পেশাই ভয় দেখাইয়া কিছু আদায় করা। সেজন্ত দুশ্চিন্তা কেন? তাহারা আমার তেমন কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তাহারা আমাকে কোন অনুবিধায় ফেলিবে কি না, সে কথা ভাবিবারও এখন আমার অবসর নাই। পরে যদি প্রয়োজন

হয় তখন আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বা মিঃ বার্ট ব্রেকের সাহায্য গ্রহণ করিব, এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্য শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিব; কিন্তু এখন তাহা নিশ্চয়োজন।’—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি চূপ করিলেন।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহা হইলে পত্রখানি তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন; উহার কোন মূল্য আছে—ইহা বিশ্বাস করিতে এখনও তিনি প্রস্তুত নহেন? বোধ হয় কাল রাত্রে সতর্ক থাকিও তিনি অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন।”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “হাঁ, তাঁহার কথার ভাবে তাহাই ত মনে হইল। আমার পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করিলেন! কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিলেও আমি ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না। আপনাকে অবিলম্বেই একটা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আপনি আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমাকে দয়া করুন, মিঃ ব্রেক! বাবাকে রক্ষা করিবার একটা ব্যবস্থা করুন।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করিব বলুন; আপনি একটা উপায় নির্দেশ করুন।”

মিস্ উইনকিফ্ ব্যাকুল স্বরে বলিল, “আমি? আমি আপনাকে উপায় বলিয়া দিলে আপনি সেই পথে চলিবেন!— না মিঃ ব্রেক, আমার তত বুদ্ধি নাই; সে শক্তিও নাই। আমি নারী মাত্র, আপনার সাহায্যপ্রার্থিনী। আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলাম, যাহা করিতে হয় আপনি করুন।”

মিঃ ব্রেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনার পিতা কাল আফিসে থাকিবেন কি?”

মিস্ উইনকিফ্ বলিল, “নিশ্চয়ই থাকিবেন। তিনি একদিনও আফিসে অনুপস্থিত থাকেন না; সারা দিনই আফিসে থাকিবেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পরও তিনি আফিসে থাকেন; বিশেষতঃ, বৃহস্পতিবারে আফিস হইতে তাঁহার বাড়ী আসিতে রাত্রি একটু বেশী হয় দেখিয়াছি।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “অবহাহুসারে আমি যে ব্যবস্থা করিব—আপনি কি তাহারই অনুমোদন করিবেন? যাহা ভাল বুঝিব—তাহাই করিব; ইহাতে আপনার আপত্তি হইবে না ত?”

মিস্ উইনক্‌ফ্‌ বলিল, “আপনার উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি। আপনি যাহা কর্তব্য মনে করিবেন, তাহাই করিবেন; আমার সম্মতির অপেক্ষা করিবেন না।—আপনি আমার বিপন্ন পিতার রক্ষার—ঠাঁহার প্রাণ এবং স্বার্থ রক্ষার—ভার গ্রহণ করায় আমি আপনার নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা আপনাকে জানাইবার শক্তি নাই।”

মিস্ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্ত আপনাকে ব্যাকুল হইতে হইবে না। আপনি টেলিফোনে আমাকে দুই চারিটি কথা বলিতে আশিয়া-ছিলেন, তাড়াতাড়ি কথাগুলি শেষ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন রাজি কত জানেন?”

মিস্ উইনক্‌ফ্‌ “না, এ ঘরে ঘড়ি নাই।—রাজি কত?”

মিস্ ব্লেক বলিলেন, “বেশীর ভাগই কাটিয়া গিয়াছে,—এখন প্রায় দেড়টা!—আপনার ঘুম পাইতেছে না?”

মিস্ উইনক্‌ফ্‌ হাসিয়া বলিল, “ঘুম আমার মাথায় উঠিয়াছে! কিন্তু আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইলাম—ইহাই দুঃখের বিষয়। আর আপনার সময় নষ্ট করিব না,—বিদায়!”

মিস্ ব্লেক বলিলেন মিস্ উইনক্‌ফ্‌ ‘রিসিভার’ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনিও ‘রিসিভার’ নামাইয়া রাখিয়া অক্ষুট স্বরে বলিলেন, “এই মেয়েটার জন্তই আমাকে এই দুর্ভেদ রহস্য ভেদ করিতে হইবে। আর যদি ইহা সত্যই ব্যাটের খেলা হয়—তাহা হইলে ত সোণায় সোহাগা! আশা করি আমার শ্রম নিফল হইবে না; এবার তাহার বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করিব।”

সেই গভীর-রাত্রিতেও মিস্ ব্লেক শয়নকক্ষে প্রবেশ না করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ঠাঁহার উপবেশন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং চেয়ারে বসিয়া ‘পাইপে’ তামাক সাজিতে লাগিলেন।

চতুর্থ কাণ্ড

আক্রমণ

মিঃ ব্রেক তামাকের ‘পাইপ’ মুখে গুঁজিয়া নিনিমেঘ-নেত্রে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন।—ঘড়িতে ঠুং করিয়া দেড়টার ঘণ্টা বাজিল।

স্মিথ ততরাতেও মিঃ ব্রেকের প্রতীক্ষায় সেই কক্ষে বসিয়া ছিল। সে বুঝিয়াছিল তিনি কঠিন সমস্তায় পড়িয়াছেন! ব্যাট কি চিজ্—তাহা সে জানিত। তাহার সহিত মিঃ ব্রেকের যুদ্ধ—সাধারণ যুদ্ধ নহে।—মিঃ ব্রেককে চিন্তামগ্ন দেখিয়া সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। রাত্রি আড়াইটা বাজিবার শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্রেকের মেন চমক ভাজিল। তাহার পাইপের আগুন বহু পূর্বেই নিবিয়া গিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই! তিনি ঈষৎ হাসিয়া পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর মৃদু স্বরে বলিলেন, “আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি শুইতে গিয়াছ। এখনও জাগিয়া বসিয়া আছ!”

স্মিথ বলিল, “হঁা বসিয়া আছি, কিন্তু ইহার মধ্যে তিনবার ঘুম হইয়া গিয়াছে। এখন আপনার আদেশ কি বলুন।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বসিয়া বসিয়া না ঘুমাইয়া শয়ন করিতে যাও, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।”

স্মিথ বলিল, “তা যাইতেছি; কিন্তু যে চিন্তায় আপনি রাত্রি প্রায় শেষ করিলেন, সে সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন তাহা না শুনিয়া উঠিতে পারিতেছি না।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “রহস্য অত্যন্ত জটিল!”

স্মিথ বলিল, “পত্রখানি মিথ্যা ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় নাই বলিয়াই এখন আপনার ধারণা হইয়াছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার ধারণা ত তোমাকে পূর্কেই বলিয়াছি।—এ ব্যাটেরই চাল ! তাহার চরিত্রগত বিশিষ্টতা ইহাতে সুপরিষ্কৃত।”

স্বিথ ব্যাটের সহিত যুদ্ধে আশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিল ; ব্যাট মিঃ ব্লেকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার সকল ব্যর্থ করা, দ্বিধিজয়ী বীরকে সন্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে বিতাড়িত করা অপেক্ষা অনেক কঠিন ; আর এই যুদ্ধের প্রধান সম্বল বুদ্ধি ও কৌশল। তাহা সে প্রয়োগ করিতে পারিবে কি ?—স্বিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “ব্যাট কি মিঃ উইনক্‌ফের জীবন বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, প্রয়োজন হইলে সে তাঁহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। সে যে মিঃ উইনক্‌ফের আবিষ্কার-সংক্রান্ত নক্সা ও কার্য্য-প্রণালীর ধারা-সম্বলিত কাগজ-পত্রগুলি চুরী করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

স্বিথ বলিল, “পত্রে সে যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে—সেই সময়ের মধ্যেই কি সেগুলি চুরি করিবার চেষ্টা করিবে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার ত সেইরূপই বিশ্বাস। ব্যাট পত্রে যে কথা লেখে—কাজেও তাহা করে—ইহাই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব। ইহার বহু প্রমাণ পূর্কেও আমরা পাইয়াছি ; এই জন্তই বলিয়াছি তাহার পত্র মিথ্যা দম্বাজি নহে।”

স্বিথ বুঝিল মিঃ ব্লেক গভীর চিন্তার পর যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহা মিথ্যা হইবার নহে ; তাঁহার যুক্তি অকাটা।—সে বলিল, “পত্রের কথা সত্য হইলে আগামী কল্য রাত্রি হইতে তাহার চেষ্টা আরম্ভ হইবে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

স্বিথ বলিল, “তবে ত সময় সন্নিকট ; আপনি কি করিবেন তাহা স্থির করিয়াছেন কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, কাল সকালেই হুটলাগু ইয়ার্ডে টেলিফোন করিতে হইবে। আমি জানিতে পারিয়াছি মিঃ গর্ডন উইনক্‌ফ্ বেনামা

পত্রখানি অসার দম্বাজি ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন; সুতরাং কাল সন্ধ্যার পর তিনি যখন আফিস হইতে বাড়ী যাইবেন, সেই সময় যদি তাঁহার আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলি বাড়ী লইয়া না যান, তাহা হইলে সেগুলি তিনি তাঁহার আফিসের লোহার সিঁড়িকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিবেন।”

শ্রীথ বলিল, “কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অবिवেচনার কাজ হইবে কর্ত্তা! কাগজ-পত্রগুলি অরক্ষিত অবস্থায় আফিসে রাখিয়া আসিলে সেগুলি ত ব্যাটের হাতেই তুলিয়া দেওয়া হইবে। মিঃ উইনকিফের আফিসের লোহার সিঁড়ুক যতই দুর্ভেদ্য হউক, তাহা খুলিয়া কাগজ-পত্রগুলি হস্তগত করিতে তাহার পাঁচ মিনিটও বিলম্ব হইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই; কিন্তু মিঃ উইনকিফ ত পত্রখানির কোন মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই; সুতরাং তিনি কোন বিপদের আশঙ্কা করেন না।—তিনি তাঁহার কন্ডাকে স্পষ্টই বলিয়াছেন কোন দুর্জ্জন তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যেই ঐ পত্র লিখিয়াছে।”

শ্রীথ বলিল, “ব্যাট বেনামা পলে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, আর সে কাল রাত্রে পত্র-নির্দিষ্ট সময়মধ্যেই মিঃ উইনকিফের আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলি চুরী করিয়া লইয়া যায়—তাহা হইলে আমরা কি করিব?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চুরি করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা পূর্বেই করিতে হইবে। মিঃ উইনকিফের আফিস পাহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিব। তিনি আফিস হইতে বাড়ী যাইবার সময় তাঁহার কাগজ-পত্রগুলি সঙ্গে লইয়া যান বা না যান—দৃষ্টান্ত পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তাঁহার অনুসরণের জন্য লোক রাখিতে হইবে।”

শ্রীথ বলিল, “এ মন্দ ব্যবস্থা নয়। আপনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাহায্যে কাল রাত্রে তাঁহার আফিস পাহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেইরূপই আমার ইচ্ছা। আমাদের কোন কার্য্যেই

গলদ থাকিতে দেওয়া হইবে না। ব্যাট এই কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া থাকিলে কার্য্যোদ্ধারের জন্ত সে যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ করিবে, আনাড়ির মত কোন কাজ করিবে না। বল ও কৌশল এই উভয়ের মধ্যে কৌশলই তাহার প্রধান অবলম্বন, এবং ইহাই অমোঘ অস্ত্র! আমরা তাহার বলকে অধিক ভয় করি না, তাহার কন্দী ফিকিরই অধিকতর আশঙ্কার বিষয়।—কিন্তু এখন এ সকল কথার আলোচনা অনাবশ্যক। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে; শয়ন করিতে চল; প্রত্যুষেই উঠিতে হইবে।

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিল। তাঁহারা উভয়েই উঠিয়া স্ব স্ব শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।—কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন।

প্রত্যুষেই তাঁহাদের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল।—তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া মোটরে উঠিলেন। মিঃ ব্লেকের মোটর যে সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফটকে প্রবেশ করিল তখনও অনেক লোক শয্যাভ্যাগ করে নাই!

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফটকে একজন কন্‌ষ্টেবল পাহারায় ছিল, মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাকে বলিলেন, “ইন্‌স্পেক্টর হার্কার আফিসে আছেন কি?”

মিঃ ব্লেক সেই কন্‌ষ্টেবলের সুপরিচিত; সে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “হাঁ আছেন কর্তা! তাঁহার আফিসে যাটলেই দেখা হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বড় সাহেবও আছেন কি?”

কন্‌ষ্টেবল বলিল, “হাঁ কর্তা, তিনিও আছেন, কাল রাত্রে কোথায় কি একটা বড় রকম হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহার তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্ত তিনি খুব সকালেই আফিসে আসিয়াছেন।”

মিঃ ব্লেককে অল্প লোকের মত দরবার করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করিতে হইত না, বা তাঁহাদের অনুমতির প্রতীক্ষায় বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইত না। তিনি সকল সময় সকল কর্মচারীর খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে পারিতেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের

উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাঁহার প্রতি তেমন সম্মতি ছিলেন না ; অনেকেই তাঁহাকে দ্বিতীয় মনে করিতেন । অনেকে অনেক বার অনেক তদন্তে অকৃতকার্য হইয়া তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; তিনি তাঁহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিতেন । তাঁহার সহিত যুক্তি-তর্কে পরাস্ত হইয়া অনেকে তাঁহার প্রেততা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন, ইহাতে তাঁহার অপমান বোধ করিতেন, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট বিরক্তও ছিলেন ; কিন্তু কেহই তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিতেন না । সকলেই মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন, এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষার অসম্মতি প্রকাশ করিতেন না । তাঁহার প্রিয় অনুচর বলিয়া স্থিথকে কেহই দৃষ্টে দেখিতে পারিত না । সকলেই তাহাকে ‘ইঁটড়ে পাকা’ ‘ডেঁপো ছোকরা’ বলিয়া অবজ্ঞা করিত ; কিন্তু স্থিথ ইহাতে দুঃখিত হইত না, সুযোগ পাইলে সে এই দুর্ক্যহারের প্রতিফল দিত ।

মিঃ ব্লেক স্থিথকে দরজার বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ইন্স্পেক্টর হার্কানের কামরায় প্রবেশ করিলেন । ইন্স্পেক্টর হার্কানের সহিত আধ ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার পরামর্শ চলিল । স্থিথ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের পরামর্শ শুনিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু সকল কথা সে শুনিতে পাইল না ।—কথা শেষ হইলে মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর হার্কানের নিকট বিদায় লইয়া বড় সাহেবের সহিত দেখা করিলেন । তাঁহাদের তর্ক বিতর্ক শেষ হইলে তিনি বাহিরে আসিলেন, এবং স্থিথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মোটরে উঠিয়া বসিলেন ।

স্থিথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না ; কিন্তু তাহার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া তাহার ধারণা হইল, তাঁহার ক্রোধের কোন কারণ ঘটয়াছে ; কোন কারণে তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে । কোন আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া বিচারকের সহিত তুমুল তর্ক-যুদ্ধের পর আসামীর ব্যারিষ্টারের ভাব ভঙ্গি যেরূপ হয় স্থিথ তাঁহার মুখেও সেইরূপ ভাব ভঙ্গি লক্ষ্য করিল ।

মিঃ ব্লেক দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া স্থিথকে বলিলেন, “আমি একটা বড়ই ঝুঁকির কাজ (a risky thing) করিয়া আসিলাম, স্থিথ !”

স্মিথ বলিল, “কি হইল কর্তা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আজ রাজে কোন গুরুতর কাণ্ড ঘটবে, অন্ততঃ কোন একটা তুফল কাণ্ড ঘটাইবার চেষ্টা হইবে—বলিয়া আমার মান সম্মান, আমার সুনাম পর্য্যন্ত বাজি ধরিয়া আসিয়াছি ! ব্যাট আমাকে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমার সঙ্গ ব্যর্থ করিতে না পারে—এই জিদে পড়িয়াই আমাকে এইরূপ লঘুতা স্বীকার করিতে হইয়াছে।”

স্মিথ বলিল, “কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না কর্তা ! ইন্স্পেক্টর ও বড় সাহেব কি আপনার প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, ঠিক তা নয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন মহাশয়ের ততখানি সাহস নাই, সেরূপ খুঁটত প্রকাশের আগ্রহও কাহারও নাই ; কিন্তু তাহাদের একটা প্রধান দোষ—তর্কে পরাস্ত না হইয়া সহজে তাহারা কোন কথা মানিতে চাহে না, একটু নতন কিছু শুনিলেই তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করে ; তন্নিমিত্ত, তাহাদের আগ্রহ ও উৎসাহের একান্ত অভাব। যেন খেয়া নৌকার মাঝি, খেয়া না দিলে নয়—তাই নৌকা চালায় ! কোন রকমে রুজিটা বজায় থাকিলেই হইল। কর্তব্য সম্পাদনে ও দায়িত্ব পালনে যে আনন্দ ও সুখ আছে, ইহারা তাহার আশ্বাদনে বঞ্চিত। আমি ইন্স্পেক্টর হার্কীরের ও সাত জন কন্টেবলের সাহায্য চাহিলাম ; কিন্তু বড় সাহেব হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভুতের ব্যাগার খাটবার জন্ত আমার এত আগ্রহ কেন, অনর্থক হয়রান হইয়া লাভ কি ?”

স্মিথ বলিল, “বেনামা পত্রখানার কোন মূল্য আছে—ইহা তিনি স্বীকার করিতে অসম্মত ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কতকটা তাই বই কি ! (to an extent, yes) বড় সাহেব স্বীকার করিলেন মিঃ উইনকিফের আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলি অপহৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিতেও পারে ; সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনও বিপন্ন হইতে পারে—ইহাও অস্বীকার করিলেন না ; কিন্তু বেনামা পত্রে চুরীর যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সময় তাহা অপহরণ করিবার

জ্ঞ জ্ঞ কেহ চেষ্টা করিবে—ইহা সম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; তাঁহার বিশ্বাস ইহা ধাপ্পাবাজি ভিন্ন আর কিছুই নহে! বিশেষতঃ, উইনক্‌ফের বিনা প্রার্থনায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জ্ঞ প্রহরী-নিয়োগ করা নিতান্তই অধৌক্তিক ও বে-দশ্বর কাজ বলিয়া তাঁহার মনে হইল।”

শ্রী বলিল, “উঁহারা আপনার এই অনুরোধ রক্ষায় অসম্মত?”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তা ছাড়া আর কি? তিনি বলিলেন, উইনক্‌ফের সেরূপ আশঙ্কা থাকিলে তাঁহার স্বয়ং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া, সকল কথা বলিয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত ছিল। যদি তাঁহার আবিষ্কারে দেশের প্রকৃত হিত সাধনের সম্ভাবনা থাকে—তাহা হইলে তাহা শত্রুপক্ষকে অপহরণের সুযোগ দেওয়া, তাহা সুরক্ষিত করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা না করা—তাঁহার গুরুতর অপরাধ। ‘ইন্‌ভেন্সন বোর্ডে’ সকল অবস্থার কথা খুলিয়া লেখাই তাঁহার কর্তব্য ছিল। বোর্ডের না হউক—কর্তৃপক্ষেরও গোচর না করা তাঁহার অমার্জনীয় ত্রুটি। ইন্‌ভেন্সন বোর্ড বা কর্তৃপক্ষ তাঁহার রিপোর্ট পাঠ করিয়া, সম্ভব মনে করিলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। তখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সরকারী কাজ বলিয়া সেই আদেশ পালনের জ্ঞ যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। কিন্তু এরূপ ঘরোয়া ব্যাপারে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জ্ঞ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিতে যাওয়া আমার অধৌক্তিক অসম্মত আকার ভিন্ন আর কি?”

শ্রী হাসিয়া বলিল, “হাঁ, উঁহাদের যুক্তিই ঐ রকম! একটা বিরাট কলের সাহায্যে সকল কাজ মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে, ফলের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, আগ্রহ নাই, প্রশ্নের কোন সাড়া নাই; লেফাপা ও বাঙাল ভিন্ন কেহ আর কিছু চেনে না! যেহেতু মিঃ উইনক্‌ফ দরখাস্ত লিখিয়া লইয়া গিয়া কর্তাদের দরজায় ধরনা দেন নাই, অতএব তাঁহার ধন প্রাণ থাক আর যাক সে কথা চিন্তা করিয়া মাথা গরম করিবার প্রয়োজন নাই!—বাহা হউক, তর্ক-বিতর্কে কোন ফল হইল না? আপনার অসম্মত আব্দার মাঠে মারা গেল?”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “না, মাঠে মায়া ঘাইতে দিই নাই; আমার মান সজ্জন জামিন রাখিয়া সকল দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইয়া, বহু কষ্টে হাকীরকে রাজী করিয়াছি। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে ভবিষ্যতে কখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিব না, নিজেকে ব্রাস্ত ও নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করিব—এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া বড় সাহেবের নিকট ইন্স্পেক্টর হাকীরের সহায়তা লাভের আশা পাইয়াছি; এবং ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে পরিচালিত করিব—এ অনুমতিও পাইয়াছি। স্বর্যাস্তের পর দুইজন প্রহরী ছদ্মবেশে উইনকিফের আফিসের পাহারায় থাকিবে। আফিসের কাজ শেষ করিয়া মিঃ উইনকিফ যখনই বাহিরে আসিবেন, সেই সময় তাহারা তাঁহার অনুসরণ করিবে। রাত্রি ঠিক আটটার সময় হাকীর সাতজন অনুচরসহ প্যারিস স্ট্রীটের মোড়ে আমাদের সহিত মিলিত হইবে।”

শ্রীখ সোৎসাহে বলিল, “এ খুব ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে কর্তা! ইহাতেই কাজ হইবে, আপনি সেই বাড়ীখানা ঘেরাও করিবেন কি?”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আফিসের ছাদের উপর দুইজন থাকিবে। ভিতরে ও নীচে এক একজন থাকিবে। তিন চারিজন প্রহরী সেই অট্টালিকার বিভিন্ন স্থানে পাহারা দিবে; হাকীর ও আমি কয়েক জনকে লইয়া দস্যুদলের প্রতীক্ষা করিব।”

শ্রীখ খুসী হইল। সে ব্যুঝল ব্যাটের দল চুরী করিতে আসিলে তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিতে পারিবে না। সে বলিল, “কর্তা আপনি চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন; ইঁদুর খাঁচায় পড়িলে তাহার যে অবস্থা হয়, ব্যাটের অবস্থাও সেইরূপ সঙ্কটজনক হইবে। কি মজা!”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি বড় সাহেবকে বলিয়াছি যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয়,—তাহা হইলে আমরা যে দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিব—তাহার শ্রায় চতুর হুঃসাহসী ও পরাক্রান্ত দস্যু সমগ্র ইউরোপে আর নাই! এই ব্যাপারে সে তাহার অনুচরদের হস্তে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে—এরূপ অনুমান হয় না, স্বয়ং নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সে

কয়েক বার অন্ধুত কোশলে আমাদের আজুলের ফাঁক দিয়া পলায়ন করিয়াছে ; এবার তাহাকে জেলে পুরিতে পারিব—বড় সাহেবকে এরূপ আশ্বাস দিয়া আসিয়াছি ।”

স্থিথ বলিল, “আমাদের আশা পূর্ণ হইলে তাহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিব ; কিন্তু সে যখন বুঝিবে এবার আর তাহার নিষ্কৃতি লাভের আশা নাই, তখন সে আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ চাতুর্য্য অবলম্বন করিবে—এখন তাহা অনুমান করা অসম্ভব । প্রয়োজন হইলে সে দুই একজনকে হত্যা করিতেও বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবে না ।”

মিঃ ব্রেকের মোটর সবেগে চলিতেছিল ; স্থিথ বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল অন্ন অন্ন কুয়াসা আরম্ভ হইয়াছে । অন্ন কুয়াসা ক্রমে নিবিড়তর হইয়া অবশেষে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ।—এই জন্ত স্থিথ বলিল, “কর্ত্তা, আজ রাত্রে গাঢ় কুআটিকায় চারি দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে ।”

মিঃ ব্রেক চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, “সম্ভব বটে !” তাঁহার যখন বেকার স্ট্রীটের বাড়ীতে ফিরিলেন, তখন প্রকৃতি দেবীর মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল ।—সন্ধ্যা সমাগমে এই অন্ধকার ক্রমেই নিবিড় হইয়া উঠিল । কুআটিকা-সমাচ্ছন্ন রাত্রি মিঃ ব্রেকের কার্য্যসিদ্ধির প্রতিকূল হইবে ভাবিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন । সন্ধ্যার প্রাকালে তিনি স্থিথকে বলিলেন, “দৃষ্টবুদ্ধি লোকের প্রতিই ভাগ্যলক্ষী প্রসন্না হইয়া থাকেন ; আজ রাত্রিটা ব্যাটের সফল সিদ্ধির অম্লকূল হইবে স্থিথ ! আর বিলম্ব নয়, চল বাহির হইয়া পড়ি ।”

পথে আসিয়া স্থিথ বলিল, “আমাদের খুব হুঁসিয়ায় হইয়া চলিতে হইবে কর্ত্তা !”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে কথা বলাই বাহুল্য ।—তুমি তোমার পিন্ডলটা লইয়া আসিয়াছ ত ?”

স্থিথ হাসিয়া বলিল, “সে কথা বলাও বাহুল্য ।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “উত্তম । ইন্স্পেক্টর হার্কিনের লোকগুলো সশস্ত্র আসিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না ।”

শ্মিথ বলিল, “তাহারা হাতিয়ার না লইয়াই ডাকাত ধরিতে আসিবে ? ইন্স্পেক্টর হার্কার ত তাহাদিগকে ফলার খাওয়াইবার জন্ত সঙ্গে আনিতেছেন না !”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তা বটে ; কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্তারা তাঁহাদের কারপরদাজদের হাতে অস্ত্র দিতে সহজে রাজি হন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, তাহাদের হাতে অস্ত্র দিলে অনেক সময় অকারণে হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। যাহা হউক, তাহারা সশস্ত্র কি নিরস্ত্র—শীঘ্রই জানিতে পারিব।”

ব্যাটের দলকে গ্রেপ্তার করিতে হইলে সঙ্গে অস্ত্র রাখা আবশ্যিক, এই সহজ কথাটা বুঝিতে ইন্স্পেক্টর হার্কারের কোন অসুবিধা হয় নাই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বড় সাহেব ইন্স্পেক্টর হার্কারকে তাঁহার অস্ত্রচরদের হাতে অস্ত্র দিতে প্রথমে নিষেধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু একদল দুর্দান্ত দস্যু গ্রেপ্তার করিতে যাইবার সময় সঙ্গে অস্ত্র না রাখা অসঙ্গত হইবে বলিয়া আপত্তি করায়, বড় সাহেব অবশেষে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হার্কারের অস্ত্রচরেরা সকলেই এক একটি পিস্তল সঙ্গে লইয়াছিল।

মিঃ ব্রেক শ্মিথ সহ প্যারিস স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া অন্ধকারের ভিতর এক দীর্ঘ দেহ পুরুষকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিলেন।

মিঃ ব্রেক নিম্নস্বরে বলিলেন, “হার্কার, আসিয়াছ কি ?”—কুজাটিকা তখন এতই গাঢ় হইয়াছিল যে, দশ হাত দূরের বস্তুও স্পষ্ট দেখিবার উপায় ছিল না !

ইন্স্পেক্টর হার্কার মিঃ ব্রেকের অভিমুখে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “হাঁ, হাজির আছি।”

তাঁহার নিঃশব্দে কিছুদূর চলিয়া পাশের একটা গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্রেক ইন্স্পেক্টর হার্কার ও শ্মিথকে সঙ্গে লইয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকার পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্রেক হার্কারকে বলিলেন, “তোমার অস্ত্রচরেরা সকলেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে ?”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “আমি আট জনকে আমার অস্ত্রসরণ করিবার আদেশ করিয়াছিলাম। তাহারা সকলেই আসিবার জন্ত প্রস্তুত ছিল ; তাহারা

ফটোগ্রাফ ইয়ার্ড হইতে বাহির হইবে এমন সময় বড় সাহেব তাহাদের দু'জনকে আটক করিলেন, বলিলেন—“হয় জনই যথেষ্ট।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তিনি কি এখনও মনে করিতেছেন আমরা প্রতারিত হইয়া অনর্থক কষ্ট পাইতে যাইতেছি?”

ইন্স্পেক্টর হার্কান বলিলেন, “তিনি স্পষ্ট সে কথা না বলিলেও তাঁহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় এই ব্যাপারটিকে হুজুগ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন! অথচ তোমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াও তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমরা মিথ্যা হুজুগে মাতিয়াছি কি না তাহা তিনি পরে বুঝিতে পারিবেন।—তোমার অনুচরেরা সকলেই সশস্ত্র ত?”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “খালি হাতে ডাকাত ধরিতে যাইবে এমন মুখ'কে আছে?—বড় সাহেবের সেই রকমই ইচ্ছা ছিল বটে; কিন্তু আমি সকলেরই হাতে পিস্তল দিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উত্তম কাজ করিয়াছ।—যাহারা মিঃ উইনকিফের অনুসরণ করিবার ভার লইয়াছিল—তাহারা সন্তোষজনক ভাবে তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়াছে কি?”

ইন্স্পেক্টর হার্কান কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, “আমি খুব হুঁসিয়ার লোকের উপরেই সে ভার দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহারা একটু গোল করিয়া ফেলিয়াছে!”

মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে অকুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন, “বল কি! কি রকম গোল করিয়াছে? গোড়ায় গলদ!”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “হাঁ, গলদ একটু হইয়া গিয়াছে বৈ কি!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তবে কি তাহারা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে নাই?”

ইন্স্পেক্টর মুখ ভার করিয়া বলিলেন, “কৈ আর পারিল?—কিন্তু সে জন্ত তাহাদেরও তেমন দোষ দিতে পারি না। তোমার ইঞ্জিনিয়ারটি সন্ধ্যার পূর্বেই আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; আমার অনুচরেরা ‘টিউব’ স্টেশন পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।—কিন্তু আমার বিশ্বাস, কিছুদূর যাইবার পর তোমার

সেই বন্ধুটির সন্দেহ হইয়াছিল—কোন লোক কোন কারণে তাহার অনুসরণ করিতেছে !”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সেই জন্তই কি মিঃ উইনকিফ কোন কৌশলে তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন ?”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “লোকটা ভারি ধূর্ত ; ওরকম ছ’জন তুখোড় পুলিশ কর্মচারীর চোখের উপর হইতে মুহূর্ত মধ্যে সরিয়া পড়িল !”

মিঃ ব্রেক বিরক্তি ভরে বলিলেন, “প্রধান কাজটাই নষ্ট করিলে ! অত বড় একটা জোয়ান লোক মশা-মাছির মত তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিল ?—এ যে বড়ই অসম্ভব কথা !”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “এক বিন্দুও অসম্ভব নয় । টিউব ষ্টেশনে ফাঁকি দেওয়া ভারি সহজ । লোকটা কেতাবের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখানি খবরের কাগজ দেখিতে আরম্ভ করে । আমার অনুচরেরা ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার উপর নজর রাখিয়াছিল ; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মুহূর্তমধ্যে এক লাফে লিফটে উঠিয়াই অদৃশ্য হইল !”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তোমার অনুচরেরা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া তাহার অনুসরণের চেষ্টা করিল না কেন ?”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “হাঁ, সে চেষ্টাও তাহারা করিয়াছিল । তাহারা সিঁড়ি দিয়া দোড়াইয়া গিয়া যখন প্র্যাটফর্মে উপস্থিত হইল, তখন ট্রেন প্র্যাটফর্ম ত্যাগ করিয়াছিল ; তাহারা ট্রেনখানির লেজের আলো (tail lamp) ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না ।”

মিঃ ব্রেক অধীর ভাবে ক্র-কুঞ্চিত করিয়া অধর দংশন করিলেন ; তাহার পর ক্ষুব্ধ হয়ে বলিলেন, “বড়ই ক্রোভের বিষয় হার্কার ! দস্যুরা কিরূপ বড়য়ন্ত্র করিয়াছে—তাহা আমরা জানিতে পারি নাই ; বিশেষতঃ, তাহাদের দলপতি অসাধারণ ধূর্ত ও ফন্দীবাজ লোক ! তাহারা হয় ত মিঃ উইনকিফকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন করিবে । তোমার অনুচরেরা তাহার অনুসরণে অকৃতকার্য হইয়া কি করিল বল ।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “কি আর করিবে? মুখ চুণ করিয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের বাহাদুরীর কথা বলিল! কথাটা শুনিয়া তোমার যেমন প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়াছে, আমারও সেইরূপ হইল।”

মি: ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, প্রাণ ঠাণ্ডা হওয়ার মতই খবর বটে।”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “আমার সেই দুইজন অনুচরের একজনকে তৎক্ষণাৎ মি: উইন্কিফের আফিসের কাছে আসিয়া বাড়ীখানার উপর নজর রাখিতে পাঠাইলাম; তাকে বলিয়া দিলাম—আমরা শীঘ্রই আসিতেছি।”

মি: ব্লেক বলিলেন, “ঘোড়া চম্পট দেওয়ার পর আস্তাবল পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে?”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “তাই বটে; কিন্তু ঘোড়া ত আস্তাবলে আবাস ফিরিয়া আসিতে পারে।”

মি: ব্লেক হতাশ ভাবে বলিলেন, “গোড়ায় আলগা দিয়া এখন কড়া পাহারার ব্যবস্থা! বজ্র আঁটনি ও ফস্কা গেরো—ইহাই তোমাদের কাজের দস্তুর।”

মি: ব্লেক বিরক্তি গোপন করিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি হার্কারের অনুচরদ্বয়েরও তেমন কোন দোষ দেখিলেন না। লণ্ডনের পথে বাহির হইয়া যদি কেহ বুঝিতে পারে কোন লোক দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে, তাহা হইলে অনুসরণকারীর চোখে ধূলা দিয়া বিশাল জনারণ্যে অদৃশ্য হওয়া তাহার পক্ষে তেমন কঠিন নহে।

মি: ব্লেক কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া ইন্স্পেক্টরকে বলিলেন, “ঐ অট্টালিকার যে গ্রহরী আছে, তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া কোন উপদেশ দিয়াছ?”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “হাঁ, তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া দিয়াছি—ঝাড়ুদারেরা (cleaners) রাজি ঠিক আটটার সময় সেখান হইতে চলিয়া যাইবে।”

মি: ব্লেক বলিলেন, “উত্তম। গ্রহরীর নিকট হইতে ঐ ব্লকের (block) চাবি লইয়া রাখিয়াছ কি?”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “নিশ্চয়ই। যখন ইচ্ছা আমরা ভিতরে যাইতে পারিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু অটালিকার রক্ষাবেক্ষণের ভার যে; প্রহরীর উপর হস্ত আছে—তাহাকে সরাইবার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে?—সে কি তোমার কথা শুনিয়া ব্যাপারটা জানিবার জন্ত কৌতুহল প্রকাশ করে নাই?”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “না। লোকটা পূর্বে নৌ-বহরে কাজ করিত; বড় মানুষ,—চাকরী হইতে অবসর লইয়া এখন এই কাজ করিতেছে। পুলিশকে সে বড়ই ভয় করে; কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করিবে—তাহার এরূপ সাহস নাই। সে বুঝিয়াছে কোন একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে; এই ব্যাপারের সংশ্রবে আসিতে না হইলেই যেন সে বাঁচে। সে তাহার ক্ষুদ্র ঘরখানিতে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। আমরা যাচাই করি—তাহা দেখিবার জন্ত সে নিশ্চয়ই ঘরের বাহিরে আসিবে না, তাহা জানিবার জন্তও কৌতুহল প্রকাশ করিবে না।”

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টরের কথায় খুসী হইয়া, পূর্বোক্ত ত্রিভুজাকৃতি অটালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইন্স্পেক্টর হার্কার ও স্থিথ উভয়েই তাঁহার পাশে পাশে চলিলেন।

ইন্স্পেক্টর হার্কার সেই অটালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “মিঃ উইনকিফ তাঁহার আক্সিস হইতে চলিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু —” ইন্স্পেক্টর হঠাৎ ত্রিতলের সম্মুখস্থ কক্ষের বাতায়নের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “না, না, তিনি ত চলিয়া যান নাই ব্লেক! কি আশ্চর্য্য!—ঐ জানালার দিকে চাহিয়া দেখ।”

মিঃ ব্লেক মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাতায়নের দিকে চাহিলেন; মুহূর্ত্তে তাঁহার সর্কান্নে যেন বিদ্রোহপ্রবাহের সঞ্চার হইল, তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিবিড় কুসুমিকায়াশিতে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইলেও তিনি সেই দিকে চতুষ্কোণাকৃতি একটি আলোক দেখিতে পাইলেন। আলোকটি নিশ্চভ, এবং তাহা কাঁপিতেছিল।

মিঃ ব্লেক সেই আলোকে বাতায়নস্থিত দীর্ঘ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মিঃ উইনকিফ এখনও আক্সিসে আছেন দেখিতেছি।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু উনি আলো লইয়া ওখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি করিতেছেন? বোধ হয় উনি—” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি থামিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আলোকটি বাতায়ন-প্রান্ত হইতে অন্তহিত হইল; বাতায়নটিও অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক ব্যস্তভাবে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ইন্স্পেক্টর হার্ক্যারকে বলিলেন, “তোমার অনুচরদের ডাক, আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা হইবে না।”

ইন্স্পেক্টর তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে ম্যাচবাক্স বাহির করিয়া একটি কাঠী জালিলেন, এবং চুকট ধরাইবার ভঙ্গীতে তাহা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই সেই অট্টালিকার বিভিন্ন দিক হইতে পাঁচজন প্রহরী অত্যন্ত ভাড়াভাড়া নিশ্চক্ষে ইন্স্পেক্টর হার্ক্যারের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

গলির ভিতর দিয়া সেই অট্টালিকায় উঠিবার সিঁড়ি। মিঃ ব্লেক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইন্স্পেক্টর হার্ক্যারকে বলিলেন, “তোমার দুইজন অনুচরকে সর্ব্বাগ্রে এই অট্টালিকার ছাদের উপর পাঠাও। কোন্ দিক দিয়া ছাদে উঠিবার সুবিধা হইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিবে ত?”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “সে বিষয়ে নিশ্চিত থাক।”

মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের ঘড়ির ছাতিমান কাঁটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এই কাজের জন্য উহাদিগকে তিন মিনিট সময় দিলাম।”

হার্ক্যার তাঁহার দুইজন অনুচরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “জেন্সন, হায়েন্স, তোমরা, শুনিতে ত? তিন মিনিটের মধ্যে তোমাদিগকে ছাদে পৌছিতে হইবে। পারিবে—?”

অনুচরদ্বয় বলিল, “নিশ্চয়ই।”

তাহারা চতুর ও চটপটে; উভয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। আর দুই জনকে সেই ত্রিকোণ অট্টালিকার দুই পাশে পাহারায় নিযুক্ত করা হইল; কিন্তু সেখানে কি ঘটবে, এবং তাহাদিগকে কি করিতে হইবে—তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। এমন কি, ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে মিঃ ব্লেকেরও কোন ধারণা ছিল না। তিনি কেবল এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, যদি ব্যাট

এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে—তাহা হইলে সে একরূপ একটা বিদ্যুৎ চাল চালিবে—যাহা তাঁহাদের কল্পনারও অতীত! সেই থাকা সামলাইবার জন্য প্রস্তুত থাকাই সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার নীচে দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গীদের দুই একটি উপদেশ দিলেন। ব্যাটের অস্তুত চাতুরী, ফাঁকি দেওয়ার কৌশল, এবং ছদ্মবেশ ধারণের অপূর্ণ দক্ষতা তাঁহার সুবিদিত ছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে সে এই সকল অস্ত্র ব্যবহার করিবে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক যে কোনও উপায়ে তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মিঃ ব্লেক নিম্নস্থরে বলিলেন, “‘লাল’—এই সাংকেতিক শব্দটি (pass word) স্মরণ রাখিও। এই কথাটি যে বলিতে না পারিবে—তাহাকে ভিতর হইতে বাহিরে বা বাহির হইতে ভিতরে যাইতে দিবে না, এমন কি, আমাদের দলের কেহ হইলেও তাহার সম্বন্ধেও এই কথা খাটিবে।”

ইন্স্পেক্টর হার্কীরের অস্ত্রচরেরা যথা-নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত হইলে মিঃ ব্লেক হার্কীর ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; তাহার পর ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিলেন।

ইন্স্পেক্টর হার্কীর নিম্নস্থরে বলিলেন, “এখন আমাদের কি করিতে হইবে বল। আমরা কি এই অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য এখানে আসিলাম?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাতিয়ার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ?”

ইন্স্পেক্টর পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিলেন, “হাঁ, তাহা আমার হাতেই আছে; টোটা ভরিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।”

স্মিথ বলিল, “আমিও, কর্তা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উত্তম। যে কোন মুহূর্ত্তে গুলি করিবার আবশ্যক হইতে পারে; সেজন্য প্রস্তুত থাক। তোমরা সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা কর, আমি স্বাক্ষর লইতে উপরে যাইতেছি।”

ইন্সপেক্টর হার্কার ও স্থিথ উভয়েই তাঁহার সঙ্গে বাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু মিঃ ব্লেক এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সিঁড়ি অরক্ষিত রাখা তিনি সম্মত মনে করিলেন না, বা একজনের উপর সেই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকার কৰ্ত্তব্য মনে করিলেন না। তিনি বলিলেন, “না, আমি একা যাইব। তোমরা উভয়েই এখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর। যদি তোমাদের সাহায্য লওয়া আবশ্যক মনে করি—তখন তোমাদের ডাকিব ; তোমরা সেজন্ত প্রস্তুত থাকিবে।

তাঁহাদিগকে অগত্যা এই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। মিঃ ব্লেক লঘু-পদবিক্ষেপে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন ; কিন্তু এই অট্টালিকার অভ্যন্তরভাগ তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই জন্ত প্রতি-পদবিক্ষেপে তিনি বাধা পাইতে লাগিলেন। তিনি হাতড়াইতে হাতড়াইতে দ্বিতলে উঠিলেন। যে কৰ্মচারীর উপর অট্টালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, সে ইন্সপেক্টর হার্কারের আদেশে নিজের কুঠুরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ; মিঃ ব্লেক তাহার সাড়াশব্দ পাইলেন না। রাস্তা দিয়া যে সকল মোটর বা ‘বস্’ চলিতেছিল—তাঁহাদের শব্দ সেই সকল কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ; ইহা ভিন্ন কোন কক্ষে কোন প্রকার শব্দ ছিল না।

তেতলায় উঠিবার যে সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া মিঃ ব্লেক কিছুদূর উঠিয়া একটা বাঁকের মুখে দাঁড়াইলেন। উৎকর্ণ হইয়া দুই তিন মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তিনি একটি কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই কক্ষটিই মিঃ উইনকিফের আফিস। আফিস ঘরটি নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মিঃ ব্লেক সেই ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন,—আশা করিলেন সেই কক্ষের ভিতর কোন না কোন রকম শব্দ শুনিতে পাইবেন ; কিন্তু কোন শব্দই তাঁহার কর্ণগোচর হইল না।

মিঃ উইনকিফের আফিসঘরটি ত্রিকোণাকৃতি ; তাহার ভিতর হইতে নীচের দিকে চাহিলে দুই পাশের দুইটি পথ দেখিতে পাওয়া যাইত।—মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া হাত দিয়া দেখিলেন—দ্বার বন্ধ !

তিনি ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিলেন, কিন্তু তাহা খুলিল না। তিনি দ্বারের হাতল ধরিয়া মোড় দিলেন ; হাতল কয়েক বার ঘুরিল বটে, কিন্তু জোরে ধাক্কা দিয়াও দ্বার খুলিতে পারিলেন না।

দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করা!—দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশের জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। ‘সব্ধোল’ চাবির সাহায্যে সেই দ্বার খুলিতে পারিবেন, এই আশায় তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া, পিস্তলটি বাঁ-হাতে ধরিয়া, ডান-হাত পকেটে পুরিয়া চাবি বাহির করিতেছেন—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে তাঁহার বাঁ-হাতের কজিতে এমন একটা আঘাত লাগিল যে, পিস্তলটি সশব্দে তাঁহার পদপ্রান্তস্থ ভক্তার উপর খসিয়া পড়িল !

মিঃ ব্লেক গভীর বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিতেই—কৈদো বাঘের মত বিকট গর্জন করিয়া পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং লোহার মত কঠিন দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে সবলে ঝাটাইয়া ধরিল !

মিঃ ব্লেকের আততায়ী এরূপ দৃঢ়বলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল যে, তাহার বাহুর চাপে তাঁহার পাঁজরের অস্থি মট-মট করিয়া উঠিল ; দাক্ষণ যন্ত্রণায় তিনি আর্তনাদ করিলেন। তিনি তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু মুক্তি লাভ করা দূরের কথা, তাঁহার নড়িবারও সামর্থ্য হইল না ! তিনি যে অঙ্গ নাড়িবার চেষ্টা করিলেন, সেই অঙ্গই যেন চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার মনে হইল—তিনি একটা বিকট লৌহ-মুষ্টির আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন ; সে তাঁহাকে চূর্ণ না করিয়া ছাড়িবে না ! তাঁহার সমস্ত দেহের শোণিত-প্রবাহ যেন চন্-চন্ করিয়া মাথায় উঠিতে লাগিল ; তাঁহার চেতনালোপের উপক্রম হইল। তাঁহার নয়নসমক্ষে বিশ্বাস্তির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে তিনি যন্ত্রণাসূচক আর্তনাদ করিতে সমর্থ হইলেন।—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার ! কি ভীষণ অতর্কিত আক্রমণ !

তাঁহার মস্তিষ্ক তখন স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিলেও, তিনি মুহূর্তমধ্যে বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার আততায়ী যে-ই হউক আর যাহাই হউক, সে ‘যুজিৎসু’র-

প্যাচে স্থপণ্ডিত। সে তাঁহাকে সেই প্যাচে ফেলিয়া তাঁহার অঙ্গ-সঞ্চালনের শক্তি রহিত করিয়াছে।

মিঃ ব্লেক পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।—আমেরিকা মহাদেশের ব্রিগাট-দেহ র্যাটল সর্প যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বস্ত্র-মহিষাদি জন্তকে জড়াইয়া ধরিয়া দেহের চাপে তাহার অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ করিতে উত্তত হয়, আততায়ীর আক্রমণে মিঃ ব্লেকের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল! হস্ত ঘয় দুই পাশে এভাবে আটকাইয়া রহিল যে, তাহা নড়াইবারও সাধা হইল না! তাঁহার স্মরণ হইল ধূর্ত ব্যাট পূর্বে তাঁহাকে এইরূপ বিপন্ন করিয়াছিল, বন্ধন-যন্ত্রণায় তাঁহার প্রাণবিরোগের উপক্রম হইয়াছিল!

মিঃ ব্লেক ঘাড়ের কাছে তাঁহার আততায়ীর উষ্ণ শ্বাস অনুভব করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি প্রতিমুহূর্তে অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, তথাপি আততায়ীর কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্ত তিনি চেষ্টার ক্রটি করিলেন না। জাপানীদের কুস্তির প্রধান অঙ্গ যুজিৎসুর পাঁচ তাঁহারও দুই চারিটা জানা ছিল, একথা পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। নিরুপায় হইয়া তিনি সেই কৌশলের সাহায্য লইলেন; এবং যথাসাধা চেষ্টায় আততায়ীর স্নৃদুত বাহুপাশ হইতে ডান-হাতখানি মুক্ত করিলেন। তখন সেই হাত আততায়ীর ঘাড়ের উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া তাহার বাঁ-কাঁধের একটি শিরা এরূপে টিপিয়া ধরিলেন যে, সে অশ্রুট আর্দ্রনাদ করিয়া বাঁ-হাত সরাইয়া লইল। সেই সুর্যোগে তিনি তাহার কবল হইতে বাঁ-হাত খানিও ছাড়াইয়া লইলেন।

মিঃ ব্লেকের আততায়ী তাঁহাকে তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে দেখিয়া ক্রোধে গর্জন করিয়া পুনর্বার তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উত্তত হইল; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে আর সে সুর্যোগ দিলেন না। তিনি বিহ্বাৎসবে সরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবামাত্র তিনি তাহার পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন; এবং তাহার পায়ে পা বাধাইয়া, এভাবে পশ্চাতে আকর্ষণ করিলেন যে সে, সেই ঝাঁক সামলাইতে না পারিয়া তাঁহার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল! তিনি তাহার দেহের নীচে চাপা পড়িলেন বটে,

কিন্তু পড়িবার সময় তাহার মাথা চৌকাঠের উপর এরূপ বেগে পড়িল যে, কোন সাধারণ লোকের মাথা হইলে সেই ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া যাইত ; অন্ততঃ, তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইত। (was sufficient to knock all the sense from an ordinary human) লোকটা আহত হইয়া ক্রোধে হুকার দিয়া উঠিল ; এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া মিঃ ব্লেকের বুকের উপর চাপিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে সেরূপ স্লযোগ দিলেন না। তিনি তাহাকে উঠিতে দেখিয়াই ছই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ; তাহার পর তাহাকে মেঝের উপর ঠাসিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন—এমন সময় সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ শুনিতে পাইলেন।—উপরে হুড়ামুড়ি-শব্দ শুনিয়া ইন্স্পেক্টর হার্কীর ও স্থিথ তাড়াতাড়ি সেই স্থানে উঠিয়া আসিলেন। স্থিথ সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “কর্ত্তা, আপনি ওখানে আছেন কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ স্থিথ ! শীঘ্র এখানে উঠিয়া এস।—আমি একটা হাতী ধরিয়াছি, কিন্তু একা কায়দা করিতে পারিতেছি না।”

স্থিথ পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার শ্রিং টিপিবামাত্র শুভ্র উজ্জ্বল আলোক মিঃ ব্লেক ও তাহার আততায়ীর দেহের উপর বিকিণ্ড হইল।—মুহূর্ত্ত মধ্যে হার্কীর ও স্থিথ মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের আততায়ী তাহার সহিত মল্লযুদ্ধে জয় লাভের আশা ত্যাগ করিল। সে বুঝিতে পারিল—তিন জনের কবল হইতে তাহার নিষ্কৃতি লাভেরও সম্ভাবনা নাই।

মিঃ ব্লেক তখনও হাঁপাইতেছিলেন ; তিনি বিজলি-বাতির আলোকে তাহার আততায়ীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে স্থিথকে বলিলেন, “আলোটা উচু করিয়া তুলিয়া ধর, স্থিথ ! আমাদের নবাগত বন্ধুটির মুখখানা ভাল করিয়া দেখা দরকার।”

মিঃ ব্লেকের আততায়ীর মাথা চৌকাঠের কাছে পড়িয়া ছিল। স্থিথ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাতের আলো সেই দিকে প্রসারিত করিল।

মিঃ ব্লেক, স্থিথ, এমন কি, ইন্স্পেক্টর হার্কীর পর্য্যন্ত মনে করিয়াছিলেন—

লোকটা হৃদান্ত দম্ভ্য ব্যাট ভিন্ন অস্ত্র কেহ নহে ! বিজলি-বাতি মিঃ ব্লেকের আততায়ীর মুখে পড়িল ; সেই মুখ দেখিয়া মিঃ ব্লেক গভীর বিন্ময়ে অক্ষুট শব্দ করিয়া বিহ্বাদেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বিহ্বল স্বরে বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য ! এ কি ব্যাপার ?”

স্মিথ বলিল, “কে কর্তা ! এ হাতী কে ?”

মিঃ ব্লেক উঠিয়া বলিলেন, “মিঃ উইন্কিফ্ ! গর্ডন উইন্কিফ্ স্বয়ং !”

পঞ্চম কাণ্ড

অন্তর্দ্বান

মিঃ ব্রেকের তখনও মাথা ঘুরিতেছিল ; তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ উইনকিফের বিবর্ণ শুক মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন ! চক্ষুকে তখনও তাঁহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

মিঃ উইনকিফও সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ক্রুদ্ধ নেত্রে একবার মিঃ ব্রেকের একবার ইন্স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিলেন। রাত্রি কালে তাঁহার অজ্ঞাতসারে কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা তাঁহার আফিসে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা জানিবার জন্তই যেন তিনি নীরবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্রেক কয়েক মিনিটেই আত্মসংবরণ করিলেন ; মিঃ উইনকিফের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখে হাসি আসিল। তিনি তাঁহার বিচিত্র ব্যবহারের কি কারণ বলিবেন, কি বলিয়া মিঃ উইনকিফকে বুঝাইবেন—তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মিস্ উইনকিফের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ হইল। সকল দিক রক্ষা করিয়া মিঃ উইনকিফের নিকট কৈফিয়ৎ দেওয়া কিরূপ কঠিন, তাহা বুঝিয়া তিনি বড়ই কুণ্ঠিত হইলেন। মিঃ উইনকিফ অত্যন্ত উদ্ধত ও বদমাগী হইলেও রসগ্রাহী ছিলেন, এ জন্ত মিঃ ব্রেক স্থির করিলেন রসিকতার সাহায্যে তিনি এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভের চেষ্টা করিবেন।

সম্মুখের আফিস ঘরের দ্বার তখনও বন্ধ ছিল, সুতরাং সেই স্থানের আলোক পথ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া মিঃ ব্রেক দ্বার-প্রান্তস্থিত ‘সুইচ’ টানিয়া বিদ্যুতালোকে সেই সিঁড়ির ঘরটি আলোকিত করিলেন, তাহার পর তিনি

জীবৎ হাসিয়া মিঃ উইনকিফ্কে বলিলেন, “একুশ বৎসর পর তোমার সঙ্গে আমার মঙ্গলমুহুর্ত হইল উইনকিফ্! কিন্তু এবার অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা হইয়াছে।”

মিঃ উইনকিফ্ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, “এ কথার অর্থ বুঝিলাম না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পাঠ্যাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দেখ। অক্সফোর্ডে যখন গণিত অধ্যয়ন করিতে, সেই সময় পালোয়ান বলিয়া তুমি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলে; তোমার অসাধারণ শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া তোমার সহাধ্যায়ীদের কেহই তোমার সহিত কুস্তি লড়িতে সাহস করিত না—কেবল একজন ছাড়া। দেখিতেছি তোমার দেহে এখনও সেইরূপ শক্তি আছে।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিঃ উইনকিফ্ তাঁহার সম্মুখে সরিয়া আসিলেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে দ্রুত এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়া সন্নিহনে বলিলেন, “ইয়া আন্না! তুমি কি ব্লেক?”

মিঃ ব্লেক যুহু হাসিয়া বলিলেন, “এবং এখন তোমারই স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত।”

মিঃ উইনকিফ্ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “আমার স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত? আমার স্বার্থের প্রতি তোমার যে সাংঘাতিক অত্যাচার দেখিতেছি! তোমার অত্যাচারের চোটে প্রাণ গিয়াছিল আন্না কি! আমার মাথাটা ফুটবল বলিয়া তোমার ভ্রম হইয়াছিল কেন—তাহাও বুঝিতে পারি নাই। মাথাটা যে ছাতু হয় নাই—ইহা আমার নিতান্তই বরাতের জোর।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু আমার অপরাধ কি বল; আমি প্রথমে তোমাকে আক্রমণ করি নাই; তুমিই আমার ঘাড়ে কৈদো বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া তোমার ঐ সুকোমল ভূজবল্লরী দ্বারা র্যাটল সাপের মত আমাকে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছিলে।—আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমার যতটুকু সাধ্য তাহাই করিয়াছিলাম, তোমার মাথা ফাটাইবার ইচ্ছা ছিল না।”

মিঃ ব্লেকের সরস বর্ণনা শুনিয়া মিঃ উইনকিফ্কে মেষ-গুস্তীর মুখকান্তির উপর যেন হাসির বিছাদিকাশ হইল! তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমি মনে করিয়াছিলাম—হঁ। সত্যই ভাবিয়াছিলাম—তুমি অস্ত্র লোক!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ত্রযটা উভয়তঃ ঠিক একই রকম।—আমিও ভাবিয়া ছিলাম তুমি সেই লোক।”

মিঃ উইনকিফ্ ক্র-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “সেই লোক!—কোন্ লোকের কথা বলিতেছ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি আমাকে যে লোক ভাবিয়া ভুল করিয়াছিলে, সেই সাধু পুরুষ ভিন্ন আর কোন্ লোক?”

মিঃ উইনকিফ্ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “দেখ ব্লেক! তোমার কথাগুলো ক্রমেই হেয়ালীর মত হ্রস্বোদ্য হইয়া উঠিতেছে! আমার বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি কি জান?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বিশেষ কিছুই জানি না; কিন্তু আজ রাত্রে এখানে তোমার স্বার্থরক্ষা করিতে আসিবার জন্য যেটুকু জানা আবশ্যক ছিল, ততটুকু জানি বলিয়াই এখানে আমাকে দেখিতে পাইয়াছি। আমি একাকী আসি নাই; আমার সহকারী ও কয়েকজন পুলিশ প্রহরীও আমাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।—আর আসিয়াছেন আমার এই বন্ধু—ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর হার্কান। এস, উঁহার সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই; উনি স্বটলাণ্ড ইয়ার্ডের বহুদশী ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর।”

মিঃ উইনকিফ্ ইন্স্পেক্টর হার্কানের মুখের উপর বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বাতাসে মাথা ঠুকিলেন। বোধ হয় উহাই তাঁহার অভিবাদন; হাত বাড়াইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

মিঃ ব্লেক কথাগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য মিঃ উইনকিফ্কে বলিলেন, “দেখ উইনকিফ্, লম্বা কৈফিয়ৎ দিয়া তোমাকে খুসী করিবার আর সময় নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তুমি যে আবিষ্কারে কৃতকার্য হইয়া তাহার নম্রা ও কার্য্যপদ্ধতি সংক্রান্ত কাগজ-পত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছ, সেই আবিষ্কারটি আমাদের এই হুঃসময়ে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে—এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “ব্লেক, তুমি বিখ্যাত ডিটেক্টিভ ইহা জানিতাম

কিন্তু তুমি যে হঠাৎ দৈবজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছ, এ সংবাদ আমার জানা ছিল না।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, বিখ্যাত ডিটেক্টিভ হইতে হইলে কত জনের কত গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয় তাহা না জানিলে, দৈবজ্ঞ বলিয়া ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। তোমার বিপদ অপরিহার্য্য বুঝিয়া তোমার নজ্রা প্রকৃতি রক্ষা করিবার জন্ত কয়েকজন লোক লইয়া আসিয়াছি। যদি তুমি তোমার কাগজ-পত্রগুলি রক্ষায় উদাসীন থাক—তাহা হইলে আমরাই সেই ভার গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “তোমার অসীম অনুগ্রহ!”—কণ্ঠস্বর বিজ্রপপূর্ণ।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অনুগ্রহ না বলিয়া কাজটা কর্তব্যবুদ্ধির নিদর্শন বলিতে পার। আমাদের ধারণা ছিল বহুপূর্বেই তুমি বাড়ী চলিয়া গিয়াছ।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “হঁ” ; এই বিশ্বাসেই বোধ হয় তোমার অনুচরেরা ‘টিউব’ স্টেশন পর্যন্ত আমার অনুসরণ করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার অনুমান মিথ্যা নহে ; তাহাদের কথা শুনিয়া—এখানে তোমাকে দেখিতে পাইব, এ আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম।—তুমি যে বেণামা পত্রখানি পাইয়াছিলে তাহার কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় তোমার বিশ্বাস হয় নাই ; আর এই জন্তই যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করাও প্রয়োজন মনে কর নাই।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “আমি কি ভাবিয়াছি, এবং কিরূপ সতর্ক করিয়াছি, তাহা লোককে বলিয়া বেড়াইবার অভ্যাস আমার নাই।”—কথাটা বলিয়াই তাঁহার মনে হইল তিনি শিষ্টাচারের সীমা হ্রস্বন করিতেছেন ! এই জন্ত তাড়াতাড়ি বলিলেন, “কিন্তু ব্লেক, তুমি আমার ধন্ত্বাদেবের পাত্র। তুমি আমার জন্ত যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছ, তাহা তোমার সদাশয়তার নিদর্শন।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “ধন্ত্বাদটা কল্যাকার জন্ত মূলতবি রাখ ভাই ! এখনও তুমি নিরাপদ নহ।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “হাঁ, বিপদ কাটে নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ অবস্থায় যদি আমি তোমাকে সাহায্য করি—
তাহাতে তোমার আপত্তি আছে কি ?”

মিঃ উইন্কিফ্ কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, “আপত্তি ? না, আপত্তি নাই ;
তোমার যাহা ভাল মনে হয়—করিতে পার ।”

তিনি স্বর্ণকাল নিম্ভক থাকিয়া বলিলেন, “কিন্তু তোমার অমুচরেরা
কোথায় ? আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কি ভাবে
আমাকে সাহায্য করিবে—তাহা স্থির করিয়াছে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি কি কার্য-প্রণালী স্থির না করিয়াই আসিয়াছি ?
—আমার দুইজন অমুচরকে এই অট্টালিকার ছাদের উপর পাহারায় রাখিয়াছি,
আর তিনজন নীচে পাহারায় আছে ।—আমি জানিতে পারিয়াছি—তুমি সেই
বেনামা পত্রখানি কোন বদমায়েসের বৃক্ষকৃৎ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে ;
এ কথা কি সত্য নহে ?”

মিঃ উইন্কিফ্ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “না, সত্য নহে ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলি চুরী
করিবার চেষ্টা হইবে—ইহা বিশ্বাস করিয়াছিলে ?”

মিঃ উইন্কিফ্ বলিলেন, “হাঁ, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম ; সেগুলি চুরী
করিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র চলিতেছে—ইহা আমি অনেক দিন পূর্বেই
বুঝিতে পারিয়াছি ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি তাহা বুঝিতে না পারিলেই আমি বিস্মিত
হইতাম । তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব
না, কিন্তু তাহার তোমাকে যে বেনামা পত্রখানি লিখিয়াছে, তাহাতে কোন
সময় হইতে কোন সময়ের মধ্যে চুরি করিবে—তাহা তোমাকে জানাইয়া
দিয়াছে ; তাহাদের এরূপ বিচিত্র ব্যবহারের কারণ কি তাহা বুঝিতে
পারিয়াছে ? তাহাদের গুপ্ত সঙ্কল্পের কথা তোমাকে জানাইয়া তাহাদের
লাভ কি ?”

মিঃ উইন্কিফ্ বলিলেন, “ও একটা চাল মাত্র ! তাহাদের চাতুর্যের একটা

অব। কাগজ-পত্রগুলি সরাইয়া ফেলিতে আমার ভয় হইয়াছে ; সেগুলি আজই ইন্ডেন্সন বোর্ডে দাখিল করা উচিত ছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই সকল কাগজ-পত্র তবে কি এখনও তোমার এই আফিসেই আছে ?”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “হঁ, আছে। আমি সেগুলি আফিসের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া স্বয়ং এখানে রাজে পাহারা দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছি ; স্থির করিয়াছি আজ রাত্রিটা নিরাপদে কাটিলে কাল তুর্ককসোয়ার দেহ-রক্ষীর সাহায্যে সেগুলি সরকারে দাখিল করিয়া দিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেগুলি তোমার আফিসের সিন্দুকেই আছে ত ?”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “হঁ। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই আমি সতর্ক ভাবে চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি। খানিক আগে আমার ঘাড়ে নূতন একটা খেয়াল চাপিল ! আমার পূর্ব-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া স্থির করিলাম—একখানি ট্যান্ডি ডাকিয়া আজ রাত্রেই হোয়াইট হলে চলিয়া যাই। একটু পরেই নীচে একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। আমার অবশ্য শক্তি খুব প্রথর ; আমার বোধ হইল কেহ নীচের হলঘরের দ্বার খুলিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হঁ, তুমি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলে।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “সেই শব্দ শুনিয়া গাঁতক বড় ভাল মনে হইল না ; আমি তৎক্ষণাৎ সিন্দুকের কাছে গিয়া, সিন্দুকটা বন্ধ করিয়াছি কি না পরীক্ষা করিলাম ; তাহার পর বাহিরে আসিয়া আফিস-ঘরের দরজায় চাবি দিলাম, এবং সিঁড়ির ঐ-পাশে একটু আড়ালে গিয়া দস্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল—তাঁহা তুমি জান।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কেবল জানা ? সন্ধ্যাে যে বেদনা হইয়াছে— তাহার জের মিটিতে কয় দিন লাগিবে কে জানে ? যাহা হউক, তোমার সিন্দুক চাবি দিয়া বন্ধ করা আছে ত ?”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “দস্তুর মত ; চাবি আমার পকেটেই আছে। —তুমি কি রকম কন্দী করিয়াছ বল ত শুনি।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তোমার ও আমার ধারণা সম্পূর্ণ অভিন্ন ; একদল চতুর ও দুঃসাহসী দস্যু তোমার আবিকার-সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি লুণ্ঠনের জন্য বড়বন্দ করিয়াছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দস্যুদের অধিনায়কটি অতি ভীষণ প্রকৃতি, অসাধারণ ধূর্ত, ও একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দস্যু যে, বর্তমান কালে সমগ্র ইউরোপে তাহার আর জোড়া নাই !”

মিঃ উইনকিফ্ সন্মুখে বলিলেন, “বটে ! সে সন্ধানও তুমি পাইয়াছ ? লোকটার নাম কি ব্রেক !”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “নামটা তোমাকে পরে বলিলেও চলিবে ; ইতিমধ্যে আমাদের কার্যপ্রণালী স্থির করা যাউক। আমার প্রস্তাব এই যে, এখানে আমরা সারারাত্রি থাকিব। কি বল হার্কীর !”

ইন্স্পেক্টর হার্কীর এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন ; মিঃ উইনকিফ্ও আপত্তি করিলেন না।

মিঃ ব্রেক উইনকিফ্কে বলিলেন, “ইন্স্পেক্টর হার্কীর আফিসের পাহারায় থাকিবেন ; স্থিথ আফিসের ঠিক নীচের ঘরে পাহারায় বসিবে। আমি সিঁড়ির উপর পাহারা দিব। তুমি হলঘরে প্রতীক্ষা করিবে। আমাদের একজন পাহারাওয়ালা দরজায় থাকিবে।”

মিঃ উইনকিফ্ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; সকলেই বুঝিলেন—এই বন্দোবস্তে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সিন্দুক হইতে কাগজপত্রগুলি অপহরণ করা অত্যন্ত চতুর ও ফন্দীবাজ দস্যুরও সাধ্য হইবে না। কয়েক মিনিট পরে ইন্স্পেক্টর হার্কীরের অনুচরগণকে ডাকিয়া এই নূতন ব্যবস্থার কথা জ্ঞাপন করা হইল। ইন্স্পেক্টর হার্কীর সর্বপ্রথমে অন্ধকারাচ্ছন্ন আফিস ঘরের দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ! স্থিথও সেই কক্ষে পাহারা দিতে চলিল। মিঃ উইনকিফ্ হলঘরে প্রবেশ করিয়া হলের পোর্টারের টুলটি লুণ্ঠন করিয়া বসিলেন। অবশেষে মিঃ ব্রেক সিঁড়ির একটা বাঁকে (curve of the stair) বসিয়া সারারাত্রি পাহারা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অট্টালিকার বহির্ভাগে যে গ্রহরীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল, মিঃ ব্লেক তাহাদের সতর্কতা পরীক্ষার জন্ত নিশ্চয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া তাহাদের অদূরে উপস্থিত হইলেন, তাহার পর চোরের মত ধীরে ধীরে অট্টালিকার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাহারা অকস্মাতে তাঁহার দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিযামাত্র—তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উত্তত করিল।—তিনি বুঝিলেন আর ছুই এক পা অগ্রসর হইলেই তাহারা গুলি করিবে; তখন তিনি অক্ষুটস্থরে বলিলেন, ‘লাল।’ সেই সাক্ষেতিক শব্দ শুনিয়া তাহারা পিস্তল নামাইল।—মিঃ ব্লেক তাহাদের তৎপরতার পরিচয়ে প্রীতি লাভ করিলেন।

মিঃ ব্লেক অট্টালিকায় পুনঃ-প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির ভিতর নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্রমে রাজি শেষ হইয়া আসিল। কচিং ছুই একখানি ভিন্ন সেই পথে অধিক গাড়ী চলিবার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। গভীর রাজি পর্য্যন্ত সে পথে জন-সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পথ সম্পূর্ণ নির্জন হইল। অদূরে কফির একটি দোকান ছিল, গভীর রাজেও সেই দোকানে ক্রেতার ভিড় কমিত না; সেই দোকানখানিও শেষে বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক ঘণ্টার জন্ত এই বিশাল নগর যেন গাঢ় নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গিগণের নয়নে নিদ্রা নাই! সকলেই নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন।

রাজি-শেষে আবার ছুই একখানি শকট প্রাভাতিক পণ্যসম্ভার লইয়া পথ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে আধ ঘণ্টা অন্তর ঘড়ি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল; কিন্তু কোথায় দস্যু? কোথায় তস্কর?—একটা ইহরও সেই অট্টালিকার গভীর নিস্তরতা ভঙ্গ করিল না। মিঃ ব্লেকের সন্দেহ হইল তবে কি সেই বেনামা পত্রখানা দম্বাজি মাত্র? কোন ফকড় লোকের ছলনা? মিঃ ব্লেককে সমলে অনর্থক রাজি জাগিতে হইল, সেজন্ত তিনি দ্রুতগতি হইলেন না; সতর্কতা অবলম্বন করা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। তথাপি

তিনি দ্রুত হইলেন। তাঁহার কোত্তের কারণ এই যে, ফটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ তাঁহার কথা বিশ্বাস করেন নাই; মিঃ ব্লেক প্রত্যাহিত হইয়াছেন ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। তিনি নিজের সম্মত ও সুনাম জামিন রাখিয়া তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রম দূর করিতে পারিবেন, এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ ছিলেন; কিন্তু এইরূপ নিফল চেষ্টার পর মিঃ ব্লেক কি করিয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইবেন? তাঁহার সুনাম ও সম্মত কি করিয়া রক্ষা করিবেন?—এই চিন্তায় তিনি অধীর হইলেন। ব্যাটের চাতুর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার উপর তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল—তাহাও শিথিল হইল। তিনি লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, “উড়ো চিঠির উপর নির্ভর করিয়া কি অপদস্থই হইলাম! শেষে ‘তজ্জুগে’ বলিয়া উপহাসাস্পদ হইব? আর কখন কি কোনও কাজে ফটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্য পাইব? না, সাহায্য চাহিবার মুখ থাকিবে?”

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে ইন্স্পেক্টর হার্কার ও স্মিথের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, “প্রভাত আসন্নপ্রায় তোমাদের পাহারার কাজ শেষ হইয়াছে।” অনন্তর তিনি মিঃ উইনকিফের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার মুখে আনন্দ ও উৎসাহ ফুটিয়া বাহির হইতেছে! রাত্রিটা নিরাপদে কাটিল দেখিয়া তাঁহার মনে যে স্তুতি হইয়াছিল—তাহা তিনি গোপন করিতে পারিলেন না—মিঃ ব্লেক দলের মধ্যে কেবল তাঁহাকেই প্রেক্ষণ দেখিলেন। চোর না আসায় অন্ত সকলেই স্তব্ধমান!

মিঃ ব্লেক হার্কারকে অত্যন্ত নিরুৎসাহ দেখিয়া বলিলেন, “হার্কার, আর কখন এভাবে নিরাশ হইয়াছ?”

হার্কার বলিলেন, “আর কখন এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করি নাই, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে; সেজন্য দুঃখ নাই, দুঃখ এই যে, বড় সাহেবের উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করা বড়ই কষ্টকর হইবে। তোমার কথা গোড়াতেই তিনি অবিশ্বাস করিয়াছিলেন; তোমার উপর তাঁহার যে প্রজ্ঞা ছিল—তাহা নষ্ট হইল। আগাগোড়া সবই ধাপ্লাবাজি!”

মিঃ ব্লেক ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, “কি করিয়া বলি? রাত্রিটা ত নির্ঝিঁয়ে কাটিল। যাহা হউক, আমরা সতর্ক থাকিয়া অস্তায় করিয়াছি, একথা বলিতে পার না। ইহা যদি সত্যই ব্যাটের বড়বন্দ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের আয়োজনের সন্ধান পাইয়া সে সতর্ক হইয়াছে—ইহাতে বিশ্বাসের কারণ নাই; বরং সে ধরা দিতে আসিলেই বিস্মিত হইতাম।”

অন্তঃপর মিঃ ব্লেক মিঃ উইনকিফের নিকট উপস্থিত হইলে উইনকিফ বলিলেন, “ব্যাট আমার বিরুদ্ধে বড়বন্দ করিয়াছে, তোমার একরূপ ধারণার কারণ কি ব্লেক? ব্যাট বোধ হয় আমাকে মশা মাছি অপেক্ষা বড় মনে করে না! সে আমার ঘরে চুরী করিতে আসিবে, আমি এত বড় বিখ্যাত লোক হইয়াছি—ইহা পূর্বে ধারণা করিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমাদের স্বদেশের এই সঙ্কটকালে তোমার অদ্ভুত আবিষ্কারের উপযোগিতা কত অধিক—এ কথা ভুলিয়া যাইতেছ কেন? শত্রু-পক্ষের নিকট কোটা মুদ্রাও যে তাহার তুলনায় তুচ্ছ! তোমার অপূর্ব আবিষ্কারের প্রতি ব্যাট ভিন্ন অস্ত্র কাহার লুক্কৃষ্ট আকৃষ্ট হইত? তোমার কাগজ-পত্রগুলি যে এক রাত্রি নিরাপদ থাকিল ইহাষ্ট লাভ।”

উইনকিফ বলিলেন, “হাঁ, এজন্য আল্লাকে ধন্যবাদ! (thank Allah for that) আমি উপরে গিয়া কাগজপত্রগুলি এখনই বাহির করিয়া আনি।—আমি সেগুলি অবিলম্বে ইন্সপেক্টর বোর্ডের আফিসে লইয়া যাইব। তুমি, তোমার সহকারী, ইন্সপেক্টর হার্কার, এবং তাঁহার অধুচররা আমার দেখ-রক্ষী হইয়া আমাকে সেখানে পৌছাইয়া দিলে আমার আর বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না।”

মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর হার্কারের মত জিজ্ঞাসা করিলেন; হার্কার এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। মিঃ উইনকিফ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার আফিসের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বার খুলিয়া সদলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হার্কার দ্বারের চাবি পূর্বেই উইনকিফকে ফেরত দিয়াছিলেন।

মিঃ উইনকিফের আফিস-কক্ষটি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

তাহার সন্মুখ ও হুইপাশ খোলা ; ঘরের ভিতর অধিক আসবাব-পত্র ছিল না । সন্মুখের জানালার কাছে একটি সমতল ডেক্স ; মিঃ উইনকিফ্ সেই ডেক্সে বসিয়া কাজকর্ম করিতেন ; তাহার উপর নজ্রা আঁকিতেন । এক কোণে একটি লোহার সিন্দুক সংস্থাপিত । সিন্দুকটি বৃহৎ না হইলেও অত্যন্ত দৃঢ় ;—সারসন ব্রাদার্স নির্মিত ‘তত্ত্ব ও অগ্নিভীতি নিবারণক’ সিন্দুক ।

মিঃ উইনকিফ্ সেই কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “না, আমাদের অজ্ঞাতনামার কেহ এই কক্ষে প্রবেশ করে নাই ।”

তিনি সিন্দুকের নিকট উপস্থিত হইয়া, সিন্দুকটি খুলিবার জন্ত চাবির সন্ধানে বুকের পকেটে হাত দিলেন ; হঠাৎ তাহার মুখ ব্রটিঃ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল ; চক্ষুতে ভয় ও উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া আসিল । তিনি ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “আমার সিন্দুকের চাবি ? চাবি ত পকেটে নাই !”

মিঃ ব্লেক অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “পকেটে নাই ! সে কি কথা ?—সিন্দুকের চাবি পকেটে রাখা স্বরণ হয় ত ?”

মিঃ উইনকিফ্ আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, “এ কি ভুলিবার কথা ? আমি গোছা-সমেত চাবি বুকের পকেটে রাখিয়াছিলাম ; সেই রিংএ সিন্দুকের চাবিও ছিল !”

মিঃ ব্লেক, ইন্স্পেক্টর হার্কার ও স্থিথ সিন্দুকটি ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন । মিঃ উইনকিফ্ সিন্দুকের সন্মুখে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলভাবে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পকেটেই চাবির রিং পাওয়া গেল না !—সকল পকেট খুঁজিয়া তিনি হতাশভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমার পকেটে আফিসের দরজার চাবি আছে কিন্তু সিন্দুকের চাবি নাই । পকেট হইতে চাবি হঠাৎ অদৃশ্য হইল, এ কি ব্যাপার ব্লেক !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি বোধ হয় চাবি পকেটে রাখ নাই ; পকেটে রাখিলে তাহা কি পাইতে না ? সম্ভবতঃ আর কোথাও—”

মিঃ উইনকিফ্ বাধা দিয়া বলিলেন, “না, আর কোথাও রাখি নাই ; চাবি আমার বুকের পকেটেই রাখিয়াছিলাম, আমার বেশ মনে আছে ।”

তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তোমার সঙ্গে যখন আমার যত্নাধতি

চলিতেছিল—সেই সময় চাবির খোকাটা বোধ হয় আমার বুকের পকেট হইতে খুলিয়া দরজার বাহিরে পড়িয়াছিল, তাহা হয় ত এখনও সেখানেই পড়িয়া আছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহাই সম্ভব। আমরা এখনই সেখানে খুঁজিয়া দেখিতেছি; কিন্তু চাবি তোমার বুকের পকেটেই ছিল—না, অস্ত্র কোথাও রাখিয়াছিলে?”

মিঃ উইল্কিন্স বলিলেন, “হাঁ, বুকের পকেটেই ছিল।”—তিনি তাড়াতাড়ি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “শোন। তোমার বুকের পকেটের বোতাম আঁটা ছিল কি?”

মিঃ উইল্কিন্স বলিলেন, “হাঁ, বুকের পকেটে চাবি রাখিয়া পকেটের বোতাম আঁটয়া দিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বোতাম আঁটা থাকিলেও চাবির গোছা পকেট হইতে বাহির হইয়া পড়িল? এ যে অসম্ভব ব্যাপার!”

মিঃ উইল্কিন্স বলিলেন, “না, অসম্ভব নয়; বোতামটা খুলিয়া গিয়া চাবি নিশ্চয়ই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; দেখি—সিঁড়ির উপর পড়িয়া আছে কি না।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার ও স্থিথ মিঃ উইল্কিন্সের সঙ্গে চাবি খুঁজিতে চলিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহাদের অনুসরণ না করিয়া সিন্দুকের ডালা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিন্দুকের ডালায় তিনি সিন্দুক-নিষ্কাতা সারসন ব্রাদার্সের নাম দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক টেলিফোনের কেতাব খুলিয়া সারসন ব্রাদার্সের আফিসের টেলিফোনের নম্বর দেখিয়া লইলেন। সারসন ব্রাদার্সের ম্যানেজার তাঁহার সাড়া পাইয়া বলিলেন, “আপনি কি চান?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “প্যারিস্ ট্রীটের রসেল হাউসে মিঃ গর্ডন উইল্কিন্সের যে আফিস আছে—সেই আফিস হইতে কথা বলিতিছি।”

উত্তর হইল, “কি বলিবেন বলুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই আফিসের সিদ্দুকের চাবিটা হারাইয়া গিয়াছে। আপনি দয়া করিয়া উহার আর একটি চাবি অবিলম্বে এখানে পাঠাইয়া দিবেন? সিদ্দুকটা শীঘ্র খোলা দয়াকার হইয়াছে। সিদ্দুকের নম্বর ৯৮৭৬, ইহা ১৯১৪ ‘বি’ প্যাটার্নের সিদ্দুক।”

উত্তর হইল, “লোক দিয়া এখনই পাঠাইতেছি।”

মিঃ ব্লেক ধন্যবাদ দিয়া ‘রিসিভার’ রাখিয়া দিলেন; তাহার পর আফিস-ঘরের ঘরের নিকট গিয়া দেখিলেন মিঃ উইনকিফ্ ও শ্বিথ সিঁড়ির কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া চাবি খুঁজিতেছেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চাবি পাইলে কি?”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “না, খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইলাম! কোথায় যে পড়িয়া গেল—বুঝিতে পারিতেছি না।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার ও শ্বিথ নিষ্ফল চেষ্টায় বিরত হইলেন; কিন্তু মিঃ উইনকিফ্ তখনও আশা ত্যাগ করিলেন না; তিনি একই স্থানে দশবার চাবি খুঁজিতে লাগিলেন; মিঃ ব্লেক সারসন ব্রাদার্সের লোকের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।—কাহারও মুখে কোন কথা নাই!

ষট্টিখানেক পরে সারসন ব্রাদার্সের লোক চাবি লইয়া আসিল; মিঃ ব্লেক তাহার নিকট হইতে চাবি লইয়া আফিসে প্রবেশ করিলেন। মিঃ উইনকিফ্ ইন্স্পেক্টর হার্কার ও শ্বিথের সহিত তাহার অনুসরণ করিলেন।

দ্বিতীয় চাবি দিয়া সিদ্দুকটি খোলা হইল। মিঃ উইনকিফ্ সিদ্দুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্রভাবে ভিতরের দিকে চাহিলেন; তিনি যে বৃহৎ লেফাপার ভিতর তাহার আবিস্কার-সংক্রান্ত নক্সা প্রভৃতি রাখিয়াছিলেন, সেই লেফাপাখানি সিদ্দুকের মধ্যে আছে, দেখিয়া তাহার সকল হুচিস্তা দূর হইল; তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, “ঠিক আছে ব্লেক, ঠিক আছে!—আমার কাগজপত্রগুলি ঐ লেফাপার ভিতর রাখিয়া দিয়াছি; আমি মনে করিয়াছিলাম—”

তিনি তাড়াতাড়ি লেকাপাখানি তুলিয়া লইলেন ; তাহা হাতে লইয়া তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল ! তাহার দৃষ্টিশক্তি যেন বিলুপ্ত হইল !—তিনি ভগ্নভাবে বলিলেন, “সর্বনাশ হইয়াছে ব্রেক ! লেকাপার ভিতর হইতে কাগজ-পত্র সমস্তই চুরী গিয়াছে ।—লেকাপা খালি !”

মিঃ উইন্কিফ্ অবসন্ন ভাবে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন । তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল ; সর্বাপ আড়ষ্ট হইল ।

মিঃ ব্রেক, ইন্স্পেক্টর হার্কার ও স্থিথ হতবুদ্ধি হইয়া উন্মুক্ত সিন্ধুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না ।

মিঃ ব্রেক বুঝিলেন, এই অসাধ্যসাধন ব্যাট ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে ; কিন্তু ব্যাট্ কখন কি কৌশলে সকলের চকুতে ধলা দিয়া এ কাজ করিল ? ইহা কি ইলিজাল ?

ষষ্ঠ কাণ্ড

দুর্ভেদ্য রহস্য

মিঃ ব্লেক কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সে সম্বন্ধে সকল কথা চিন্তা করিয়া একটা পথ ঠিক করিয়া লইতেন। অনেক সময় অন্তের ধারণাভীত ব্যাপারের জন্তও তিনি প্রস্তুত থাকিতেন, এবং অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব কোন কাণ্ড ঘটিতে দেখিলেও বিস্মিত হইতেন না; কিন্তু সিন্দুকের কাগজ-পত্রগুলি তাঁহাদের চোখের উপর হইতে এই ভাবে চুরী যাইতে পারে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; এরূপ অসম্ভব কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। ব্যাটের চাতুরী কিরূপ দুর্ব্বোধ্য, তাহার ফন্দী-কিকির কিরূপ কোশলপূর্ণ, তাহার পরিচয় পূর্বেও তিনি পাইয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ ঐচ্ছজালিক কাণ্ড ঘটিতে পারে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই!—তিনি প্রস্তর-মূর্ত্তির ভ্রায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর তাঁহার সঙ্গিগণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সকলেই তাঁহার ভ্রায় বিশ্বয়বিমূঢ়, সকলেই নির্ঝাঁক, নিস্তব্ধ!

মানুষ যখন হঠাৎ মনে কঠিন আঘাত পায়, তাহার বুকভরা আশা হঠাৎ কোন কারণে বিফল হইয়া যায়, তখনও তাহাকে হাসিতে দেখা যায়—সে হাসি অতি ভয়ানক, যেন তাহা উন্মাদের হাসি! শ্মশানের উদ্গাম বায়ু-প্রবাহের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। মিঃ উইনকিফ্ হঠাৎ হো-হো শব্দে সেইরূপ হাসি হাসিয়া বলিলেন, এ “মানুষের কাজ নয় ব্লেক! মানুষ এভাবে প্রতারণা করিতে পারে না।—এ নিশ্চয়ই শয়তানের কাজ। ভূতের কাণ্ড!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সিন্দুকটা ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে না কেন?”

মিঃ উইনকিফ্ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “কি ফল? আমি আমার

কাগজ-পত্র যে লেফাপায় রাখিয়াছিলাম, সেই লেফাপা খোলা পড়িয়া আছে ; কাগজ-পত্রগুলি অদৃশ্য হইয়াছে ! সিন্দুক হাতড়াইয়া তাহা পাইবার সম্ভাবনা কোথায় ? আমার আবিষ্কৃত, কুস্মটিকা-অপসারক যন্ত্র শত্রুপক্ষের কার্যোদ্ধারে ব্যবহৃত হইবে ! কি বিড়ম্বনা ! আমার আজীবনের সাধনা ব্যর্থ হইল ! কি কষ্ট !”

মিঃ ব্লেক তাঁহার আক্ষেপে কর্ণপাত না করিয়া, সিন্দুকের সকল জিনিস একে একে নামাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন । সিন্দুকে কয়েকখানি খাতাপত্র ও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিল না ; আফিকার-সংক্রান্ত এক-টুকরা কাগজও পাওয়া গেল না ।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “যুক্তি-বহির্ভূত কোন কথা আমি মানিতে প্রস্তুত নহি, উইনকিফ্ ! কোন ভূত প্রেত বা শয়তান আমাদের অজ্ঞাতসারে এই কক্ষে আসিয়া, সিন্দুক খুলিয়া কাগজ-পত্রগুলি লইয়া গিয়াছে—একথা বিশ্বাসের অযোগ্য । তোমার কাগজ-পত্রগুলি সিন্দুকে নাই, সম্ভবতঃ সেগুলি অপহৃত হইয়াছে । কিন্তু সেগুলি গতরাত্রে নিশ্চয়ই অপহৃত হয় নাই । আমরা গতরাত্রে এখানে পাহারার যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, সেই বন্দোবস্তে কোন গলদ ছিল না । এরূপ সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া সিন্দুক হইতে তাহা অপহরণ করা মনুষ্যের অসাধ্য । এ অবস্থায় এই চুরী সম্বন্ধে আর কি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে ?”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “যাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—তাহা ত পূর্বেই বলিয়াছি । আমার কাগজ পত্রগুলি যাহুখে চুরী করে নাই ; শয়তান বা কোন অশরীরী—”

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, “পাগলের মত প্রলাপ বকিও না উইনকিফ্ ! অযৌক্তিক কথার কোন মূল্য নাই । আমার অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি গতরাত্রেই সেগুলি অপহৃত হইয়া থাকে—তাহা হইলে সেগুলি গতরাত্রে তোমার এই সিন্দুকের ভিতর ছিল না ; অথবা যখন তুমি তাহা সিন্দুকে রাখিয়াছিলে বলিতেছ—তখন তাহা সিন্দুকে রাখ নাই ।”—হুই আর হুই যোগ করিলে চার কয়, পাঁচ হইতে পারে না । আর কিছুই হয় না ।”

মিঃ উইনকিফ্‌ তীব্রদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ব্লেক, তুমি কি আমাকে এতই নির্কোষ মনে কর?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি নির্কোষ—একথা আমি একবারও বলি নাই, তোমার বুদ্ধির প্রসঙ্গে কিছুই বলি নাই; যুক্তি তর্কে যাহা পাওয়া যায়—কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি।”

উইনকিফ্‌ রাগ করিয়া বলিলেন, “তুমিই পাগলের মত কথা বলিয়াছ! আমি পুনর্ব্যার বলিতেছি—তুমি বিশ্বাস কর—গত কল্য অপরাহ্নে, পাঁচটা বাজিবার তিন মিনিট পূর্বে—আমার সেই সকল কাগজপত্র ঐ লেফাপায় পুরিয়া স্বহস্তে এই সিন্দুকে বন্দ করিয়া রাখিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহার পর আফিস বন্ধ করিয়া কোন একটা অভিসন্ধিতে টিউব-ষ্টেশনে গিয়াছিলে?”

মিঃ উইনকিফ্‌ বলিলেন, “হাঁ, সেগুলি সিন্দুকে বন্ধ করিয়া চোরকে ভুল বুঝাইবার উদ্দেশ্যে আফিস ত্যাগ করিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে সেই সময় হইতে তোমার আফিসে ফিরিয়া আসিবার সময় পর্য্যন্ত যতক্ষণ তুমি আফিসে অনুপস্থিত ছিলে—সেই সময়ের মধ্যে তাহা অপহৃত হইয়াছে।”

মিঃ উইনকিফ্‌ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “তোমার ও কথাও আমি মানি না। তোমার অনুমান সত্য নহে; কারণ আমি আফিসে ফিরিয়া আসিয়াই সিন্দুক খুলিয়াছিলাম। আমার কাগজপত্র যে ভাবে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা ঠিক সেই ভাবেই সিন্দুকে ছিল, দেখিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তাহার পর আমি আফিসের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সিঁড়ির পাশে লুকাইয়া চোরের প্রতীক্ষায় ছিলাম; সেই সময় তোমাকে আমার দরজার কাছে আসিয়া দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক সন্দিক্ত দৃষ্টিতে মিঃ উইনকিফের মুখের দিকে চাহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

উইনকক্ তাঁহার দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া বলিলেন, “আমার কথা তোমার বিশ্বাস হইল না বুঝি ? তোমার যুক্তি, তর্ক, অনুমান, সিদ্ধান্ত বতই অকাট্য হউক, আমার জ্ঞান বুদ্ধিকে আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমার কাগজ পত্রগুলি গতরাত্রে আমাদের চক্ষুর উপর সিন্দুক হইতে অপহৃত হইয়াছে ! যে সময় আমরা চোর ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অত্যন্ত সতর্ক ভাবে পাহারা দিতে ছিলাম—সেই সময়ের মধ্যেই চোর তাহা চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমাদের সকল চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম, আমাদের প্রত্যেকের সতর্কতা বার্থ হইয়াছে—একথা তুমি স্বীকার করিতেছ না, এই জন্তই তোমার সহিত আমার মতভেদ।”

মিঃ ব্লেক একথার প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, উইনককের কথা সত্য হইলে, “স্বীকার করিতে হইবে—চোর অসাধ্যসাধন করিয়াছে ! সে যাহা করিয়াছে—তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য। যদি ব্যাট্‌ই একাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে একাকী বা কাহাকেও সঙ্গে লইয়া আফিসে প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই। অন্তের অদৃশ্য ভাবে আফিসে প্রবেশ করা সম্ভব কি না তাহাই জানা আবশ্যক।”

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, “ইহা কিরূপে সম্ভব হইল ? ছাদের উপর দুইজন গ্রেহী পাহারায় ছিল ; নীচে তিন জন গ্রেহী এই জটালিকা পাহারা দিতেছিল। তুমি স্বয়ং হত্বরে ছিলে। হার্কান ও শ্মিথ আফিসের মধ্যে বসিয়া চোরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমি সিঁড়ি আগ্লাইতেছিলাম ! তথাপি চোর কখন কি কৌশলে আফিসে প্রবেশ করিয়া এই কাজ করিয়া গেল—তাহা বুঝাইয়া দিতে পার ?”

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্বার বলিলেন, “আরও মজার কথা—সিন্দুকের কল ভাঙ্গিয়া সিন্দুক খোলা হয় নাই ; জোর জবরদস্তির চিহ্ন মাত্র নাই ! দ্বিতীয় চাবির সাহায্যে সিন্দুক অতি সহজে খুলিয়াছিল।—তবে তোমার চাবিও চুরী গিয়াছে, এ একটা কথা বটে ; কিন্তু কিরূপে তাহা অপহৃত হইল ?—ইহাও জটিল রহস্য !”

মি: উইনকিফ্, মি: ব্লেকের প্রেমের উত্তর দিতে পারিলেন না; কেহই এ রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। সকলেই নির্বাক! অবশেষে ইন্স্পেক্টর হার্কীর জড়িতশব্দে বলিলেন, “মাথায়ুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! এ ব্যাপার আমার ধারণার অতীত।”

মি: উইনকিফ্, দুই এক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ডেস্ক খুলিয়া তাহার একটি বড় দেয়ালের ভিতর হইতে একটি যন্ত্র বাহির করিলেন, তাহা দেখিতে অনেকটা সেকালে পিয়েনোর ছোট টুলের মত। (not unlike a small piano-stool of the old pattern)

তিনিট অনতিদীর্ঘ পায়ার উপর যন্ত্রটি স্থাপিত। যন্ত্রটি দেখিলে মনে হয় উহা ফটোগ্রাফের একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরা। পায়ার মাথায় সেইভাবে সংস্থাপিত উহার বহিরাবরণ মেহগ্নি কাষ্ঠনির্মিত। মি: উইনকিফ্, যন্ত্রটি মেঝের উপর বসাইয়া একটা বোতাম টিপিবামাত্র সেই কাষ্ঠাবরণ খসিয়া একপাশে খুলিয়া পড়িল, এবং একটি কাচময় আধার বাহির হইল। এই আধারের ভিতর যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সুকৌশলে সংযোজিত। ইহা তাঁহার আবিষ্কৃত “পেডাগ্রাফ্”—পাদমান যন্ত্র।

মি: উইনকিফ্, সেই যন্ত্রের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া মি: ব্লেককে বলিলেন, “হাঁ, গত রাত্রে কোন লোক গোপনে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।”

মি: ব্লেক উইনকিফের পাশে সরিয়া গিয়া আগ্রহভরে বলিলেন, “কিরূপে ইহা জানিতে পারিলে?”

মি: উইনকিফ্, বলিলেন, “এই পেডাগ্রাফের সাহায্যে।”

মি: ব্লেক বলিলেন, “পেডাগ্রাফ্?—ফনোগ্রাফ্, ফটোগ্রাফ্, টেলিগ্রাফ্, লিথোগ্রাফ্—অনেক ‘গ্রাফের’ নাম শুনিয়াছি, তাহাদের কার্যপ্রণালীও অবগত আছি; কিন্তু এই পেডাগ্রাফটা কি বস্তু?”

মি: উইনকিফ্, বলিলেন, “হাঁ, এখনও ইহার নাম শুনিতে পাও নাই; কিন্তু শীঘ্রই শুনিবে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার প্রশংসা কীর্তন করিবেন। ইহার

নাম এখনও সাধারণের অজ্ঞাত, কারণ ইহার আবিষ্কারের সংবাদ এখনও প্রচারিত হয় নাই। আমি এখন পর্য্যন্ত ইহা যথাবিহিত ভাবে ‘পেটেন্ট’ করিয়া লইতে পারি নাই। যুদ্ধের পর ইহার প্রচারের ইচ্ছা আছে।”

মিঃ ব্লেক সম্মুখে বুঁকিয়া পড়িয়া যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশ দেখিতে লাগিলেন; তাহার পর মিঃ উইনকিফকে বলিলেন, “ইহা কি পদশব্দের পরিমাপক-যন্ত্র?”

মিঃ উইনকিফ বলিলেন, “হাঁ, কতকটা তাই বটে; কোন বৃদ্ধ গৃহে পাদচারণ করিলে বায়ু-তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা পেন্সিলের সাহায্যে ঐ কাগজে অঙ্কিত হইয়া যায়। নদীর জলে যে ভাবে ঢেউ উঠে, কাগজে সেই ভাবের দাগ পড়িয়া যায়। পদশব্দ লঘু হইলে সূক্ষ্ম দাগ পড়ে, শব্দ অধিকতর স্পষ্ট হইলে দাগটিও মোটা ও স্পষ্ট হয়। অত্যন্ত লঘু ও অত্যন্ত ভারি পদশব্দ ইহাতে ধরা পড়িবে। (it will reveal the lightest foot-step and the heaviest)”

মিঃ ব্লেক বলিলেন; “এখানে কেহ আসিয়াছিল ইহা কিরূপে বুঝিলে?”

মিঃ উইনকিফ যন্ত্রমধ্যস্থ কাগজে অঙ্কিত কতকগুলি লম্বমান রেখা দেখাইয়া বলিলেন, “ঐ দেখ পেন্সিলের দাগ, এই দাগের প্রথমাংশ অল্প সূক্ষ্ম, কিন্তু নীচের অংশ অধিক সূক্ষ্ম,—পেন্সিলের দাগটি মোটা হইয়া বসিয়াছে। এই দাগ বসিয়াছিল—আমি যখন এই কক্ষে প্রথমে প্রবেশ করি সেই সময়। বহু বৎসর পূর্বে যখন আমি জর্মানাধিকৃত পূর্ব আফ্রিকায় ঠিকাদারী কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় একটা পাগ্লা হাতীর আক্রমণে অতিকষ্টে আমার প্রাণরক্ষা হইলেও আমার বাঁ পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সেই পা-খানি আমার অন্ত পা অপেক্ষা দুই ইঞ্চি ছোট। এই জন্ত আমাকে চলিবার সময় একটু খোঁড়াইতে হয়, আর আমার ভাঙ্গা পা-খানি অন্ত পা অপেক্ষা জোরে মাটিতে পড়ে। আমার বাঁ পা জোরে পড়ায় ও ডান পা আস্তে পড়ায়, দাগের একাংশ অন্ত অংশ অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম হইয়াছে—তাহা দেখিতে পাইতেছ।”

মিঃ ব্রেক পেন্সিলের দাগগুলি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “হাঁ, দাগগুলি সৰু মোটা ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে বটে !”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “আরও দেখ খানিক দূরে দাগগুলি বেশী মোটা ও কোণ গুলি অধিক সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে (the angles grow more acute) এগুলি কোন্ সময়ের দাগ বুঝিয়াছ ? যখন আমি দূরে তোমার পদশব্দ শুনিয়া দ্রুতবেগে এই ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলাম ।”

মিঃ ব্রেক তাহার পরবর্তী অপরিষ্কৃত মোটা মোটা আকাবঁকা দাগগুলি দেখাইয়া বলিলেন, “কলমের কালী ফুরাইয়া আসিলে, কলমে জোর দিয়া লিখিবার চেষ্টা করিলে যে রূপ দাগ পড়ে, শেষের দাগগুলি অনেকটা সেইরূপ দেখাইতেছে ! ইহার কারণ কি ?”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “আফিসের ঘরের বাহিরে তোমার সঙ্গে যখন আমার যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় যে সকল শব্দ হইয়াছিল তাহারই দাগ । আমি এই যন্ত্র যেভাবে খাটাইয়া রাখিয়াছি (I have so adjusted the instrument that...) তাহাতে পেন্সিলের মুখে কাগজের উপর এই ঘরের ভিতরের শব্দই অঙ্কিত হইবার কথা । এই জন্ত ঘরের বাহিরে যে শব্দ হইয়াছিল—তাহা সূক্ষ্মরূপে উঠে নাই । শব্দগুলি তেমন গুরুতর না হইলে কাগজের উপর দাগ পড়িত না । শব্দ অধিক হওয়াতে অপরিষ্কৃত ভাবে দাগ পড়িয়াছে ।” (it has recorded it rather faintly.)

যন্ত্রটির মৌলিকতা ও কার্যকারিতার পরিচয় পাইয়া মিঃ ব্রেক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । তিনি মিঃ উইনকিফের উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না । তিনি নিস্তরু ভাবে কাগজের অত্যাশ্চর্য দাগগুলি দেখিতে লাগিলেন ।

মিঃ উইনকিফ্ পূর্বেক্ত দাগগুলির নিয়মিত আরও কতকগুলি দাগ দেখাইয়া মিঃ ব্রেককে বলিলেন, “তিন চারিজন এক সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলে মিশ্র পদশব্দের যে দাগ পড়ে—এগুলি সেই দাগ ।—সিন্দুক পরীক্ষার জন্ত আমরা সকলে এক সঙ্গে এই কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় ঐ দাগগুলি পড়িয়াছিল ।

এই দাগগুলি খুব কাছাকাছি—একটার প্রায় উপরে অন্টাট পড়িলেও, সাবধানে পরীক্ষা করিলে আমার, তোমার, ইন্স্পেক্টর হার্কারের এবং তোমার সহকারীর ভিন্ন ভিন্ন পদশব্দের চিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাইবে।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “আমি এই কক্ষ হইতে বাহিরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলে—আমার পদশব্দ কি ঐ কাগজে চিহ্নিত হইবে?”

মিঃ উইনক্‌ফ্‌ বলিলেন, “নিশ্চয়ই, আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।”

ইন্স্পেক্টর হার্কারকে সেই কক্ষের বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া মি উইনক্‌ফ্‌ সেই যন্ত্রের মধ্যবর্তী ধাতুনির্মিত একটি বর্জ্যলাকার বোতাম টিপিয়া দিলেন।

ইন্স্পেক্টর হার্কার সেই কক্ষের দ্বার পর্যন্ত গিয়া মিঃ উইনক্‌ফ্‌য়ের নিকট ফিডিয়া আসিলেন। মিঃ ব্লেক যন্ত্রের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—যন্ত্রস্থিত স্প্রিং পেন্সিল দ্বারা পূর্বোক্ত কাগজের উপর কতকগুলি দাগ বসিল।

মিঃ উইনক্‌ফ্‌ সেই দাগগুলি পরীক্ষা করিয়া ইন্স্পেক্টর হার্কারকে বলিলেন, “মিঃ ব্লেকের মত আমিও একটু ডিটেক্টিভগারির পারচয় দিব কি?—ইন্স্পেক্টর হার্কার, আপনি ফুটবল খেলিতে গিয়াই হোক, আর চোর ধরিতে গিয়াই হোক আছাড় খাইয়াছিলেন, ইহাতে আপনার হাঁটুর হাড় মচকাইয়া গিয়াছিল।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার সর্বস্বয় বলিলেন, “কথাটা সত্য; আপনি ইহা কিরূপে বুঝিলেন? প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে আমি একবার ফুটবল খেলিতে গিয়া পড়িয়া হাঁটুতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলাম; স্বেচ্ছা এখনও মধ্যে মধ্যে হাঁটুতে বেদনা বোধিত্তে পারি।—আপনি কিরূপে তাহা জানিতে পারিলেন?”

মিঃ উইনক্‌ফ্‌ বলিলেন, “আমার এই পেডাগ্রাফের (পাদগ্রাফ?) সাহায্যেই তাহা জানিতে পারিয়াছি। আপনি ডান পা অপেক্ষা বাঁ পায়ের উপরে একটু বেশী জোর দিয়া হাঁটিয়া থাকেন; ঐ দেখুন, পদশব্দের দাগেই তাহা ধরা পড়িয়াছে। আপনার হাঁটুর সেই বেদনা বা আড়ষ্ট ভাব অতি সামান্য বলিয়া চোখে তাহা ধরা না পড়িলেও পদবিশেষের তারতম্য এই যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছে; আর আপনার

চলিবার ভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি—ফুটবল ক্রীড়ায় আপনি অভ্যস্ত ছিলেন। এই জন্তই ফুটবল খেলিতে গিয়া আপনার হাঁটুতে আঘাত লাগিয়াছিল—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা আমার পক্ষে কঠিন হয় নাই। যাহারা হাঁটুর বেদনায় (knee trouble) কষ্ট পাইতেছে, এরূপ অনেকের চলন লক্ষ্য করিয়াছি; এজন্য এবিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু সে কথা থাক, এখন কাজের কথা বলি। দেধ ব্লেক, কাগজের উপর ঐ যে পাতলা ও সমান দাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ঐ দাগ হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে আমাদের ধস্তাধস্তির সময় অস্ত্র কোন লোক এষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক ভীক্ষুদৃষ্টিতে সেই দাগগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিলেন, “তোমার কথায় আর আমার অবিশ্বাস নাই। তোমার এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির শক্তি অসাধারণ একথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যেক ডিটেক্টিভের নিকট এই যন্ত্র এক একটি থাকা উচিত; তাহাতে তাহার তদন্তের যথেষ্ট সুবিধা হইবার কথা। ইহা দ্বারা রহস্যের গুপ্তহস্ত আবিষ্কৃত হইতে পারে।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ; আমার এই পেডাগ্রাফ বিক্রয়ের জন্ত বাজারে বাহির হইলে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশের গোয়েন্দা বিভাগে ইহা অপরিহার্য্য সরঞ্জাম বলিয়া সাদরে গৃহীত হইবে। প্রত্যেক ডিটেক্টিভ এই যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, চোর আমাদের অজ্ঞাত সারে গত রাত্রে কোন কৌশলে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—একথা তুমি বোধ হয় আর অস্বীকার করিবে না; তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত, তাহার কবল হইতে অপহৃত কাগজ পত্রগুলি উদ্ধার করিবার জন্ত কোন পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, কি প্রণালীতে তদন্ত আরম্ভ করা উচিত—তাহা তুমিই ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিবে;—কিন্তু তোমার তদন্তের সাহায্যের জন্ত আমি তোমাকে দুইটি সন্ধান দিব।”

মিঃ ব্লেক মিঃ উইনকিফের প্রতিভা, চিন্তাশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি মিঃ উইনকিফের কোন কথা অবজ্ঞা ভরে

উড়াইয়া দিবেন বা বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিবেন—এরূপ ধারণা তাঁহার মনে হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি আগ্রহ ভরে বলিলেন, “বেশ, কি বলিবে বল, তুমি অর্থোক্তিক কোন কথা বলিবে না তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।”

মিঃ উইন্‌কিফ্‌ বলিলেন, “কিন্তু তাহা শুনিয়া তুমি নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবে।—প্রথম কথা এই যে, আমরা যখন গুঁতাগুঁতি করিতে ছিলাম—সেই সময়েই কেহ এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোন উপায়ে আমার সিন্দুক খুলিয়া, আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাগজ পত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়াছে, এবং আমাদের অজ্ঞাতসারেই চম্পট দিয়াছে।—একথা তুমি প্রথমে স্বীকার না করিলেও এখন আর অস্বীকার করিবে না। এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথাটি অধিকতর বিস্ময়কর: হয় ত বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়াই তোমাদের মনে হইবে।”

মিঃ ব্রেক আগ্রহ ভরে বলিলেন, “সে কথাটি কি?”—হার্কার ও স্থিথ তাহা জ্ঞানিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া রহিলেন।

মিঃ উইন্‌কিফ্‌ বলিলেন, “যে আমার কাগজ পত্রগুলি এই ভাবে চুরী করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, সে পুরুষ নহে, স্ত্রীলোকও নহে।—সে শিশু;—অন্ততঃ তাহার পদদ্বয় শিশুর পদের মত ক্ষুদ্র!”

সপ্তম কাণ্ড

দুর্ভেদ্য রহস্যের সমাধান

মিঃ ব্লেক তাঁহার অট্টালিকার যে কক্ষটিতে বসিয়া মক্কেলদের সহিত পরামর্শ করিতেন, সেই কক্ষের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া একদিন প্রভাতে তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা মিসেস্ বার্ডেলের অজ্ঞাত ছিল। প্রভাতের খানা (breakfast) প্রস্তুত, এই সংবাদ জানাইবার জন্ত মিসেস্ বার্ডেল দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—নীলবর্ণ নিবিড় ধূমরাশিতে সেই কক্ষ একরূপ অন্ধকার, যেন গোয়ালঘরে সাঁজাল দেওয়া হইয়াছে ! সেই ধূম মিসেস্ বার্ডেলের নাকে মুখে প্রবেশ করিবামাত্র সে থক্-থক্ করিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল ; সে কাশি আর থামে না ! কাশির চোটে তাহার পাঁজরে খিল ধরিয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কাশিতে কাশিতে দম্ আট্কাইয়া মরিবার ভয়ে সে আর সেখানে না দাঁড়াইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া পলায়ন করিল।

মিঃ ব্লেক অগ্নিকুণ্ডের নিকট তাঁহার চেয়ারে বসিয়া কি করিতেছিলেন মিসেস্ বার্ডেল তাহা দেখিতে পায় নাই। মিসেস্ বার্ডেলের সেই কক্ষে প্রবেশ ও কাশিতে কাশিতে সেই কক্ষ হইতে পলায়ন লক্ষ্য করিয়া থাকিলেও ব্লেক কোন কথা বলিলেন না ; সে দিকে তখন তাঁহার খেয়াল ছিল না। আহারের জন্তও তিনি ব্যস্ত হন নাই। তিনি তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি পাইপে কড়া তামাক সাজিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ধূমপান করিতেছিলেন : দ্বার জানালা বন্ধ থাকায় ধূমে সেই কক্ষ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই ধূম মিসেস্ বার্ডেলের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করায় তাহার অবস্থা ঐরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল ! এইরূপ কড়া তামাকের খোঁয়া সে বরদাস্ত করিতে পারিত না।

মিঃ ব্লেক মিঃ উইনক্লিফের আফিস হইতে তাঁহার আবিষ্কৃত পেডাগ্রাফের

নক্সা (Pedagraph chart) লইয়া আসিয়াছিলেন, মুখে পাইপ ও জিয়া তাহাই তিনি পরীক্ষা করিতে ছিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর তিনি একখানি সাদা কাগজ লইয়া, সেই নক্সার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কতকগুলি নক্সা করিলেন; সেগুলি জ্যামিতিক রেখা-পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রের অনুরূপ (Geometrical figures), তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিলে মনে হইত—তিনি জ্যামিতির কোন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন !

শ্মিথ অদূরে বসিয়া আড় চোখে তাঁহার কাজ দেখিতেছিল; সে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, অথচ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইল না।

মিঃ ব্লেক কাগজের উপর কতকগুলি অঙ্কপাত করিলেন; তাহার পর কি হিসাব করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্মিথ আর কোতূহল দমন করিতে পারিল না; সে বলিল, “কর্তা, কাগজে ঐ সকল ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, কত কি আঁকিয়াছেন—ও কি জ্যামিতি না ত্রিকোণমিতি ?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “সহজ জ্যামিতি। বোধ হয় আমাদের কাছে আর একবার উইন্‌কিফের আফিসে যাইতে হইবে শ্মিথ !”

শ্মিথ কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া বিফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না; শীঘ্র একখান ট্যাক্সি ডাক।”

খাত্ত-সামগ্রী পড়িয়া রহিল। শ্মিথ ট্যাক্সি লইয়া অবিলম্বে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র মিঃ ব্লেক তাহাকে লইয়া মিঃ উইন্‌কিফের আফিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি লইয়া অতি সন্তুর্পণে চলিল; কারণ সেদিন প্রভাতে যে কুআটিকার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার গাঢ়তা ক্রমেই বর্ধিত হইতেছিল।

সেই কুআটিকার বর্ণ পীতাব নহে, তাহার বর্ণ শুভ্র বাষ্পবৎ; আমাদের দেশে শীতকালের প্রভাতে যেরূপ কুআটিকা দৃষ্টিগোচর হয় অনেকটা সেইরূপ। টেম্‌স্‌ নদীর বক্ষ হইতে আবির্ভূত হইয়া, ক্রমে তাহা সমগ্র লণ্ডনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

তাহার গাঢ়তা বর্দ্ধিত হওয়ায় রাজপথে গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লাগিবার আশঙ্কা ছিল। এই জন্ত সকল গাড়ীই বশীকর্ষন করিতে করিতে সতর্ক ভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিল।

মিঃ উইনকিফের আফিসের সম্মুখে আসিয়া ট্যান্ডি থামিলে মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া বাগ্রভাবে আফিসের সোপানগুলি অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

মিঃ উইনকিফ তখনও তাঁহার আফিসে বসিয়া ছিলেন; তিনি কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে উদ্বেগের ও নিরাশার চিহ্ন পরিষ্কৃত।—তিনি মিঃ ব্লেককে দেখিয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

মিঃ উইনকিফ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বলিলেন, “এখনও এখানে বসিয়া আছ ?—কোন উপায় স্থির করিতে পারিলে ?”

মিঃ উইনকিফ বলিলেন, “কিছু না! বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিতেছি; কি যে করি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তীরে আসিয়া ডুবিলাম হে! কি আপশোষ!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইন্ডেন্‌গন্ বোর্ডে খবর দিয়াছ ?”

মিঃ উইনকিফ বলিলেন, “না, খবর দিই নাই; আমার সে সাহস পর্য্যন্ত নাই! খবর দিব মনে করিয়া টেলিফোনের রিসিভার হাতে লইয়াছিলাম—কিন্তু তখনই তাহা নামাইয়া রাখিলাম। এমন কি, কথাটা আমার মেয়েকেও জানানাইতে পারি নাই! ওং, আমার এই বিপদের কথা শুনিলে সে কি মনে করিবে? আমি তোমার নিকট হইতে কোন খবর পাইব, এই আশায় অপেক্ষা করিতে ছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি এই রহস্তের কোন না কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিবে। শুনিয়াছি তুমি অসাধ্য সাধন করিতে পার!—কোন সন্ধান পাইলে কি?”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, এ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই; অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া কোন ফল পাই কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে আসিলাম।”

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে পেডাগ্রাফের নক্সা বাহির করিয়া ডেস্কের উপর প্রসারিত করিলেন, এবং তাহার কয়েকটি অংশ পরীক্ষা করিয়া, সম্মুখের বাতায়ন হইতে আফিসের কোণে সংস্থাপিত লোহার সিন্দকের দূরত্বের মাপ লইলেন। সেই কক্ষের অন্ত কোণে অগ্নিকুণ্ড ছিল; বাতায়ন হইতে তাহার দূরত্বও মাপিয়া দেখিলেন।

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “ও সকল মাপিয়া দেখিবার কারণ কি? চোর চিম্নের ভিতর দিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল—এইরূপ সন্দেহ হইয়াছে না কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অসম্ভব কি?”—তিনি জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া আই-গ্যাসের সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিলেন। তিনি জানালার ফ্রেমের বাহিরের ও ভিতরের অংশ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া মিঃ উইনকিফ্ বিজ্রপের স্বরে বলিলেন, “হাঁ, শয়তান বেটা পাখা বাহির করিয়া ঐ জানালা দিয়া আমার আফিসে ঢুকিয়াছিল,—কার্য্যোদ্ধার করিয়া আবার ঐ জানালা দিয়াই বাহিরে উড়িয়া গিয়াছে!”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, শুনিয়াছি—শয়তানের পাখা আছে।”

অনন্তর তিনি স্মিথকে বলিলেন, “স্মিথ, চল আমরা বাহির হইতে ঘুরিয়া আসি।”

তঁাহাদিগকে প্রস্থানোত্তত দেখিয়া মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “না খাইয়াই আসিয়াছিলে না কি? পেট ঠাণ্ডা করিতে চলিলে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কার্য্যের বিলম্ব আছে। আমরা আর একটা কাজ শেষ করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।”

স্মিথ মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেক উইনকিফের আফিসে আসিয়া কি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অংশের মাপ লইলেন, স্মিথ তাহা বুঝিতে না পারিলেও, মিঃ ব্লেক যে একটা কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

মিঃ ব্লেক পথে আসিয়া সার্কাস পর্য্যন্ত স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে

লাগিলেন; শ্রম কিছুর বৃত্তিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সার্কাসের এক পাশে কতকগুলি আফিস ছিল। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার বিভিন্ন অংশে সেই সকল আফিস সংস্থাপিত। একটা সাধারণ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বিভিন্ন আফিসে প্রবেশ করিতে হইত। একট কক্ষচারীর উপর সেই অট্টালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল। সিঁড়ির পাশেই তাহার বসিবার স্থান। বিভিন্ন ঘরের ভাড়াটেদিগকে (tenants) তাহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে হইত।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমি একবার এই বাড়ীর ছাদে উঠিতে চাই।”

লোকটি তাঁহার কথা শুনিয়া হা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তিনি তাহাকে কি একটা অসম্ভব কথা বলিয়াছেন! সে তাঁহার মনের ভাব বৃত্তিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল, “আপনি এই অট্টালিকার ছাদে উঠিবেন? এরূপ খেয়ালের কারণ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার তাহাতে আপত্তি কি?”

লোকটি পকেট হইতে কিছুট বাহির করিয়া তাহা চৰ্চণ করিতে করিতে বলিল, “না মহাশয়, আপনাকে ছাদে যাইবার হুকুম দিতে পারিব না; আর একবার একটা লোক ছাদে উঠিয়া আমার পায়রা চুরী করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার সে ভয় নাই বাপু!—আমার পাখী-টাকির সখ নাই, (I am not a bird-fancier) আমার পরিচয় জানিতে পারিলেই বৃত্তিবে আমি সত্য কথা বলিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে তাঁহার নামের কার্ড বাহির করিয়া লোকটির হাতে দিলেন; সে কার্ডখানির উপর চোখ বুলাইয়া পুনরবার তাঁহার মুখে দিকে চাহিল। তাহার মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; সে নিতান্ত ভালমানুষ সাজিয়া বলিল, “আপনাকে চিনিতাম না মহাশয়! কিছু মনে করিবেন না। আপনি ছাদে উঠিবেন—তাহাতে কি আপত্তি করিতে পারি? আপনি অনায়াসে যাইতে পারেন।”

মিঃ ব্লেক শ্বিথকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা উভয়ে ছাদে উঠিলেন। প্রকাণ্ড ছাদ, সমতল। দুই পাশের অস্ত্রাস্ত্র অট্টালিকার ছাদের সহিত এই ছাদের যোগ ছিল। মিঃ ব্লেক সেই ছাদের ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নীচের দিকে চাহিলেন; নীচে সার্কাসের বাড়ীর ছাদ, তাহার চারি দিকে প্রায় পাঁচ ফিট উচ্চ আলিসা।

ছাদের উপর কতকগুলি পোষা পায়রা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন সেগুলি সেই অট্টালিকার রক্ষীর পায়রা। ছাদের এক প্রান্তে চিম্নীর ঘের; সেই ঘের-সংলগ্ন পায়রার ঘর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পায়রার ঘরটি কাঠনির্মিত, তাহার ভিতর ছোট ছোট খোপ। পায়রার ঘরটি নূতন রঙ্গ করা হইয়াছিল।

পায়রার ঘর পরীক্ষা করিবার জন্ত মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হইল না; তিনি চিম্নীর ঘেরটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে উল্লাসসূচক অশ্রুট ধ্বনি বাহির হইল; তাহা শুনিয়া শ্বিথ সরিয়া গিয়া সাগ্রহে চিম্নীর ঘেরটি দেখিতে লাগিল। তাহার পর সে মিঃ ব্লেককে বলিল, “ব্যাপার কি কর্ত্তা! আপনি কি কোন স্ত্রের সন্ধান পাইয়াছেন?”

মিঃ ব্লেক একটি অশ্রুট লম্বা দাগের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিলেন। সেই দাগটি চিম্নীর ঘেরের চারিদিকে দেখা যাইতেছিল। চিম্নীর ঘেরের গোড়ায় যে ময়লা জমিয়াছিল—তাহার খানিকটা উঠিয়া গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই ঘেরের এক কোণ হইতে কি একটা জিনিস সংগ্রহ করিয়া পকেটে পুরিলেন, তাহা শনের দড়ির আঁশ বলিয়াই শ্বিথের মনে হইল।

শ্বিথ বলিল, “ও কি কর্ত্তা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “রহস্তের যৎসামান্য সূত্র, পরে কাজে লাগিতে পারে।”

মিঃ ব্লেক শ্বিথকে সঙ্গে লইয়া ছাদের আলিসার নিকট উপস্থিত হইলেন; সেখানেও তিনি রহস্তের একটু সূত্র পাইলেন। তাহা দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু শ্বিথ দেখিল—কাল সিমিণ্টের উপর একটা লম্বা আঁচড়ের দাগ (a vertical scratch) ভিন্ন তাহা আর কিছুই নহে!

মিঃ ব্লেক অতঃপর সেই ছাদের অন্ত্রাঙ্গ অংশ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না ; তখন তিনি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন । শ্বিথও তাঁহার অনুসরণ করিল ।

পূর্বোক্ত রক্ষী মিঃ ব্লেককে বলিল, “ছাদের উপর কোন চোর লুকাইয়া আছে না কি বর্ত্তা ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না হে বাপু ! চোর ডাকাতির কোন সন্ধান পাইলাম না ।”

রক্ষী ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, “আপনিই ত রবার্ট ব্লেক ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হাঁ, সেই রকমই ত বোধ হয় । কেন বল দেখি ?”

রক্ষী বলিল, “আপনি ত তবে সার্জেন্ট প্যাঞ্জেটকে চেনেন ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার দুর্ভাগ্য—আমি তাহাকে চিনি না । কে সে ?”

রক্ষী ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল, “আপনি সার্জেন্ট প্যাঞ্জেটকে চেনেন না, তাহা হইলে কি করিয়া স্বীকার করি—আপনি নামজাদা ডিটেক্টিভ ? সার্জেন্ট প্যাঞ্জেট আমার মামাত ভাই । সে বিখ্যাত ডিটেক্টিভ, তাহাকে না চেনে কে ?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “না, আমি এখনও তত বড় ডিটেক্টিভ হইতে পারি নাই ; যখন বড় ডিটেক্টিভ হইব—তখন বোধ হয় তোমার ভাইকে চিনিতে পারিব । এখনও তাহার দেৱী আছে ।”

মিঃ ব্লেক ও শ্বিথ সেই অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া পথে আসিলেন, এবং পাশের একটি অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন । সেই অট্টালিকায় কলোনিয়াল কোম্পানীর আফিস । মিঃ ব্লেক আফিসের গ্রহরীয় অনুমতি লইয়া সেই অট্টালিকার ছাদে উঠিলেন । এই ছাদটি পাশের ছাদ অপেক্ষা অনেক উচ্চ ; ইহা ভিন্ন সেই ছাদের অন্ত কোন বিশেষত্ব ছিল না । মিঃ ব্লেক এই ছাদটি পরীক্ষা করিয়া, পূর্বোক্ত ছাদের অনুরূপ দ্বিবিধ রহস্য-সূত্র আবিষ্কার

করিলেন। (two clues which were identical with those found upon the other roof)

কিন্তু মিঃ ব্লেক এই ছাদে আসিয়া চিমনির বোরের কাছে কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইলেও একটি স্থল খাট খুঁটায় তাহার দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হইল। কতকগুলি সৰু ও মোটা তার (wires and cables) এই খুঁটাটি আশ্রয় করিয়া নানা দিকে প্রসারিত ছিল। এই খুঁটার গোড়ায় তাহার দুই তৃতীয়াংশ ক্যাপিয়া একটা লম্বা দাগ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল।

এই ছাদটিরও কিনারা অমুচ্চ আলিসা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মিঃ ব্লেক ছাদসংলগ্ন টেলিফোনের খুঁটার (telephone pole) নিকটে দাঁড়াইয়া তাহা পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর আলিসার নিকট গিয়া, তাহার উপর খুঁকিয়া পড়িয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং অক্ষুণ্ণবরে বলিলেন, “যা ভাবিয়াছিলাম—ঠিক তাই! উপরের ময়লার স্তরটা লম্বালম্বি ভাবে উঠিয়া গিয়াছে!”

মিঃ ব্লেক দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বিভিন্ন পথে নানা প্রকার শব্দ ও পথিকগণের গমনাগমন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু শুভ্র কুয়াসার ভিতর দিয়া সুস্পষ্টরূপে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তিনি স্নিগ্ধকৈ বলিলেন, “চল, শীঘ্র উইন্‌কিফের আফিসে ফিরিয়া যাই।”

মিঃ ব্লেক মিঃ উইন্‌কিফের আফিসে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন উইন্‌কিফ তখনও তাহার আফিসে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

মিঃ ব্লেক মিঃ উইন্‌কিফের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ভাবে বলিলেন, “আশার শেষ নাই উইন্‌কিফ!”

মিঃ উইন্‌কিফ বলিলেন, “তবে কি আমার কাগজ-পত্রগুলি পাইয়াছ? চোর ধরা পড়িয়াছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ডিম ফুটিবার আগে ছানা গণিবার অভ্যাস আমার নাই; কিন্তু ডিম ফুটাইবার যন্ত্রট (incubator) আমি দেখিতে পাইয়াছি। তোমার টেলিফোনে আমার একটু দরকার আছে।”

মিঃ ব্লেক টেলিফোনের ‘রিসিভার’ তুলিয়া লইয়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ইন্স্পেক্টর হার্কারকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে ইন্স্পেক্টর হার্কার টেলিফোনে সাড়া দিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হার্কার আসিয়াছ? উত্তম। হুত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি! শীঘ্র তোমাকে চাই, উড়িয়া আসিবে, বুঝিয়াছ?”

মিঃ ব্লেক রিসিভার রাখিয়া দিলেন। মিঃ উইনকিফ্ সন্ধিয়ায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “তোমার কথা কি সত্য ব্লেক! তুমি কি দস্যুর অনুসরণ করিতে পারিবে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সেই রকমই আশা করি।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “কোন্ হুত্রে দস্যুর সন্ধান পাইলে বল ত। তাহারা কে? কি কোশলে তাহারা আমার আফিসে প্রবেশ করিয়া চুরী করিয়াছিল?”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “সে সকল কথা পরে শুনিতে পাইবে।”

তিনি সম্মুখের জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন; সেখানে একখানি টেবিল ছিল, মিঃ উইনকিফ্ সেই টেবিলে নক্সা আঁকিতেন (drawing table)। মিঃ ব্লেক টেবিলখানি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই জানালা দিয়া সম্মুখের বাড়ীর দিকে ভীক্ষুদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

দুই এক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, “হার্কার এখানে পৌছিতে আর কত দেরী করিবে? আমি যে অবিলম্বে তাহাকে চাই। সে আসিতে বিলম্ব করিলে সকল সুযোগ নষ্ট হইবে; হয় ত আমার সকল চেষ্টা বিফল হইবে।”

মিঃ উইনকিফ্ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেকের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন; এবং মিঃ ব্লেক জানালার বাহিরে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু শুভ কুস্মটিকারাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না!

মি: উইনকিফ্ জু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “তুমি ওরকম আগ্রহের সঙ্গে কি দেখিতেছ ব্রেক ! বোবা সাজিও না ; আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।”

মি: ব্রেক ঈষৎ হাসিয়া মুহূর্ত্তে বলিলেন, “না, আমি বোবা হই নাই।”

মি: উইনকিফ্ বলিলেন, “তবে তুমি কি দেখিতেছ ?”

মি: ব্রেক বলিলেন, “কুয়াশা !”

মি: উইনকিফ্ বলিলেন, “কুয়াশা ! ও রকম আগ্রহে কুয়াশা দেখিবার উদ্দেশ্য কি ? না, তুমি আমার সঙ্গে ভাঁড়ামী করিতেছ ! তোমার মনের কথা খুলিয়া বলিতেছ না। দম্পত্যের দেখিতে পাইয়াছ কি ? তাহাদের পরিচয় পাইয়াছ ? কে তাহারা ?”

মি: ব্রেক বলিলেন, “ঠিক বলিতে পারিতেছি না : তবে আমার বিশ্বাস, দম্পত্যি ব্যাট দুই একজন অন্তর সঙ্গে লইয়া এই খেলা খেলিয়াছে ! তাহাদের কোন কোন কীর্ষি আমার বেশ স্মরণ আছে।”

মি: উইনকিফ্ বলিলেন, “এইরূপ সন্দেহ করিয়াছ ! উল্লেখযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করিতে পার নাই ?”

মি: ব্রেক বলিলেন, “পারিয়াছি বৈ কি ; বোধ হয় তাহাদের প্রধান আড্ডা—অন্ততঃ আপাততঃ তাহারা যে স্থানে অস্থায়ীভাবে আড্ডা লইয়াছে—সেই স্থানটি আবিষ্কার করিয়াছি।”

মি: উইনকিফ্ বলিলেন, “কোথায় তাহারা আড্ডা লইয়াছে ?”

মি: ব্রেক বলিলেন, “নিকটেই ; এত নিকটে যে, এখান হইতে টিল ছুড়িলে সেখানে গিয়া পড়ে !” (a stone-throw from here.)

মি: উইনকিফ্ বলিলেন, “কি সৰ্কনাশ ! তুমি বলিতেছ কি ?”

মি: ব্রেক বলিলেন, “আমার যাহা বিশ্বাস হইয়াছে—তাহাই বলিলাম। আমার ধারণা হইয়াছে—সন্মুখের বাড়ীটার তেতালায় তাহাদের আড্ডা হইয়াছে।”

মি: ব্রেকের কথা শুনিয়া মি: উইনকিফ্ ও শ্রিত উভয়েরই মুখ হইতে এক সঙ্গে বিস্ময়হচক অশ্রুট ধ্বনি নির্গত হইল !

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “আমাদের সম্মুখে রাস্তার ও-পাশে ত অনেকগুলি বাড়ী আছে ; তুমি কোন্ বাড়ীর কথা বলিতেছ ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সার্কাসের ওদিকে যে লম্বা কদাকার তেতালা বাড়ী,— ‘গথিক’ জানালার ব্যর্থ অনুকরণে যাহার জানালাগুলি নির্মিত ।” with the bad imitation Gothic windows)

মিঃ উইনকিফ্ অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া পুনর্বার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, “তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না ! ঐ ঘরে তাহারা আড্ডা করিয়াছে, ইহা কিরূপে জানিতে পারিলে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কয়েকটি স্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি । ইহা আমার যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত ; কিন্তু এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত যে অশ্রদ্ধা, ইহা এখন সপ্রমাণ করিতে হইবে । সার্কাস পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাইলে আমার কাজের বড়ই সুবিধা হইত ।”

মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে তাঁহার মণিবন্ধসংবদ্ধ ঘড়ির (wrist watch) দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । শ্বিথ কোটের পকেট হইতে স্ফটিকনির্মিত পরকলা- (a pair of prism-glasses) জোড়াটা বাহির করিয়া বলিল, “কর্ত্তা, আমি এই পরকলা-জোড়াটা লইয়া আসিয়াছি ; ইহার ভিতর দিয়া দেখিলে সার্কাস পর্য্যন্ত বোধ হয় বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন । কুয়াসা হইয়াছে—এ কথা আমার স্মরণ ছিল না ; যদি কাজে লাগে এই আশায় ইহা লইয়া আসিয়াছিলাম ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চারি দিক পরিষ্কার থাকিলে উহার সাহায্যে আমার আশা পূর্ণ হইত বটে, কিন্তু গাঢ় কুয়াসা ভেদ করিয়া উহার ভিতর দিয়া কিছুই—”

মিঃ উইনকিফ্ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া তাঁহার বাম বাহুল সজোরে টিপিয়া ধরিলেন, এবং আগ্রহ ভরে বলিলেন, “তোমাকে হতাশ হইতে হইবে না, ব্লেক ! আমি তোমার এই অনুবিধা দূর করিতে পারিব ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বটে ! কিরূপে ?”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, আমি দেখাইতেছি ।”

মিঃ উইনকিফের আফিসের এক কোণে একটি আলমারি ছিল ; তিনি

তাড়াতাড়ি সেই আলমারির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আলমারির এক প্রান্তে একটি অদৃশ্য স্প্রিং (a hidden spring) ছিল। তিনি হাত বাড়াইয়া সেই স্প্রিংটির উপর অঙ্গুলীর চাপ দিতেই আলমারির কপাট সবেগে খুলিয়া গেল।

মিঃ উইনকিফ্‌ আলমারির ভিতর হইতে একটি যন্ত্র বাহির করিলেন। সমুদ্র উপকূলের প্রহরীদের ব্যবহারের জন্য যে প্রকার বৃহদাকার দূরবীণ (a coast-guard's large telescope) সরবরাহ করা হয়, এই যন্ত্রটিও দেখিতে সেইরূপ; কিন্তু ইহার পরকলা-জোড়াটা (prism-glasses) যেন কোন দানবের (a giant) চক্ষুযুগল!

মিঃ উইনকিফ্‌ সেই যন্ত্রটি টেবিলের উপর রাখিয়া, একটি ত্রিপদ (tripod) বাহির করিলেন। এই ত্রিপদটি কলের কামানের ত্রিপদের অনুরূপ। (not unlike the tripod of a machine-gun)—মিঃ উইনকিফ্‌ টেবিলের উপর হইতে যন্ত্রটি নামাইয়া পূর্বোক্ত জানালার সম্মুখে রাখিয়া সেই ত্রিপদের সঙ্গে আঁটিয়া দিলেন।

ফটোগ্রাফের ক্যামেরা, কাহারও ছবি তুলিবার পূর্বে, যে ভাবে খাটাইয়া লওয়া হয়, এই যন্ত্রটি জানালার সম্মুখে সেই ভাবে খাটাইয়া লইয়া মিঃ উইনকিফ্‌ ফটোগ্রাফারদের ব্যবহারযোগ্য একখানি কাল বনাত (a black photographer's cloth) মিঃ ব্লেকের স্বন্ধে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “আমার এই যন্ত্রের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখ, কুয়াশায় তোমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইবে না।”

মিঃ উইনকিফ্‌ যে সকল জোগাড়-যন্ত্র করিতেছিলেন, মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধ ভাবে তাহা দেখিতেছিলেন। তিনি এই যন্ত্রটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—মিঃ উইনকিফ্‌ দীর্ঘকালের চেষ্টায় যে অপূর্ব শক্তি-সম্পন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং যাহার নির্মাণ-কৌশল সংক্রান্ত কাগজ-পত্র ব্যাট কর্তৃক পূর্ব-রাত্রে অপহৃত হইয়া, ইংরাজ জাতির মহাশত্রু জার্মানদের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল—ইহাই সেই নবাবিস্কৃত যন্ত্র!

যন্ত্রটি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের হৃদয় বিস্ময় ও পুলকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—এই যন্ত্রের বিস্ময়কর কার্যকারিতা যখন ইংরাজের মিত্র শক্তি

পুঞ্জের মন্ত্রণাসভায় (in the councils of the Allied nations) পরীক্ষিত হইবে, তখন তাঁহাদের হৃদয় কি বিপুল আনন্দে ও উদ্দীপনায় অধীর হইয়া উঠিবে! মিঃ উইনকিফ্ সমগ্র ইংরাজ জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, তাঁহার সম্মান ও গৌরবের সীমা রহিবে না; কিন্তু তৎপূর্বেই যদি ইহা শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়, তাহা হইলে মিঃ উইনকিফের সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে; প্রবল পরাক্রান্ত জার্মান জাতি সমুদ্রে অপরাভ্যেয় হইয়া উঠিবে।—শেষে কি ইংরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী জার্মানদের অক্ষশায়িনী হইবেন?—আশঙ্কা ও উদ্বেগে মিঃ ব্লেকের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সেই যন্ত্রের সম্মুখে গিয়া মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ফটোগ্রাফার ছবি তুলিবার সময় যে ভাবে মস্তক আবৃত করে—স্বল্পস্থিত কাল বনাতথানি দ্বারা সেই ভাবে মস্তক আবৃত করিলেন।

মিঃ ব্লেক পরকলায় দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলেন না; বাহিরে কুয়াসার ভিতর দিয়া যেমন কিছুই দেখা যাইতেছিল না, ভিতরেও সেইরূপ ধূস্রাকার!—মিঃ ব্লেক অধীর স্বরে বলিলেন, “এ কি হইল উইনকিফ্? ধোয়া ছাড়া আর কিছুই যে দেখিতে পাইতেছি না!”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “দূরত্ব অনুসারে লক্ষ্য স্থির করিয়া নামাইয়া লও। (focusing down) —উহার লক্ষ্য আছে আঠার মাইল দূরে।—সেই ভাবেই উহা খাটান আছে। লক্ষ্য স্থির হইলে বলিও—আমি ‘রেগুলেটর’ ঘুরাইয়া দিব।”

মিঃ ব্লেক বনাতের ভিতর মাথা ঝাঁকাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; তাহার পর মিঃ উইনকিফের উপদেশের অনুসরণ করিলেন। অল্পকাল পরে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কুয়াসারশি ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া একটি স্ফুহৎ শুভ রত্ন (a big white cercle) দুইটি সূদীর্ঘ কাঁটা দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া (intersected by two great pointers) তাঁহার নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইল। তখন একটি অতি প্রকাণ্ড ঘড়ি তাঁহার চক্ষুর উপর ভাসিতে লাগিল। সেই ঘড়ি একরূপ বিশালাকার প্রতীয়মান হইল যে, ‘বিগ্ বেন’ (Big Ben) নামক পৃথিবীর বৃহত্তম ঘড়িও তাহার তুলনায় ক্ষুদ্র!

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, সম্মুখের বাড়ীর গদুজের উপর

যে ঘড়ি আছে—তাহাই তিনি দেখিতে পাইতেছেন ! মিঃ উইন্কিফের আবিষ্কৃত যন্ত্রের ভিতর দিয়া দৃষ্টিপাত করায় কেবল যে কুম্বাসার অন্ধকার অপসারিত হইল এরূপ নহে, দৃশ্যমান বস্তুও অতি বৃহৎ ও সুস্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ হইল—ইহা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেকের আনন্দ ও বিশ্বয়ের সীমা রহিল না !

মিঃ ব্লেক উৎসাহ ভরে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “উইন্কিফ ! ‘রেগুলেটর’ নামাইয়া দাও।”

মুহূর্ত্ত পরে সেই অট্টালিকার আলিসার উপর মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হইল। তিনি আলিসার উপর একটা বৃহদাকার কাক দেখিতে পাইলেন ; এত বড় কাক তিনি পৃথিবীর কোন দেশে কখন দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হইল না। শেষে বুঝিলেন—সেটি কাক নহে, ক্ষুদ্রচড়াই পাখী !

অতঃপর সেই অদ্ভুত যন্ত্রের পরকলা সেই তেতালার একটি বাতায়নে সন্নিবিষ্ট হইল। বাতায়নটি তেমন বৃহৎ না হইলেও মিঃ ব্লেক বাতায়ন-পথে সেই কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর বিশ্বয়হৃৎক অশ্রুট শব্দ করিয়া উঠিলেন।

মিঃ উইন্কিফ ও শ্মিথ তাঁহার পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন।—শ্মিথ বলিয়া উঠিল, “ব্যাপার কি কর্ত্তা ! কি হইল ?”

মিঃ ব্লেক কোন উত্তর দিলেন না। তিনি দুই হাতে কাল বনাতের দুই মুড়া মাথার উপর ধরিয়া রাখিয়াছিলেন ; মিঃ উইন্কিফ দেখিলেন—উৎসাহ ও উত্তেজনায় তাঁহার হাত দু’খানি কাঁপিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক মিনিট-দুই পরে বনাতখানি মাথার উপর হইতে সরাইয়া ফেলিয়া মিঃ উইন্কিফের মুখের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু ব্লেকের মুখ ভাবসংস্পর্শহীন, মুখ দোঁষিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার উপায় ছিল না ! তাঁহার চক্ষু হুটি ঘেন্না জ্বলিতেছিল।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “সৌভাগ্যের বিষয় বটে ! তাহার ঐ ঘরেই আছে।”

শ্মিথ বলিল, “কাহার, কর্ত্তা ! আপনি কাহাদের কথা বলিতেছেন ?”

সেই সময় ইন্সপেক্টর হার্কির হুণ্-দাপ্ শব্দ করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া বলিলেন, “খবর কি ব্লেক! চোরের সন্ধান পাইয়াছ না কি? না, তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়াছ?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “তুমি যে হাঁপাইতেছ! অত ব্যস্ত হইও না, তাহারা এখনও ধরা পড়ে নাই; কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া সতর্ক ভাবে চেষ্টা করিলে তাহাদের গ্রেপ্তার করা অসম্ভব হইবে না।—সম্মুখের ঐ তেতাল্লা বাড়ী—এখান হইতে বড় জোর ষাট গজ হইতে পারে; ঐ অট্টালিকার তেতাল্লার কুঠুরীতে এখনও তাহারা আছে!—স্মিথ, তুমিও চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে।”

স্মিথ কোন কথা না বলিয়া পূর্বোক্ত যন্ত্রটির কাছে সরিয়া গেল, এবং কাল বনাতখানি মাথার উপর টানিয়া দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তেতাল্লার কক্ষটির ভিতরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। স্মিথের মনে হইল, সে সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়া বায়ুস্রোতের ছবি দেখিতেছে!

স্মিথ দেখিল, কক্ষটি ক্ষুদ্র; সেই কক্ষের আসবাবপত্রাদি দেখিয়া তাহাকে আফিস বলা চলে না। কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি অপরিচ্ছন্ন টেবিল; সেই দারুণ নীতেও অগ্নিকুণ্ডে আগুন নাই। মেঝের উপর দুইটি অনতিবৃহৎ পোর্টম্যান্টো। পোর্টম্যান্টো দুইটির পাশেই দুইটি বড় বড় বাঙিল দৃষ্টগোচর হইল; কিন্তু বাতায়নের শাশি অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়া, এবং বাঙিল দুইটি শাশির আড়ালে পড়ায়, বাঙিলে কি আছে তাহা স্মিথ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না; কিন্তু তাহার ধারণা হইল—সে দুটি সৰু তারের বাঙিল (coils of thin wire)।

স্মিথের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সে সেই কক্ষের প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে দেখিল, সেই কক্ষে টেবিলের নিকট তিন জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। স্মিথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সেই তিন জনের একজন লম্বা জোয়ান; তাহার মুখে ঘন দাড়ি গোঁফ, মাথায় লম্বা চুল। দাড়ি গোঁফ চুল—সমস্তই পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে! সেই রকম প্রকাণ্ড জোয়ানের ঐ রকম পাকা চুল ও বিলকুল সাদা দাড়ি গোঁফ দেখিয়া

তাহা পরচুলা বলিয়াই স্থিথের সন্দেহ হইল।—লোকটির সম্মুখে টেবিলের উপর একটি নক্সা প্রসারিত ; নক্সাখানি নীল কালীদ্বারা অঙ্কিত।—স্থিথ বৃত্তিতে পারিল তাহা যিঃ উইন্‌কিফের অপহৃত নক্সা !

জোয়ানটি নক্সাখানির দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া তাহার পার্শ্বস্থ লোকটিকে কি বুঝাইয়া দিতেছিল। এই লোকটি ক্রুশ, তাহার মুখে দাড়ি গৌফ নাই ; সে বালকের স্তায় খর্ব্বকায় ; তাহার মাথায় কাল টুপি, গলায় লাল ক্রমাল বাঁধা। তাহার পশ্চাতে আর একজন লোক অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া ছিল ; স্থিথ তাহার মুখ দেখিতে পাইল না।

পূর্বোক্ত জোয়ানটি হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া তাহার সঙ্গীদের কি বলিল। যে ব্যক্তি তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল—সে সরিয়া গিয়া একটা পোর্টম্যান্টো খুলিয়া ফেলিল। স্থিথ বলিল, “কর্ত্তা চিনিয়াছি। ঐ জোয়ানটা মুখে পাকা দাড়ি গৌফ আঁটিয়াছে, মাথায় পাকা পরচুলা দিয়াছে,—কিন্তু ও চেহারা ত লুকাইবার নহে, ও নিশ্চয়ই ব্যাট ! আর উহার সঙ্গীদের একজন মাদ্রানো—সান্তা মেরিয়ার সেই সার্কাসওয়াল বদমায়েস স্প্যানিয়াডটা। তৃতীয় ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম না, লোকটা সম্ভবতঃ জর্জানীর কোন গুপ্তচর !”

অষ্টম কাণ্ড

অনুসরণ

মিঃ ব্লেককে নির্ধাক দেখিয়া স্থিথ উত্তেজিত স্বরে পুনর্বার বলিল, “হাঁ, কর্তা, এ নিশ্চয়ই ব্যাটের দল। ঐ পাকাচুলো জোয়ানটা যদি ব্যাট নয় হয় ত আমি—”

এতক্ষণে ইন্স্পেক্টর হার্কারের মুখে কথা বাহির হইল, তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, “তুমি বলিতেছ কি স্থিথ!—তাহাদের কোথায় দেখিলে শীঘ্র বল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মাথায় বনাত ঢাকা দিয়া ঐ যন্ত্রের ভিতর চাহিয়া দেখ। কিন্তু এখানে আবারে আর বিলম্ব করিলে চলিবে না; পাখী উড়িবার পূর্বে খাঁচায় পুরিতে হইরে।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার স্থিথকে সরাইয়া দিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইলেন। যন্ত্রটি কিরূপ অসাধারণ আবিষ্কারের ফল, কুয়াসার ভিতর দিয়াও লক্ষ্য বস্তু কিরূপ পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতেছিল—তাহা চিন্তা করিয়া তাহার বিস্মিত হইবার অবসর ছিল না। তিনি পুলিশের লোক—এ সকল রসে বঞ্চিত; সুতরাং এই যন্ত্রের নির্মাণ-কৌশল তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। তিনি হুই এক মিনিট যন্ত্রের ভিতর দিয়া নির্নিমেঘ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, “তাই বটে!—ঐ না কি দস্যুর আড্ডা?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “আফিস বল। আজ কাল অনেক দস্যুই এক একটা আফিস খুলিয়া বসিয়াছে! সেই আফিসে বসিয়া তাহারা বৈধভাবে ডাকাতি করে, পুলিশের ফাঁদে ধরা দেয় না।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “বৈধভাবে ডাকাতি কি রকম?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া বাক্-চাতুর্যে নির্বোধ-

দেয় ভুলায়। বৈধভাবে তাহাদের অর্থ লুণ্ঠন করে! কেহ দৈবলক্ষ্য মাহুলী বিক্রয় করিয়া—ভাল চাকরীর ও মামলায় জয়লাভের লোভ দেখায়, কেহ সালসা খাওয়াইয়া বৃদ্ধকে যুবক করে, কেহ তিন টাকায় বাবু সাজায়, কেহ বা অমুক 'ব্রাদার-ইন্-ল' কোম্পানী নাম দিয়া যৌথ কারবার খুলিয়া বসে; নির্কোষের দল লাভের আশায় 'সেয়ার' কিনিয়া অবশেষে নিতম্বে করাঘাত করিয়া আর্জনাৎ করে। ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি চতুর দম্ভ। কিন্তু তোমাদের সাধ্য নাই—তাহাদিগকে গ্রেপ্তার কর।—সে কথা যাক, ঐতিহাসিক লোক দেখিতে পাইলে কি?"

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, "হাঁ, তিন মূর্ত্তিই বটে!"

মি: ব্লেক বলিলেন, "উত্তম; উইন্কিফ্, আমরা উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবার পূর্বে তুমি তোমার আসামীদের একবার দেখিয়া লও।"

ইন্স্পেক্টর মাথা হইতে বনাতখানি সরাইয়া ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলে মি: উইন্কিফ্ তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

মি: উইন্কিফ্ লোক তিনটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ইহাদের মধ্যে ব্যাট কোনটা?"

মি: ব্লেক বলিলেন, "মুখে পাকা দাড়ি গোঁফ, মাথায় লম্বা পাকা চুল—একটা জোয়ান দেখিতে পাইতেছ।—ঐটিই পালের গোদা ব্যাট,—ছদ্মবেশে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ।"

মি: উইন্কিফ্ বলিলেন, "গলায় লাল রুমাল বাঁধা, হৃৎমনের মত চেহারা, ঐ বেঁটে লোকটা কে?"

মি: ব্লেক বলিলেন, "ও বেটা স্প্যানিয়র্ড, ব্যাটের একটি বিখ্যাত অনুচর।"

মি: উইন্কিফ্ সক্রোধে বলিলেন, "আর একটা লোক; উঃ, কি উহার আশ্চর্য! আমার নক্সাখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে পুরিল! ইচ্ছা হইতেছে এক ঘূসিতে উহার দুইপাট দাঁত—"

মি: ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "ও একটা জর্মান, তোমার আবিষ্কার সংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলি উহারই মারফৎ বোধ হয় অবিলম্বে দেশান্তরে প্রেরিত

হইবে। উহাদের গ্রেপ্তার করা হইলে, তুমি আশ মিটাইয়া উহার দাত ভাঙিও ; এখন সরিয়া দাঁড়াও, আমি আর একবার দেখিয়া লই।”

মিঃ ব্রেক যন্ত্রের নিকট গিয়া বনাতে পুনর্বার মাথা ঢাকিলেন ; তিনি দেখিলেন, ব্যাট তাহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া সন্নিবন্ধকে কি বলিল, তাহার পর সে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। স্প্যানিয়াউটা পোর্টম্যান্টো দুইটি কাঁধে তুলিয়া লইয়া তাহার অনুসরণ করিল ; জর্মানটা মিঃ উইনকিফের নল্লী পকেট হইতে বাহির করিয়া পরীক্ষা করিল, তাহার পর তাহা বৃক্কের পকেটে রাখিয়া সকলের শেষে সেই কক্ষ হইতে নিশ্চাস্ত হইল।

মিঃ ব্রেক তৎক্ষণাৎ ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, “আর বিলম্ব নয়, শীঘ্র আমার অনুসরণ কর ; বিলম্ব হইলে উহাদিগকে ধরা কঠিন হইবে।”

মিঃ ব্রেক দুই তিন ধাপ সিঁড়ি এক এক লাফে পার হইয়া নীচে নামিতে লাগিলেন ; ইন্স্পেক্টর হার্কান, স্মিথ, এবং সর্ব পশ্চাতে মিঃ উইনকিফ ক্যান্ডারর মত লাফাইতে লাফাইতে (in a series of kangaroo-like hops) তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সেই অট্টালিকার রক্ষী সিঁড়ির নীচে একখান টুলে বসিয়া ছিল। মিঃ ব্রেককে অগ্রে, এবং তাঁহার পশ্চাতে ইন্স্পেক্টর হার্কান ও স্মিথকে দৌড়াইতে দেখিয়া সে বেচারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া গভীর বিষয়ে মুখব্যাধান করিল ; ব্যাপার কি—সে তাহা বুঝিতে পারিল না ; তাহার সন্দেহ হইল মিঃ উইনকিফের আফিসে আগুন লাগিয়াছে, এজন্ত লোকগুলি প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে !—মিঃ উইনকিফ সকলের পশ্চাতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দৌড়াইতেছেন দেখিয়া প্রহরীটি তাঁহাদের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সমস্তই অভিবাদন করিল ; কিন্তু উইনকিফ সবেগে অগ্রসর হইতে গিয়া ছড়মুড় করিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলেন ! প্রহরী সামলাইয়া লইবার পূর্বেই তিনি এক ধাক্কা তাহাকে ঘর-প্রান্তে চিৎ করিয়া কেলিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মি: ব্রেকের সহিত ইন্স্পেক্টর হার্কার ও স্মিথ পূর্বেই অটালিকার বাহিরে আসিয়াছিলেন। পথের অপর ধারে পূর্বোক্ত অটালিকা—মি: উইনকিফের আফিস হইতে তাহার দ্রুত পক্ষাশ বা বাট গজের অধিক নহে, কিন্তু এই পক্ষাশ বাট গজ পথ অতিক্রম করা যত সহজ মনে হইয়াছিল—কার্য্যতঃ তত সহজ হইল না। আফিসের সময় বা সাংকালে কলিকাতার ধর্ম্মতলার মোড়ে দাঁড়াইয়া এক ফুটপাথ হইতে অল্প ফুটপাথে যাইতে হইলে সম্মুখে কত বিষ উপস্থিত হয়, তাহা ভুক্তভোগিগণের অজ্ঞাত নহে; লণ্ডনের মোরল্যাণ্ড সার্কাসের সম্মুখপাথ তাহার তিনগুণ অধিক প্রশস্ত; এবং সেই পথে ট্যাক্সি, বস, ট্রাম, বোড়ার গাড়ী ও মানুষের ভিড় তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক! তাহারা তাড়াতাড়ি পথ পার হইতে গিয়া কয়েকখানি ট্যাক্সি ও বসের নীচে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন; চারি দিকে ‘গেল গেল’ শব্দ উঠিল! যদি বা তাহারা সে ধাক্কা সামলাইয়া লইলেন, কিন্তু একটি বৃদ্ধের ললাটের সহিত প্রচণ্ড বেগে মি: ব্রেকের নাসিকার ‘কলিসন’ সংঘটিত হইল! বৃদ্ধের মাথা হইতে টুপিটা ঝসিয়া ছই তিন হাত দূরে পড়িবামাত্র একখানি ট্যাক্সি বায়ুবেগে টুপির উপর দিয়া চলিয়া গেল। টুপির দ্রবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ মি: ব্রেককে ‘অন্ধ’ ‘বেকুব’ ‘গাধা’ প্রভৃতি মধুর সম্বোধন করিতে করিতে টুপিটি উদ্ধার করিতে চলিল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আর একখানি ট্যাক্সি তাহার ঘাড়ে পড়িবার উপক্রম হওয়ায়, সে টুপির আশা ত্যাগ করিয়া আশ্রয়লাভ করিতে করিতে সরিয়া পড়িল।

স্মিথের জনতা ভেদ করিয়া চলিবার শক্তি অসাধারণ; সে অপেক্ষাকৃত নির্বিক্রে পথের অল্প ধারে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু হার্কারের পুলিশের পোষাক থাক। সত্ত্বেও তাহাকে ছই চারিটি ধাক্কা খাইতে হইল। থঞ্জ উইনকিফেরই বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল। তিনি রাস্তা পার হইতে গিয়া একদল পদাতিক সৈন্তের লেন; তাহারা কুচ করিতে করিতে লিভারপুল স্ট্রীটের দিকে যাইতে ছিল। তাহারা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবে কেন?—তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া ফেলিয়া সমতালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইল। তাহারা পথ ছাড়িয়া প্রস্থান করিলে মি: উইনকিফ পথের অপর পাশ্বে উপস্থিত হইলেন।

শ্মিথ সৰ্বাগ্ৰে পথের অস্ত্র ধারে উপস্থিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক যে অট্টালিকার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, শ্মিথ সেই অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল—বারান্দার নীচে একখানি ট্যান্ডি দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাট জৰ্মান সন্নীকে লইয়া তাড়াতাড়ি সেই ট্যান্ডিতে উঠিয়া বসিল। তাহার স্প্যানিয়াৰ্ড অনুচর একটা পোর্টম্যান্টো ট্যান্ডিতে তুলিয়া দিয়া, দ্বিতীয় পোর্টম্যান্টোটা আনিবার জন্ত সেই অট্টালিকার সিঁড়ির দিকে দৌড়াইয়া গেল।—সে দুইটি পোর্টম্যান্টো ঘাড়ে লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে না পারায়, একটি সিঁড়ির উপর রাখিয়া আসিয়াছিল। ব্যাট তাহার প্রতীক্ষায় ট্যান্ডি ছাড়িতে বিলম্ব করিতেছে—ইহা শ্মিথ বুঝিতে পারিল।

ব্যাট মুহূর্ত মধ্যে অদৃশ্য হইবে বুঝিয়া শ্মিথ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একাকী সে কি করিতে পারে? সে মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর হার্কীরকে কোন দিকে দেখিতে পাইল না; তাঁহারা তখন পর্য্যন্ত পথের জনতা ভেদ করিয়া পথের অস্ত্র ধারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই!

শ্মিথ অতঃপর কি করিবে তাহা মুহূর্ত মধ্যে স্থির করিয়া লইল, এবং মিঃ ব্লেক বা ইন্স্পেক্টর হার্কীরের সন্ধানে সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুতবেগে পূৰ্বোক্ত অট্টালিকার অভিমুখে অগ্রসর হইল। সে দেখিল, ব্যাটের অনুচর সেই স্প্যানিয়াৰ্ডটা দ্বিতীয় পোর্টম্যান্টোটা ঘাড়ে লইয়া ট্যান্ডির দিকে অগ্রসর হইতেছে। শ্মিথ মুহূর্ত মাত্র চিন্তা না করিয়া স্প্যানিয়াৰ্ডটার উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং দুই হাতে তাহাকে জাপটিয়া ধরিল।

শ্মিথের আক্রমণে পোর্টম্যান্টোটা স্প্যানিয়াৰ্ডের কাঁধের উপর হইতে সশব্দে ফুটপাথে পড়িয়া গেল। তাহার পর উভয়ে জড়াজড়ি করিতে করিতে পথের উপর গড়াগড়ি আরম্ভ করিল; তাহাদের চারিদিকে বিস্তর লোক জমিয়া গেল, তাহারা সকলেই নিৰ্ভীকার চিত্তে মজা দেখিতে লাগিল; কেহই তাহাদের সাহায্য করিল না!

স্প্যানিয়াৰ্ডটা শ্মিথের অপেক্ষা অনেক অধিক বলবান্; ধরা পড়িবার ভয়ে সে শ্মিথের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। সে অতি

কণ্ঠে হাত ছাড়াইয়া লইয়া স্থিতির কপালে এরূপ প্রচণ্ড বেগে এক ঘুসি মারিল যে, স্থিথ চারি দিক অন্ধকার দেখিল, এবং যন্ত্রণায় আন্তরিক ক্রিয়া হই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিল ; এক মিনিট তাহার নড়িবারও সামর্থ্য রহিল না, তাহার সর্বত্র অবশ হইয়া পড়িল। সেই স্ত্রবোগে স্প্যানিয়াডটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল, এবং পোর্টম্যান্টোটা ট্যান্সির ভিতর ফেলিয়া, ট্যান্সির পা-দানে উঠিয়া দাঁড়াইল ; ব্যগ্র স্বরে ব্যাটকে বলিল, “আমাদের চিনিয়া ফেলিয়াছে কর্তা ! ধরিতে আসিতেছে, চলুন শীঘ্র সরিয়া পড়ি।”

এদিকে স্থিথ দেখিল শিকার তাহার হাত ছাড়াইয়া পলায় ! সে মাথার বেদনা অগ্রাহ করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং টলিতে টলিতে তাহার অনুসরণ করিল ; সে ব্যাটের ট্যান্সির নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই ব্যাট সবেগে ট্যান্সি চালাইয়া দিল।

সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক, ইন্স্পেক্টর হার্কার ও মিঃ উইনকিফ্কে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্থিথ ব্যাকুল স্বরে বলিল, “ঐ দেখুন কর্তা ! ব্যাট সদলে পলাইতেছে !”

মিঃ ব্লেকও তাহা দেখিয়াছিলেন। ব্যাট যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও জনতা ভেদ করিয়া তেমন দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারিল না। ইত্যবসরে মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি কিছুদূর চলিয়া গিয়া পথের ধারে কয়েকখানি ট্যান্সি দেখিতে পাইলেন ; তিনি সঙ্গীদের লইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন, এবং ট্যান্সি-চালককে ব্যাটের ট্যান্সি দেখাইয়া তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন।

ব্যাট বুঝিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে না পারিলে শীঘ্রই তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে। স্প্যানিয়াডটা কি ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং আততায়ীর কবল হইতে কি কৌশলে উদ্ধারলাভ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল—সে কথা সে ট্যান্সিতে উঠিয়াই ব্যাটকে বলিয়াছিল। চতুর ব্যাট বুঝিয়াছিল, ইহা মিঃ ব্লেকের অনুচর স্থিথেরই কাজ ; স্থিথ তাহাদের সন্ধান পাইয়া থাকিলে ব্লেকও তাহাদের অনুসরণ করিবেন—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সে যথাসাধ্য দ্রুত বেগে ট্যান্সি চালাইতে লাগিল।

ব্যাট অদৃশ্য হইতে না পারে, এই চেষ্টায় মিঃ ব্লেকও যথাসম্ভব বেগে তাহার

তাহার ট্যাক্সির অনুসরণ করিলেন। লোকের ভীড় তখন ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল এ জন্য উভয় ট্যাক্সি দ্রুতবেগে চলিলেও পশ্চিমধ্যে তেমন দৃষ্টি না ঘটিল না। পশ্চিকগণ পথের দুই ধারে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে সেই ট্যাক্সি-দোড় দেখিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছিলেন ব্যাট্ সোজা পথে না গিয়া হঠাৎ কোনও গলির ভিতর প্রবেশ করিবে, কারণ গলির ভিতর দিয়া অদৃশ্য হওয়া তাহার পক্ষে সহজ হইত; কিন্তু ব্যাট্ সে চেষ্টা না করিয়া সোজা চলিতে লাগিল। ব্যাট কি উদ্দেশ্যে ঐভাবে তাহার চক্ষুতে ধূলি দেওয়ার চেষ্টা করিল না মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিতেছেন ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু তাহার মোটর কিরূপ শক্তিশালী ও দ্রুতগামী তাহা সে জানিত; বোধ হয় সে মনে করিয়াছিল মিঃ ব্লেক সাধারণ ট্যাক্সিতে তাহার অনুসরণ করিতেছেন, ভাড়াটে ট্যাক্সির চালক যতই চেষ্টা করুক, তাহার মোটর ধরিতে পারিবে না।

উভয় ট্যাক্সি ক্রমে নগর অতিক্রম করিয়া প্রান্তর-পথে ধাবিত হইল। পথের দুই পাশে শ্যামল প্রান্তর। মিঃ ব্লেক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ব্যাটের ট্যাক্সির কাছে ধাইতে পারিলেন না। ব্যাটের ট্যাক্সির বেগ মিনিটে মিনিটে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং উভয় ট্যাক্সির ব্যবধান ক্রমেই অধিক হইল। মিঃ ব্লেক পূর্বা-পেক্ষা অনেকটা পিছাইয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক হতাশ হইলেন না; তিনি বলিলেন, “ব্যাট ওভাবে আর কতদূর ধাইবে? আমরা নিশ্চয়ই উহাকে ধরিতে পারিব। হতাশ হইলে চলিবে না, পূর্ণ বেগে চালাও।”

স্মৃথ কোন কথা বলিল না, ব্যাটের অনুচরের প্রচণ্ড হুসির বেগ তখনও সে সামলাইতে পারে নাই; সে যখন মুখে উৎসুক দৃষ্টিতে অগ্রগামী ট্যাক্সির দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাটের ট্যাক্সি ধূলিপটল ভেদ করিয়া বহুদূরে মসি-বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। খোলা মাঠের ভিতর সোজা পথ না হইলে ব্যাটের ট্যাক্সি তত দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।

অবশেষে মিঃ ব্লেকের মনে হইল তাহার ট্যাক্সির বেগ পূর্বা-পেক্ষা বর্দ্ধিত

হইয়াছে; হয় ত পূর্বাপেক্ষা মাইলে পাঁচ সাত গজ অধিক যাইতেছেন; প্রতি মাইলে উভয় ট্যান্ডার ব্যবধান পাঁচ সাত গজ করিয়া হ্রাস হইতেছে! একথা শুনিয়া স্থিথ একটু হাসিল মাত্র, কোন কথা বলিল না। বোধ হয় সে আশ্বস্ত হইতে পারিল না। ইন্স্পেক্টর হার্কার ও মিঃ উইনকিফ্ উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে বসিয়া রহিলেন; তাঁহাদের চেষ্টার পরিণাম কি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

আরও কয়েক মিনিট পরে ব্যাটের ট্যান্ডার সমতল ক্ষেত্র পার হইয়া উচ্চ-ভূমিতে উঠিতে লাগিল; সেই সময় মিঃ ব্লেকের ট্যান্ডার একরূপ বেগে অগ্রসর হইতেছিল যে, তিনি ব্যাটের ট্যান্ডার স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। মিঃ ব্লেক স্থিথকে বলিলেন, “আমরা শীঘ্রই উহাদের অচল করিতে পারি; স্থিথ, পিস্তল বাহির কর।”

স্থিথ তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে টোটা-ভরা পিস্তল বাহির করিয়া বলিল, “কর্তা, এখন গুলি করিলে কি উহার ‘টায়ার’ ফাসাইতে পারিব না?—সম্মুখে কোন বাধা নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চেষ্টা করিয়া দেখ; কিন্তু এখনও অনেক দূরে আছে, লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবে কি?”

‘হুন্দাম্’ করিয়া হুইবার শব্দ হইল। ব্যাটের ট্যান্ডার যেন উড়িয়া চলিতেছিল! চলন্ত ট্যান্ডারে বসিয়া স্থিথ গুলি করিল বটে, কিন্তু গুলি বার্থ হইল। একটা গুলিও ব্যাটের ট্যান্ডার ‘টায়ার’ স্পর্শ করিতে পারিল না; তাহা ট্যান্ডার অঙ্গ অংশ ভেদ করিল বটে, কিন্তু ট্যান্ডার অচল হইল না।

মিঃ ব্লেকের ট্যান্ডার সেই উচ্চ ভূখণ্ডের সর্বোচ্চ অংশে উঠিল। তাহার পরই পথ ঢালু হইয়া নীচে নামিয়াছে; ব্যাটের ট্যান্ডার তখন সবেগে নীচে নামিতেছিল। ব্যাটের ট্যান্ডার অপেক্ষাকৃত ভারি বলিয়া ঢালু পথে অধিকতর বেগে চলিতেছিল (It was heavier and carried more impetus.)

স্থিথ উৎকণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল “আমরা

আবার পিছাইয়া পড়িলান কর্তা ! উহারা যে ভাবে আসাইয়া যাইতেছে—
তাহা দেখিয়া—”

স্বিথের মুখের কথা তাহার মুখেই রহিয়া গেল. কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে
বোমা ফাটার মত একটা শব্দ করিয়া ব্যাটের মোটরখানি হঠাৎ নিস্তব্ধ হইল ;
তাহা সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িল।

ব্যাপার কি—তাহা মিঃ ব্লেক চকুর নিমেষে বুঝিতে পারিলেন। নীচে
রেলের লাইন ; গাড়ী, মানুষ প্রভৃতির চলাচলের জন্য সেই রেলপথের উপর^১
একটি সেতু ছিল ; সেতুটি রেলপথের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। সেতুর উভয়
পার্শ্বে ইষ্টকনির্মিত উচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীর কিছুদূর পর্য্যন্ত সোজা গিয়া
অন্ত দিকে বাঁকিয়াছিল ; বাঁকের মুখে আসিয়া ব্যাট আর সামলাইতে পারিল
না, গাড়ী ঘুরাইয়া লইবার পূর্বেই সেই ইষ্টকপ্রাচীরের সহিত সবেগে
তাহার ধাক্কা লাগিল ! প্রচণ্ড শব্দে ইঞ্জিন ফাটিয়া গেল, মোটর অচল
হইল।

স্প্যানিয়ার্ডটা ব্যাটের পাশেই বসিয়া ছিল। সে চকুর নিমেষে মোটর
হইতে লাফাইয়া সেতুর প্রাচীরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই প্রাচীরের
প্রায় সাত ফিট নীচে টেলিগ্রাফের তার ঝুলিতেছিল। স্প্যানিয়ার্ড সেই তারের
উপর ঝুপ্ করিয়া নামিয়া পড়িল, এবং সার্কাসওয়ালারা শূন্য যে ভাবে
তারের উপর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, সেইভাবে চলিয়া টেলিগ্রাফের
থামের নিকট উপস্থিত হইল ; তাহার পর থাম বহিয়া রেলের লাইনের
পাশে নামিয়া পড়িল।

অতঃপর ব্যাটও তাহার অন্তরের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল ; সে
প্রাচীরে উঠিয়া টেলিগ্রাফের তারের উপর নামিল বটে, কিন্তু স্প্যানিয়ার্ডের
মত তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারিল না ; অগত্যা সে দুই হাতে
তার ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল ও সেই ভাবে ঝুলিতে ঝুলিতে টেলিগ্রাফের
থামের নিকট উপস্থিত হইল, এবং উভয় পায়ে থামট জড়াইয়া ধরিয়া নীচে
নামিল।

মি: ব্লেক তাহাদিগকে সেতুর প্রাচীরে উঠিতে দেখিয়া কিছু দূরে থাকিতেই গাড়ী থামাইয়াছিলেন। গাড়ী থামিবা মাত্র শ্বিথ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রাচীরের নীচে দাঁড়াইয়া সে স্প্যানিয়ার্ড মাদ্রানো বা ব্যাট্কে দেখিতে পাইল না; তখন সে তাড়াতাড়ি প্রাচীরে উঠিয়া, টেলিগ্রাফের থামের গোড়ায় তাহাদিগকে দণ্ডায়মান দেখিয়া ‘গুড্‌ম গুড্‌ম’ শব্দে গুলি করিল, কিন্তু সে লক্ষ্য স্থির করিবার পূর্বেই ব্যাট্‌ক ৭৫ মাদ্রানো উভয়েই রেলের স্ক্রুস্কের ভিতর প্রবেশ করিল। এই স্ক্রুস্কটি প্রায় ত্রিশশত ফিট দীর্ঘ; তাহার ভিতর দিয়া রেলের লাইন প্রসারিত ছিল।

শ্বিথের গুলি ব্যর্থ হইল দেখিয়া সে সেতু পার হইয়া স্ক্রুস্কের অল্প পাশে উপস্থিত হইবার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ইন্স্পেক্টর হার্কান স্ক্রুস্কের মধ্যেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সেতুর অন্য প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন; মি: ব্লেক তাহার অনুসরণ করিলেন।

মি: উইন্‌কিফ্‌ তখনও ট্যান্ডিতে বসিয়া ছিলেন; মি: ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর হার্কানকে স্ক্রুস্কের মুখের দিকে দৌড়াইতে দেখিয়া তিনি ট্যান্ডি হইতে নামিলেন। সেই সময় ব্যাটের সঙ্গী জাম্বানটা মোটর হইতে নামিয়া পূর্বোক্ত প্রাচীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার আশা ছিল, সে ব্যাট্‌ ও মাদ্রানোর অনুসরণ করিতে পারিবে; কিন্তু প্রাচীরের সাত ফিট নীচে টেলিগ্রাফের তার দেখিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িতে সাহস করিল না; সে কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

মি: উইন্‌কিফ্‌ মি: ব্লেকের অনুসরণ করেন নাই, তিনি গাড়ী হইতে নামিয়াই ব্যাটের সঙ্গী জাম্বানটাকে সেতুর প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান দেখিলেন; কিন্তু জাম্বানটার দৃষ্টি প্রাচীরের নিম্নস্থিত টেলিগ্রাফের তারের দিকে ছিল, সে মি: উইন্‌কিফ্‌কে দেখিতে পাইল না। মি: উইন্‌কিফ্‌ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহার শিঠ লক্ষ্য করিলেন; মুহূর্ত্ত পরে পিস্তল ‘গুড্‌ম গুড্‌ম’ শব্দে হইবার গর্জন করিয়া উঠিল। জাম্বানটা আত্মনাদ করিয়া প্রাচীরের গোড়ায়—সেতুর উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

মিঃ উইন্কিফ্ আনন্দে ও উৎসাহে হকার দিয়া উঠিলেন ; এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াও তাঁহার মনে বিদ্মোহ জ্ঞোভ, হুঃখ বা অনুতাপের সঞ্চার হইল না ! দম্ভারা তাঁহার কি ক্ষতি করিয়াছিল—তাহা স্মরণ হওয়ায় তিনি ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছিলেন ; এইজন্য এই কার্যে তিনি মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠিত হইলেন না । তিনি দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন, চিৎকার করিয়া বলিলেন, “ব্লেক, ব্লেক ! শীঘ্র ফিরিয়া এস ।—আমার চোরা মাল যে লোকটার কাছে আছে, তাহাকে ধা’ল করিয়াছি ।”

কিন্তু মিঃ ব্লেক তখন দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, মিঃ উইন্কিফের কণ্ঠস্বর শুনিতে না পাওয়ায় তিনি ফিরিলেন না । তখন তিনি সেতু পার হইয়া পূর্বোক্ত স্নড়ঙ্গের মুখের কাছে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; ইন্স্পেক্টর হার্কীর তাঁহার পাশে পাশে দৌড়াইতেছিলেন ।

স্মিথও মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিতেছিল ; মিঃ ব্লেক হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসিতে হইবে না, তুমি ঐ পাশ দিয়া স্নড়ঙ্গের অন্ত মুখে যাও ।—ব্যাট্ ও তাহার সঙ্গী সেই পথে বাহির হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেই তাহাদিগকে গুলি করিবে ।—তাহারা নিশ্চয়ই স্নড়ঙ্গের অন্ত মুখ দিয়া বাহির হইবে ।”

ব্যাট্ ও তাহার স্প্যানিয়ার্ড অনুচর মাড্রানো স্নড়ঙ্গের ভিতর অদৃশ্য হইয়াছিল । উইন্কিফের পিতুলের আওয়াজ তাহাদের কর্ণগোচর হইলেও তাহারা ফিরিল না । স্নড়ঙ্গের ভিতর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান বুঝিয়া তাহারা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্নড়ঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । পাহাড় ফুটাহায়া এই স্নড়ঙ্গ নির্মিত হইয়াছিল । সেই পাহাড় পার হইয়া স্মিথ স্নড়ঙ্গের অন্ত মুখে যাইবার পূর্বেই দম্ভাঘর সরিয়া পড়িবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক উৎকণ্ঠিত হইলেন ।

ইন্স্পেক্টর হার্কীর মনে করিলেন, তিনি স্নড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেই ব্যাট্ ও মাড্রানোকে ধরিতে পারিবেন, ইহা ভিন্ন তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার অন্য উপায় নাই ; এই উপায় ত্যাগ করা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না । তিনি

সুড়ঙ্গ প্রবেশ করিবার জন্য সেই দিকে ধাবিত হইলেন ; কিন্তু তিনি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মিঃ ব্লেক তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিলেন ।

ইন্স্পেক্টর হার্কীর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “তুমি আমাকে বাধা দিলে কেন ? আমি সুড়ঙ্গের ভিতর নিশ্চয়ই উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব ; পথ ছাড়িয়া দাও, আর এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করা সম্ভব হইবে না ।”

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে পুনর্বার গমনোত্তর দেখিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, “ব্যাটকে গ্রেপ্তারের পূর্বেই তুমি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে । তোমার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা—আর যমের মুখে যাওয়া সনান কথা !”

ইন্স্পেক্টর হার্কীর বলিলেন, “কেন ? আমরা হু’জনে কি উহাদের হু’জনকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব না ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না ; ব্যাট সুড়ঙ্গের মধ্যে পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; সম্ভবতঃ আমাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছে । তুমি সুড়ঙ্গের মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সে তোমাকে গুলি করিবে ।—অন্ধকারে তুমি তাহাকে দেখিতে না পাইলেও, সুড়ঙ্গের মুখে তোমাকে সে দেখিতে পাইবে ।—অনর্থক মরিয়া লাভ কি ?”

ইন্স্পেক্টর হার্কীর বলিলেন, “তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, অনর্থক মরিয়া লাভ নাই । পূর্বে এ সকল কথা চিন্তা করি নাই । তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, এ জন্ত তোমার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ রহিলাম । আমি আর এক গজ সরিয়া গিয়া সুড়ঙ্গের মুখে উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ যাইত ।—এখন আমাদের কর্তব্য কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উহাদের অনুসরণ করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য, কিন্তু সেজন্য বিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে । সুড়ঙ্গের ওধারে আধ মাইল অপেক্ষাও কম দূরে একটা ছোট ষ্টেশন আছে ; উহারা সেই ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে উঠিয়া পলায়ন করিতে পারে । আমি সুড়ঙ্গের উপর দিয়া সেই ষ্টেশনে যাইব, সম্ভবতঃ সেখানেই তাহাদের দেখিতে পাইব ; তুমি এইখানে লুকাইয়া থাক, যদি

তাহারা এই মুখ দিয়া বাহির হয়—তাহাদিগকে দেখিবামাত্র আড়াল হইতে গুলি করিবে।”

হঠাৎ হুড়কের ভিতর গুম্ গুম্ শব্দ হইল! সেই শব্দে ইন্স্পেক্টর হার্কার চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, “ও কিসের শব্দ?”

শব্দটা প্রতিনিহুর্ন্তে স্পষ্টতর হইতে লাগিল; মিঃ ব্লেক কাণ পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন, “ট্রেনের শব্দ বোধ হয় সুরঙ্গের ভিতর দিয়া ট্রেন আসিতেছে!”

সত্যই একখানি ট্রেন হুড়হুড় শব্দে হুড়ক হইতে বাহির হইয়া আসিল। উহা প্যাসেঞ্জার-ট্রেন। ইন্স্পেক্টর হার্কার দেখিলেন—সেই ট্রেনের পশ্চাভাগের একখানি গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে; তাহার মুখে সাদা দাড়ি গৌক, মাথায় লম্বা লম্বা চুল!

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ইন্স্পেক্টর হার্কার সন্নিহনে বলিয়া উঠিলেন, “কি আশ্চর্য্য! ঐ লোকটা ব্যা—”

ইন্স্পেক্টর হার্কারের মুখের কথা মুখেই থাকিল; তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই ‘হুড়ুম’ ‘হুড়ুম’ শব্দে পিস্তলের গুলি ছুটিল। মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর হার্কার তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন!

ধুম উদগীরণ করিতে করিতে ট্রেনখানি সশব্দে চলিয়া গেল!

মিঃ ব্লেক ও হার্কার তাড়াতাড়ি তৃণশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ট্রেনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—গার্ডের গাড়ী (guards-van) দূরে মসিবিদুর ত্রায় প্রতীয়মান হইতেছে!

মিঃ ব্লেক হঠাৎ কোন কথা বলিতে পারিলেন না; ক্রোধে, ক্ষোভে, নিরাশায় অধীর হইয়া তিনি অথর দংশন করিতে লাগিলেন। ইন্স্পেক্টর হার্কার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন; বাড়ির উপর মাথাটা আছে কি না—এ বিষয়ে যেন তাহার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল!

তাঁহারা উভয়েই বৃষ্টিতে পারিলেন, ব্যাট ও তাহার অনুচর মাড়ানো উক্ত ট্রেনে উঠিয়া চম্পট দান করিল; কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন অপ্রশস্ত হুড়কের ভিতর হইতে তাহারা কিরূপে চলন্ত ট্রেনে উঠিয়া নির্ঝঞ্ঝে পলায়ন করিল—তাহা তাঁহারা

স্থির করিতে পারিলেন না। যখন কোন ট্রেন খোলা যাত্রের ভিতর দিয়া সবচেয়ে ধাবিত হয়—তখন দোড়াইয়া গিয়া তাহাতে আরোহণ করা অত্যন্ত সাহসী ও বলবান ব্যক্তিরও অসাধ্য, আর স্তূড়ঙ্গের ভিতর থাকিয়া তাহার দ্রুতগামী ট্রেনে উঠিয়া বসিল!—কিন্তু নিজের চক্ষুকে তাঁহার অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক মিনিট-টুই নিম্নক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অক্ষুট স্বরে বলিলেন, “আমি ব্যাটকে চিনি, সে সব পারে! আজ আমাদের পুনর্জন্ম!”

ইন্স্পেক্টর হার্কারের টুপিটা রেলপথের অদূরে পড়িয়া ছিল; তিনি টলিতে টালিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিয়া লইলেন। তাহার পর মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, “এখন করা যায় কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “নিঃশঙ্কে গৃহে প্রত্যাগমন।”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “ব্যাটকে ধরিবার চেষ্টা করিবেন না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আবার?—এ যাত্রা আমাদের সকল চেষ্টা শেষ হইয়া গিয়াছে। ব্যাট আমাদের মুঠার ভিতর হইতে অন্তর্ধান করিল! আর তাহাকে হাতে পাইবার আশা নাই।”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “কে বলিল আশা নাই? চল আমরা তাড়াতাড়ি স্তূড়ঙ্গের ওপাশের স্টেশনে যাই, স্তূড়ঙ্গের ভিতর দিয়া যাইতে এখন আর বিপদের আশঙ্কা নাই। আমরা দশ মিনিটের মধ্যে এই পথটুকু অতিক্রম করিতে পারিব; ট্রেন ততক্ষণ নিশ্চয়ই পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছিতে পারিবে না। আমরা স্টেশনে গিয়া সম্মুখের স্টেশনে টেলিফোনে ব্যাটকে গ্রেপ্তার করিতে বলিব। ট্রেন স্টেশনে দাঁড়াইবামাত্র পুলিশ তাহাকে গাড়ীর ভিতর গ্রেপ্তার করিতে পারিবে।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “ব্যাটকে এখনও চিনিতে পার নাই! যে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তূড়ঙ্গের ভিতর চলন্ত ট্রেনে উঠিয়া বসিতে পারে—সে কি ট্রেন স্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বেই সেই ভাবে নামিয়া যাইতে পারে না? আমরা তাহাকে ও তাহার অনুচরকে পরবর্তী স্টেশনে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিব—ইহা সে বুঝিতে পারে নাই, তাহাকে কি এতই নির্বোধ মনে কর? আমাদের এই চেষ্টা ও পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে।”

মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস ছিল—ব্যাট্‌ এবার আর তাঁহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না, তাঁহার বহু দিনের আশা পূর্ণ হইবে।—ইন্স্পেক্টর হার্কান আশা করিয়াছিলেন, ব্যাটের জ্বায় হুঃসাহসী চতুর দস্যুকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে; তিনি কর্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করিবেন, এবং আর তাঁহাকে ইন্স্পেক্টরী করিতে হইবে না, তিনি উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়েরই আশা বিফল হইল; তাঁহারা নিঃসংসাহ চিত্তে বিষম মনে সেতুর উপর—মিঃ উইন্‌কিফের কাছে ফিরিয়া চলিলেন।

মিঃ উইন্‌কিফ্‌ দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “শীঘ্র এদিকে এস ব্লেক!”

তাঁহার উভয়ে দ্রুতপদে মিঃ উইন্‌কিফের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উইন্‌কিফের পদপ্রান্তে ব্যাটের সঙ্গী জাম্বানটা পড়িয়া আছে! মিঃ উইন্‌কিফ্‌ কতক এ লি কাগজ হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন।

মিঃ উইন্‌কিফ্‌ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “ব্লেক, আমার কাগজ-পত্র যাহা চুরী গিয়াছিল—সমস্তই পাইয়াছি।—এই জাম্বানটার পকেটেই পাওয়া গিয়াছে।”

মিঃ ব্লেকের মুখ প্রফুল্ল হইল; তিনি সোৎসাহে বলিলেন, “পরমেশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ! ব্যাট্‌ শত বার মুক্তিলাভ করুক, তোমার আবিষ্কার-সংক্রান্ত-কাগজ পত্রগুলি যে এই দুর্দিনে শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে নাই, ইহাই পরম লাভ।—আমাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই।”

মিঃ ব্লেক কাগজ-পত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া মিঃ উইন্‌কিফের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং ব্যাট্‌ও স্প্যানিয়াড্‌টা কি কোশলে পলায়ন করিয়াছে—তাঁহা তাঁহাকে বলিয়া, জাম্বানটার নিষ্পন্দ দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, সব শেষ! মরিয়া গিয়াছে। শত্রুপক্ষের গুলুচরের এইরূপ পরিণামই প্রার্থনীয়।”

নবম কাণ্ড

শেষ কথা

স্মূৰ্ণ পৰিচ্ছেদ-বৰ্ণিত ঘটনার পর দিন অপরাহ্নে একটি কৌতূহলোদ্দীপক জনরব লণ্ডনের ঘাটে পথে, ক্লাবে প্রচারিত হইয়া যে আন্দোলন-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, যুদ্ধীরস্ত্রের পর অস্ত্র কোন বিষয় লইয়া সমাজের সকল স্তরে সেরূপ কোলাহল উত্থিত হয় নাই; অথচ কোথা হইতে এই জনরব গজাইয়া উঠিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না!—জনরবের বুল আবিষ্কার করা সর্বত্রই সমান অসাধ্য ব্যাপার।

স্মৃত্যং বলা বাহুল্য, সেই জনরব সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণেরও অগোচর রহিল না। তাহারা শুনিতে পাইল, লণ্ডনের কোনও প্রধান রাজপথ দিয়া দুই খানি মোটর গাড়ী অভ্যস্ত দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে তাহাদের পরস্পরের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ সংঘটিত হয়! উহাদের মধ্যে যে গাড়ীখানি পূৰ্বমুখে যাইতেছিল, তাহা তেমন গুরুতর জখম হয় নাই। পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে সেই মোটরখানি সহরের বাহিরে পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু সংঘর্ষের ফলে তাহা হইতে একটি পোর্টম্যান্টো ছিটকাইয়া পথে পড়িয়াছিল! মোটরের আরোহীরা তাহা তুলিয়া না লইয়াই চম্পট দান করিয়াছিল।—সেই পোর্টম্যান্টোর ভিতর তারের একটি বাণ্ডিল পাওয়া গিয়াছে। লণ্ডনের সাক্ষ্য দৈনিকসমূহ এই সংবাদটি প্রচারিত করিয়া সেই সঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল—এই ব্যাপারের সহিত কোন কৌতূহলোদ্দীপক জটিল রহস্তের সংশ্লিষ্ট আছে, এবং আশা করিয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণকে পরে সেই রহস্ত জানাইতে পারিবে; কিন্তু কোন দৈনিকে এ সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই; কেহই জনসাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। (public curiosity was never gratified)

পরদিন আর একটি কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ সংবাদপত্রে প্রচারিত হইল — লণ্ডনের কিছু দূরে রেলপথের উর্দ্ধস্থিত একটি সেতুর উপর একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে ! কোন অদৃশ্যহস্ত-নিকৃষ্ট পিস্তলের গুলিতে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল । লোকটি কে, কে কি উদ্দেশ্যে ঐ ভাবে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল—ইত্যাদি বিষয়ের সম্বন্ধে প্রাথমিক তদন্তের জন্ত করোনারের উপর যথানিয়মে ভার পড়িয়াছিল ; কিন্তু করোনার গোপনে এই কার্য্য করিবার জন্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন ।

প্রকৃতপক্ষে সকল ব্যাপার রহস্যাবৃত বলিয়াই সকলের ধারণা হইয়াছিল । মিঃ গডর্ন উইনকিফ্ এই রহস্যের আমূল বিবরণ জানিতে পারেন নাই ; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্স্পেক্টর হার্কার মিঃ উইনকিফের আবিষ্কারসংক্রান্ত কাগজপত্র চুরীর তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া যতটুকু বিবরণ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও অসম্পূর্ণ ; এমন কি, শ্রিৎ অনেক কথা জানিলেও—আত্মোপাস্ত সকল ঘটনা তাহারও অগোচর ছিল ! এই রহস্যের আরম্ভ কোথায়, এবং কিরূপ শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে ইহার অবসান, তাহা শ্রিৎের অজ্ঞাত ছিল না । ইন্স্পেক্টর হার্কার এবং মিঃ উইনকিফ্ তাহা জানিতেন ; কিন্তু এই রহস্যের মধ্যভাগ তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল । (they did not know the middle) ব্যাট্ সদলে পলায়নের পূর্বে মিঃ ব্লেক কি কৌশলে তাহার গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পাইয়া তাহার অনুসরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের কেহই জানিতে পারেন নাই । মিঃ ব্লেক কর্তৃক ব্যাটের আড্ডা আবিষ্কার—দুর্য্যোধ প্রহেলিকা বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল ।

এই রহস্যের সমাধানের জন্ত তাঁহারা সকলেই আগ্রহের সহিত মিঃ ব্লেককে অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে মিঃ ব্লেক একটি দিন স্থির করিয়া সেই দিন কোন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের সকলকেই তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন ।

নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে মিঃ উইনকিফ্ ও ইন্স্পেক্টর হার্কার মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন । শ্রিৎও সেই কক্ষে বসিয়া ছিল । মিঃ ব্লেক

তাঁহাদিগকে লইয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপবেশন করিলেন। তিনি ‘পাইপে’ তামাক সাজিয়া লইয়া তাহা টানিতে টানিতে মিঃ উইনকিফের ‘পাদমান’ যন্ত্রের (pedagraph) নক্সাখানি (chart) উভয় জাহ্নুর উপর প্রসারিত করিলেন। তাহার পর তাঁহার তামাকের কৌটা (tobacco jar) মিঃ উইনকিফের সম্মুখে সরাইয়া দিলেন। মিঃ উইনকিফ পকেট হইতে চীনা মাটির একটা ‘পাইপ’ বাহির করিয়া তাহাতে সেই তামাক সাজিয়া লইয়া আগুন ধরাইলেন, এবং তাহা মুখে গুঁজিয়া এরূপ উৎসাহের সহিত টানিতে লাগিলেন—যেন তাঁহার গৌফের ভিত্তর হইতে বিস্তুভিয়সের ধূমরাশি উৎসারিত হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি তামাকের পাত্রটা ইন্স্পেক্টর হার্কীরের সম্মুখে সরাইয়া দিয়া, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, “তামাকটা চমৎকার কড়া! এই রকম তামাক আমি বড় পছন্দ করি।”

তিনজনেই কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিলেন। স্থিৎ টাইগারকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়া ছিল; সে টাইগারের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

মিঃ উইনকিফ পণ্ডিত লোক—প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক। সকল দেশের পণ্ডিতেরা পরিচ্ছদের পারিপাট্য সম্বন্ধে উদাসীন; ভোগ বা বিলাসেও তাঁহাদের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় না। মিঃ উইনকিফ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। দেহের অনুপাতে মস্তকটি অতি বৃহৎ, চুলগুলি লম্বা, কত কাল তাহাতে চিরুণী বা বুরুষ পড়ে নাই! মিঃ ব্লেক তাঁহার অমার্জিত কেশরাশির দিকে চাহিয়া বলিলেন, “উইনকিফ, তোমার আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি ইন্ডেন্সন বোর্ডে দাখিল করিয়া নিশ্চিত হইয়াছ ত? আশা করি বোর্ডের আফিসের সিন্দুকে সেগুলি বেশ সাবধানে রাখা হইয়াছে।”

মিঃ উইনকিফ বলিলেন, “হাঁ, সেগুলি এখন ‘ওয়ার লোনে’র মত নিরাপদ।”
Safe as war loan:

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ ধারণা হইয়াছে?”

মিঃ উইনকিফ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, “ভয়ঙ্কর খুসী!—আনন্দে উৎসাহে

একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে ! এই যন্ত্র নির্মাণের জন্য শীঘ্রই একটি কারখানা (factory) হইবে। আমাকে না কি সেই কারখানা দেখা-সুনার ভার লইতে হইবে। (I am to superintend the factory.)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোফা ! তাঁহারা যে এই কার্যে তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছেন—ইহা বড়ই আনন্দের কথা। নৌ-বিভাগ এই যন্ত্রের সাহায্যে কতদূর উপকৃত হইবে—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না ! ইহাতে ছুঁধোগের দিন অস্পষ্ট দেখার অসুবিধা দূর হইবে।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “হাঁ, একথা নিসন্দেহে বলিতে পার। “স্যাচ কুজ্জাটিকায় সমুদ্রবন্দঃ আচ্ছন্ন হইলেও কুয়াসাবৃত উত্তর সাগরের ভিতর দিয়া জাহাজগুলা বসন্তের নির্মূল প্রভাতের মত নির্ঝিল্লি যাতায়াত করিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, কুয়াসার ভয় তুমি কাটাইয়া দিয়াছ, এত বড় গুরুতর অসুবিধা দূর করা—দেশের একটা প্রকাণ্ড হিতকর অনুষ্ঠান। তোমার আবিষ্কার বর্তমান শতাব্দীর একটা প্রধান আবিষ্কার। আবিষ্কারের ইতিহাসে তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।—সে কথা যাক্, তোমার মেয়ে আমার এখানে চা খাইতে আসিবে ত ?”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “কে, সেডি ! হাঁ, সে নিশ্চয়ই আসিবে। এতক্ষণ তাহার আসা উচিত ছিল।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “তুমি তাহার অনধিকার-চর্চার অপরাধ মার্জনা করিয়াছ ত ?”

মিঃ উইনকিফ্ যেন কিঞ্চিৎ অপদস্থ হইয়া বলিলেন, “হুম্ ! আমি তাহার নিকট যথেষ্ট অনুতাপ করিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়াছি। মেয়েটা সত্যই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে ! সে অবিকল তাহার মায়ের মত হইয়াছে। হাঁ, সকল বিষয়েই সে তাহার মায়ের মত ! আহা, সে যেটার কতকাল আগে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে ! পরমেশ্বর তাহার আত্মার কল্যাণ করুন। কিন্তু ব্লেক, আমরা তোমার সঙ্গে এ সকল বাজে কথা আলাচনা করিতে এখানে আসি নাই। তুমি যে সকল কথা বুঝাইবার জন্য আজ আমাদের

নিমন্ত্রণ করিয়াছ—সে সকল কথা বলিতে বিলম্ব করিতেছে কেন?—তাহা না শুনিয়া এখান হইতে উঠিব না—তা জান?—যে সকল কথা আমরা বুঝিতে পারি নাই—এমন কি, ধারণা করিতেও পারি নাই—তোমার কাছে তাহা উজ্জ্বল দিবালোকের স্থায় পরিষ্কৃত!”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, তোমার ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিলে কুয়াসাক্ষর সমুদ্র যেমন পরিষ্কার দেখায় সেইরূপ!”

মিঃ উইনকিফ্ সোৎসাহে বলিলেন, “বাহবা! কি চমৎকার উপমা! তুমি গৌরেন্দ্র না হইয়া কবি হইলেও বিখ্যাত হইতে পারিতে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এবং মিল্টন ও সেক্সপীয়রের নাম কুয়াসার অন্ধকার দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতাম; তোমার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন কেহ তাহা খুঁজিয়া পাইত না! কিন্তু তোমরা যাহা জানিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ—তাহা বলিবার জন্ত আমাকে অধিক কথা খরচ করিতে হইবে না।—প্রথমেই বলিয়া রাখি আমার হাঁটুর উপর যে চিহ্ন আছে—তাহারই সাহায্যে আমি কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি।”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “তোমার হাঁটুর উপর ত আমার আবিষ্কৃত পাদমান যন্ত্রের নজ্ঞাখানি খুলিয়া রাখিয়াছ।—পাদমান যন্ত্রে তোমার গোয়েন্দা-গিরির কিরূপ স্রবিধা হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু সত্যি স্রবিধা হইয়াছিল। তুমি কি এই যন্ত্রের সাহায্যেই বল নাই—তোমার আফিসের ভিতর শিশুর স্থায় ক্ষুদ্র পদচিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছিলে?”

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “হাঁ, তাহা বলিয়াছিলাম বটে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু তোমার সে কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই; তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত মনে হওয়ায় আমি আর এক রকম সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম; উহা ঐরূপ অসঙ্গত নহে।—চতুর দম্ভা ব্যাট তোমার আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি অপহরণের জন্ত যত্নবান করিয়াছিল। তাহার স্পানীস্ অন্তর বাজিকর মাদ্রানোকে আমি বহুদিন হইতেই জানি। সে

খর্বকায়, শীর্ণ, এবং বিড়ালের মত লঘুপদ-বিক্ষেপে চলিতে পারে।” (as light-footed as a cat)

ইন্স্পেক্টর হার্কীর বলিলেন, “তাহা হইলে কি তোমার সন্দেহ হইয়াছিল—সেই প্যানিয়ার্ডটাই মি: উইন্কিফের আফিসে প্রবেশ করিয়া সিন্দুক হইতে নক্সা ও কাগজ-পত্রগুলি চুরী করিয়াছিল?”

মি: ব্লেক বলিলেন, “উইন্কিফের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে উহা ভিন্ন অন্য সন্দেহ মনে স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু মাড্রানো কি কোশলে উইন্কিফের আফিসে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং এই সমস্তার মীমাংসা করিতে না পারায় আমার সিদ্ধান্তটা পণ্ড হইয়া গেল! মাড্রানো কোন্ পথে আফিসে প্রবেশ করিতে পারে—তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আফিসে প্রবেশের তিনটি মাত্র পথ ছিল; প্রথম, দ্বার দিয়া, দ্বিতীয় জানালা দিয়া, তৃতীয়—যদিও কথটা অবিশ্বাস্য বলিয়া ধারণা হইবে তথাপি সে একটি পথ বটে—সে পথ চিমনির ভিতর দিয়া! আমি চিমনি পরীক্ষা করিয়া সেই পথে আসিবার কোন চিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারি নাই; সুতরাং অসম্ভব বোধে সে পথ ত্যাগ করিয়াছিলাম। তখন বাকি থাকিল দুইটি পথ—দ্বার ও জানালা; কিন্তু আমরা দ্বার রক্ষার জন্ত যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহাতে সে পথে তাহার সেই বন্ধে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং অবশিষ্ট থাকিল জানালা।”

ইন্স্পেক্টর হার্কীর বলিলেন, “তবে কি সেই ছুঁচোটো জানালা দিয়াই মি: উইন্কিফের আফিসে ঢুকিয়াছিল?”

মি: ব্লেক বলিলেন, “শোন ত। পাদমান যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থিত কাগজখানিতে পদক্ষেপণের নিদর্শনসূচক যে সকল চিহ্ন পড়িয়াছে—তাহা আমি গণিয়া দেখিলাম। এই চিহ্নগুলি আমারই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিল। আমি দেখিলাম—জানালা হইতে আফিসের কোণে সিন্দুকের নিকট বাইতে মাড্রানোকে যতবার পদক্ষেপণ করিতে হইয়াছে—কাগজে ঠিক ততগুলি দাগ পড়িয়াছে। আরও বিশ্বয়ের বিষয় যে, আর এক দফা চিহ্নের সংখ্যাও ঠিক ততগুলি!—

ইহা দেখিয়া আমার ধারণা হইল, সিন্দুকের নিকট হইতে সে যখন জানালায় নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল তখনই ঐ চিহ্নগুলি পাদমান যন্ত্রের কাগজে অঙ্কিত হইয়াছিল। ঐ রেখাগুলি তাহার যাতায়াতের নিদর্শন।—এই নিদর্শন হইতে আমি অল্প একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।—মাদ্রানো সিন্দুকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সে যে কেবল সিন্দুকের চেহারা দেখিয়াই ফিরিয়াছিল—ইহা কে বিশ্বাস করিবে? বিশেষতঃ, সিন্দুক হইতে নক্সা ও কাগজ পত্র-গুলি অন্তর্হিত হইয়াছিল—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্তমান; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—সিন্দুক খুলিবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া (without some means of entering the safe) সে সিন্দুকের নিকট অগ্রসর হয় নাই। ব্যাটের বিরুদ্ধে এই আমার প্রথম যুক্তযাত্রা নহে; আমি অভিজ্ঞতা হইতে জানি, ব্যাটের নিকট এরূপ কোন যন্ত্র (apparatus) আছে—যাহার সাহায্যে লোহার সিন্দুকের যে কোন অংশ মোমের মত গলিয়া গর্ত হইয়া যাইতে পারে, অথচ এই কাজ করিবার সময় বিন্দুমাত্র শব্দ হইবার সম্ভাবনা নাই! ব্যাট মাদ্রানোকে মিঃ উইনকিফের আকিসে পাঠাইবার সময় এই যন্ত্রটি তাহাকে দিয়াছিল। কিন্তু মাদ্রানো যে এই যন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল—ইহার কোন প্রমাণ নাই। তাহাকে সিন্দুক খুলিবার জন্য অল্প উপায় অবলম্বন করিতে হয় নাই, কারণ তাহার সৌভাগ্যক্রমে সে চাবি দিয়াই সিন্দুক খুলিতে পারিয়াছিল; সিন্দুকের চাবি সে সিন্দুকেই সংলগ্ন থাকিতে দেখিয়াছিল।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “কোন প্রমাণে তুমি এ কথা বলিতেছ? তোমার অনুমান খুব বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে! আমি উহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি, ব্রেক!”

কিন্তু মিঃ ব্রেক ইন্স্পেক্টর হার্কারের উক্তির প্রতিবাদ না করিয়া মিঃ উইনকিফের মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়াই মিঃ ব্রেক বুঝিতে পারিলেন, মিঃ উইনকিফ তাঁহার কথাগুলি বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করেন নাই।—তিনি মিঃ উইনকিফকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, “উইনকিফ, তুমি

বলিয়াছিলে—চাবি তোমার পকেটে ছিল, আমার সঙ্গে লড়াই করিবার সময় পকেট হইতে তাহা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই তোমার ধারণা হইয়াছিল ; তুমি চারি দিকে তাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলে। কিন্তু সত্যই তোমার চাবি পকেট হইতে পড়িয়া যায় নাই, তুমি তাহা পকেটে না রাখিয়া সিন্দুকে লাগাইয়া রাখিয়াছিলে। তাহার পর হঠাৎ ভয় পাওয়ায় সে কথা তোমার স্মরণ ছিল না; সিন্দুক হইতে চাবি খুলিয়া লওয়া হয় নাই—একথা ভুলিয়া গিয়াছিলে!—আমার এই ধারণা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হইয়াছিল।

মিঃ উইনকিফ্ বলিলেন, “হাঁ ব্লেক, তোমার ধারণাই সত্য! চাবি খুঁজিয়া হয়রান হইবার পর আমি তাহা অল্প কোথাও ফেলিয়াছি কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; শেষে হঠাৎ স্মরণ হইল, আমি উহা সিন্দুকে লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম—তাহার পর আর খুলিয়া লওয়া হয় নাই! একথা পুঙ্খানুপুঙ্খ তোমার নিকট স্বীকার করা উচিত ছিল; কিন্তু আমার বুদ্ধির প্রকৃতিস্বভাব সন্দেহ করিবে ভাবিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে সাহস হয় নাই। এতবড় বোকামী করিয়াছি ভাবিয়া আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার মত লোকের এই প্রকার দুর্বলতা অমার্জনীয়। যাহা চুউক, জানালায় ভিতর বাহির পরীক্ষা করিবার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল—মাদ্রানো ঐ পথেই আফিসে প্রবেশ করিয়াছিল।—কিন্তু কি কৌশলে প্রবেশ করিয়াছিল—ইহা নির্ণয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলাম না। আমি বার্থ মনোরথ হইয়া অন্ধকারের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিলাম! আমি জানিতাম, মাদ্রানো যৎসামান্য অবলম্বন পাইলেই তাহার সাহায্যে যে কোন স্থানে উঠিতে বা নামিতে পারে (was capable of climbing up any thing or down any thing) কিন্তু আমরা উইনকিফের আফিস ঘরের ছাদে এবং নীচে পাহারা রাখিয়াছিলাম; সুতরাং তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া আফিসে প্রবেশ করিতে হইলে তাহার উড়িয়া আসা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। অথচ সে যে উড়িতে পারে না, এ বিষয়ে আমরা সকলেই নিঃসন্দেহ।

“যাহা হউক, দীর্ঘকাল চিন্তার পর একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে পড়িল। উইনক্‌ফের আফিসের অবস্থান-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াই সেই সম্ভাবনা অসঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয় নাই। বাড়ীখানি ত্রিভুজাকার; এই ত্রিভুজের সম্মুখের উর্দ্ধস্থিত কোণটিকে অবলম্বন করিয়া রাস্তার অশ্রু ধারের বাড়ী হইতে ঝুলিতে আসা (to swing across from the building opposite) তাহার মত বাজিকরের পক্ষে অসম্ভব নয়!”

মিঃ উইনক্‌ফ্‌ সন্মুখেরে বলিলেন, “ঝুলিতে ঝুলিতে আসা? ইহা কি সম্ভব? পাগলের মত কথা বলিও না ব্রেক!”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “না, আমি যাহা বলিলাম তাহা অসম্ভব বা অবিখ্যাত নহে। যে সকল বাজিকর দড়া-বাজিতে অভ্যস্ত—তাহারা রজ্জু অবলম্বন করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে—ইহা বোধ হয় কখন প্রত্যক্ষ কর নাই? এই কাজ করিবার জন্য একটি তার দিয়া উভয় অট্টালিকার ছাদের ব্যবধানের উপর একটি সেতু নির্মাণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাজটি হুগ্‌ হিসাব-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিত। the business would require some very exact calculation) এ বিষয়ে ব্যাটের অসাধারণ অভিজ্ঞতা আছে; এবং তাহার অন্তর ঐ স্প্যানিয়ার্ডটা যেমন গোঁয়ার, সেই রকম শয়তান!

“যাহা হউক, আমাকে যে ত্রিকোণমিতি লইয়া যথেষ্ট মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল—ইহা শ্মিথের অজ্ঞাত নহে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, দুই ছাদের উপর দুইটি স্থান আছে—সেই স্থান হইতে ঐ ভাবে তার বাঁধিয়া এই হুগ্‌র কার্য সম্পাদন করা সম্ভব বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। আমি এই উভয় ছাদই পরীক্ষা করিয়াছিলাম—ইহা শ্মিথের অজ্ঞাত নহে।”

শ্মিথ বলিল, “হাঁ, আমি আপনার সঙ্গে দুই দিকের ছাদেই উঠিয়াছিলাম। কতটা!”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কিন্তু আমি কি উদ্দেশ্যে ছাদে উঠিয়াছিলাম তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই; সে কথা আমি তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই। আমার পরীক্ষা নিষ্ফল হইয়াছিল—এ কথাও বলিতে পারি না। যদিও আমি

সন্তোষজনক প্রমাণ কিছুই পাই নাই ; কিন্তু এক ছাদের চিমনির ঘেরে ও অন্য ছাদের টেলিগ্রাফের খুঁটায় (telegraph pole) দড়ি বাঁধিবার সুস্পষ্ট দাগ দেখিতে পাইয়াছিলাম। এমন কি, শণের দড়ির ফেসোও আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই ! তারের ঘর্ষণে তাহার প্রান্তসংলগ্ন দড়ির ফেসো বাহির হইয়াছিল।

“যাহা হউক, আমি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম—এই সকল প্রমাণ আমার সেই সিদ্ধান্তের অনুরূপ হওয়ায় আমার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল।—অতঃপর আমার বিশ্বাস হইল আমি অনুসন্ধান করিলে এরূপ একটি দ্বার বা জানালা দেখিতে পাইব—যেখান হইতে মাদ্রানোর দড়িবাজি আরম্ভ হইয়াছে।—সার্কাসের অপর ধারে উইন্কিফের আফিসের ঠিক সম্মুখে যে তেতালা বাড়ীখানি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অট্টালিকার তেতালার জানালাটিতে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।—বুঝিলাম সেই জানালা হইতে মাদ্রানোর দড়িবাজি আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর আমি উইন্কিফের আফিসে উপস্থিত হইলাম ; উহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে সেই জানালায় ভিতর দিয়া যাহা দেখিলাম—তাহা তোমরাও দেখিয়াছ, এবং যে পন্থা অবলম্বন করিলাম, তাহাও তোমাদের সুবিদিত।”

মিঃ ব্লেকের পাইপের তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল। তিনি পাইপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া পুনর্বার তাহাতে তামাক সাজিয়া লইলেন। মিঃ উইন্কিফ ও ইন্স্পেক্টর হার্কীর অবিশ্বাস ভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ ব্লেকের কথাগুলি বিশ্বাস করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্ত না হইলেও তাঁহার তদন্তের শেষফল দেখিয়া, তাঁহার কোন কথা অবিশ্বাস্য নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, যে কার্য্য অন্তের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, ব্যাট্ তাহার অন্তর মাদ্রানোর সাহায্যে তাহা প্রসম্পন্ন করিয়াছিল ; এবং মিঃ ব্লেক ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য ছিল না—ব্যাটের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে মাদ্রানো তারের সাহায্যে তাহাদের আড্ডা হইতে

মি: উইনকিফের আফিসের বাতায়নে অবতরণ করিয়াছিল। অন্ধকারে কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই; সন্ধ্যার ত কথাই নাই। উড্ডীয়মান বিহঙ্গের স্তায় নিঃশব্দে বাতায়নে নামিয়া সে লঘুপদ বিক্ষেপে মি: উইনকিফের আফিসে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং তাঁহার সিন্দুক হইতে কাগজ-পত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া এরূপ সতর্ক ভাবে সেই পথেই প্রস্থান করিয়াছিল যে, পাদমান যন্ত্রের কাগজে অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিয়া তাহা শিশুর পদচিহ্ন বলিয়াই মি: উইনকিফ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের তর্কবিতর্ক বোধ হয় আরও কিছুকাল চলিত, কারণ কি কৌশলে উভয় অট্টালিকায় তার সংলগ্ন করা হইয়াছিল—তাহা কেহই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই; কিন্তু কেহ কোন কথা বলিবার পূর্বেই মিসেস্ বার্ডেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, “আমি হঠাৎ এখানে আসিয়া আপনাদের খোস গল্পে ব্যাঘাত ঘটাইলাম—আমার এই অপরাধ মার্জনা করুন। হৃৎজন ভদ্রলোক এখানে উপস্থিত আছেন, অগত্যা চায়ের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে।—আপনাদের এখন চা পানের অবসর হইবে কি না তাহাই জানিতে আসিলাম।”

মি: ব্লেক বলিলেন, ধর্মবাদ মিসেস্ বার্ডেল, তোমার যে কিঞ্চিৎ কাণ্ড-জ্ঞান আছে—তাহার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য হইলাম; যদি কেহ তোমার দেহের সহিত তোমার বুদ্ধির তুলনা করে—তাহা হইলে আমি তাহার সঙ্গে নিশ্চয়ই ঝগড়া করিব।—আমাদের চারিজন ছাড়াও একটি লেডির জন্ত চায়ের আয়োজন করিবে।”

মিসেস্ বার্ডেল চারি দিকে চাহিয়া কয়েকটি পুরুষ ভিন্ন কোন ‘লেডি’ দেখিতে পাইল না; কিন্তু মি: ব্লেককে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে পাছে তিনি তাহাকে অন্ধ বলিয়া উপহাস করেন—এই ভয়ে সে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া সাহস করিল না, আপন মনে গজ-গজ করিতে করিতে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। ইন্স্পেক্টর হার্কান তাঁহার টুপি ও কোট খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া এতক্ষণ গল্প করিতেছিলেন; এতক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

এবং টেবিলের উপর হইতে কোট ও টুপি তুলিয়া লইয়া দ্বার-সন্নিহিত আন্টার গাঁজে (peg) তাহা ঝুলাইয়া রাখিবার জন্ত সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি কোটের পকেট হইতে সিগারেটের বাক্সটি বাহির করিয়া লইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া টুপিটা তাঁহার সম্মুখে উচু করিয়া ধরিলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর হার্কারের টুপির দিকে চাহিলেন। ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “আমরা যে সময় জুড়ের জুদরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই সময় ব্যাট চলন্ত গাড়ী হইতে আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছিল, তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সে যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছিল। গুলি আর আধ ইঞ্চি নীচে লাগিলে সেই জুড়ের পাশেই আমাকে আঁকা লাভ করিতে হইত।”

মিঃ ব্লেক দোহাফলন, টুপির উপর ছুইট ছিদ্র, পিস্তলের গুলি টুপি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল!—তিনি হাসিয়া বলিলেন, “ব্যাটের প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল—ইহা তাহারই নিদর্শন।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “হাঁ, তাহার প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় নিফল হইয়াছিল, তাহার দ্বিতীয় গুলিও নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদ করিতে পারে নাই; কারণ তাহা সফল হইলে লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভের শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে আজ সমগ্র ইংলণ্ড ব্যাপিয়া শোকের তরঙ্গ উঠিত, এবং বেচারী স্বর্গকে নিরাশ্রয় হইতে হইত।”

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর হার্কারের কথা চাপা দিয়া বলিলেন, “তোমার সিগারেটের বাক্সে যে সিগারেট আছে তাহা বোধ হয় খুবই উৎকৃষ্ট; কিন্তু উহা তোমার পকেটে রাখিয়া আমার পকেটের একটা সিগারেট লইয়া দেখ।”
(Have one of mine.)

ইন্স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন; মিঃ ব্লেক বুকের পকেট হইতে তাঁহার সিগারেটের বাক্সটি বাহির করিয়া ইন্স্পেক্টরের হাতে দিলেন, তাহা হাতে লইয়াই ইন্স্পেক্টর হার্কারের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ

করিল! তিনি দেখিলেন মিঃ ব্লেকের বর্ণনির্মিত হৃদয় সিগারেট-আধার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে (battered terribly) এবং তাহার ভিতর যে সিগারেটগুলি ছিল তাহা চূর্ণ হইয়া গুঁড়ায় পরিণত হইয়াছে!

ইন্স্পেক্টর হার্কার সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এমন সুন্দর সিগারেট বাস্কটের এ দুর্দশা কে করিল?—একটি সিগারেটও ত আস্ত নাই!”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, কিন্তু আমি আস্ত আছি। ব্যাট আমার বলঃহুল লক্ষ্য করিয়া যে গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা আমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিতে পারে নাট, তাহা ঐ সিগারেট বাস্কটের উপর দিয়াই গিয়াছে, সুতরাং তাহার দ্বিতীয় গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল।”

ইন্স্পেক্টর হার্কার বলিলেন, “পরমেশ্বর তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আমরা ব্যাটকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারি নাই; সুতরাং আমরাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। বিশেষতঃ, মিঃ উইন্কিফের আবিষ্কারসংক্রান্ত কাগজ-পত্রগুলি হাতে পাইয়াও সেগুলি সে লইয়া যাইতে পারিল না; এবিষয়েও তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, এবার ব্যাটের পরাজয়, কিন্তু পরাজিত হইয়া সে যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। জানি না, আবার কোন দিন সে আমাকে সম্মুখ বৃদ্ধে আশ্বাস করিবে।”

সমাপ্ত

‘গ্রন্থালয়-সংস্করণ’ ১৫ নং উৎসাহ্য

ভীনের জুজু

এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

